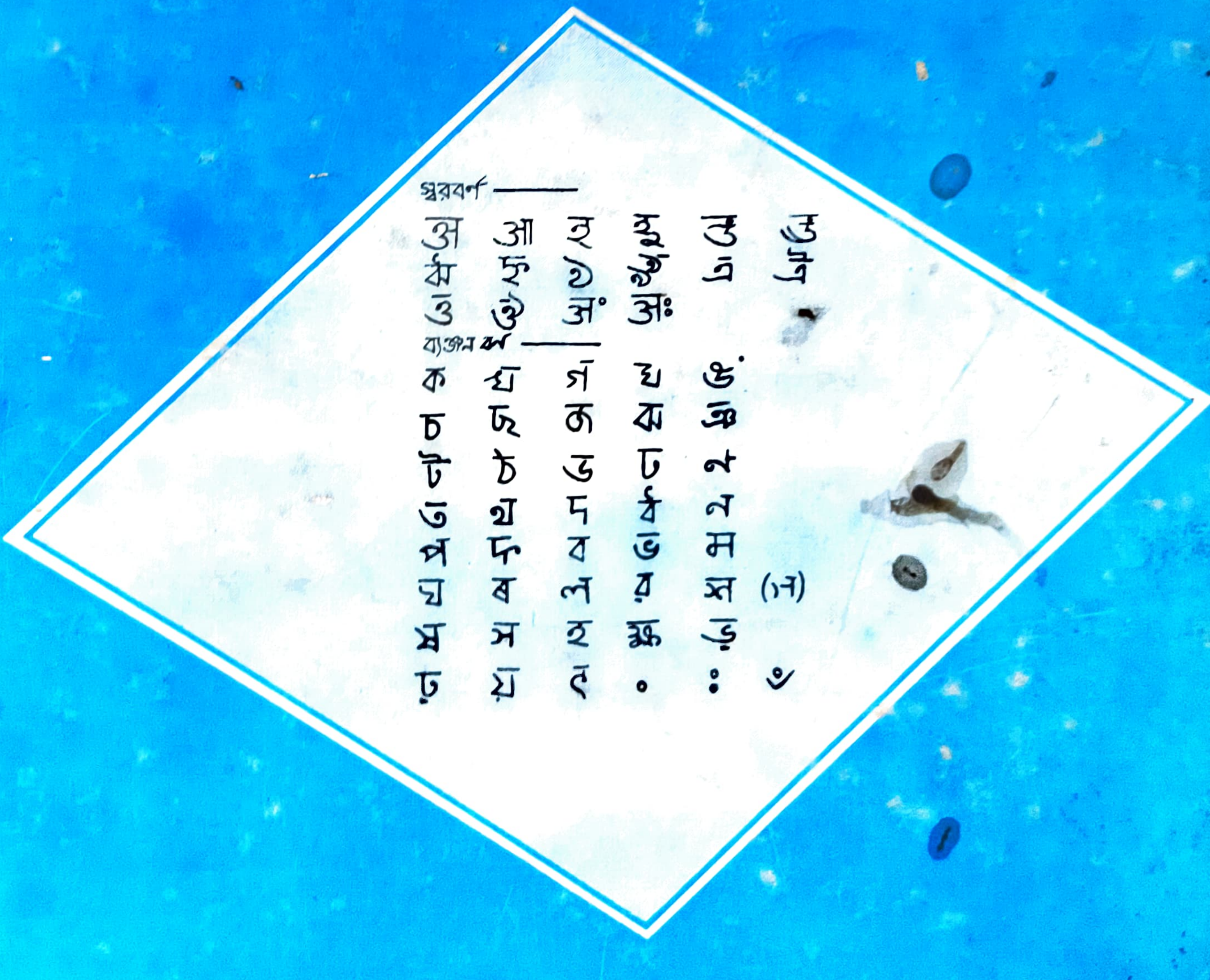
কামতাপুরী ভাষা-সাহিত্যের রূপরেখা

ধর্মনারায়ণ বর্মা



গোটায় উত্তর বঙ্গ, বিহারের পুব অংশ, আসমের গোয়াল পাড়া আর ধুবড়ী জিলা, বাংলা দেশের রংপুর সুদায় নেপালের পুব পাকে একটা ডাঙর ময়াল জুড়িয়া কামতা ভাষা ভাষী মানষিগুলা বসতি করে। অষ্ট্রিক, দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, ভোটব্রহ্ম আর আর্য ভাষা গোষ্ঠীর গোঠ মিশলের পলত শ' শ' বছর ধরিয়া নানান বিবর্ত্তনের মইধ্য দিয়া যে ভাষাটা একদিন একটা যুদা ঢক্ পাইচে, সেই ভাষাটায় হইল কামতা বাসীর 'মাতৃভাষা'।

মহারাজ পৃথুর আমল থাকি চলি আইসা এই কামতাপুরী ভাষা কোচ রাজবংশের পইলা রাজা বিশ্বসিংহ, বিশেষকরি মহারাজ নরনারায়ণের রাজত্ব কালত বিশেষ উন্নতি লাভ করিছে। যেবাদে অসমীয়া ভাষা গবেষক কনকলাল বড়ুয়ায় কইছে-

*" Naranarayan's reign was really the **Elezabethan** period of the **vernacular** & literature of Kamrupa."*

এত্দ্দিন ধরি কামতাপুরী ভাষা - সাহিত্যের হাইলচাবান্দা কোন ইতিহাস বই না আছিল। 'কামতাপুরী ভাষা - সাহিত্যের রূপরেখা' বইখান লেখিয়া মানী শ্রীধর্মনারায়ণ বর্মা ঢেইল দিনের সেই অভাব পুরণ কইরলেন। এই গ্রন্থখান ভারতের ভাষা - সাহিত্যের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রত্ আইসা দিনগুলাত নয়া দিশা দেখাইবে আর একে সাথত্ত ভাষা - বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে ... মূল্য 'গবেষণা গ্রন্থ' হিসাবে

কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা

শ্রীধর্মনারায়ণ বর্মা

কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা

Kamtapuri Bhasa Sahityer Ruparekha

প্রথম সংস্করণ ঃ ১৪০৭ সাল
কার্তিমাস

প্রকাশক ঃ রায়ডাক প্রকাশন
তুফানগঞ্জ, কুচবিহার

পাবার ঠাঁই ঃ আশীর্বাদ ভবন
পঞ্চানন পল্লী
তুফানগঞ্জ, কুচবিহার।
ও
নরনারায়ণ পরমহংস সিদ্ধ যোগাশ্রম
হরিপুর, তুফানগঞ্জ।

মুদ্রক ঃ মা প্রিন্টিং প্রেস
(গভঃ রেজিষ্টার্ড)
তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

দাম ঃ একশত পঁচিশ টাকা মাত্র।

দীন অর্ঘ্য

পরম পূজনীয় পিতৃদেব ৺দেবেশ্বর বর্মা
পরম পূজনীয়া মাতৃদেবী ৺ মান্দল বর্মার
—পূণ্য স্মৃতিত

SARAT CHANDRA SINHA

☏ : 302229
A. G. OFFICE ROAD
BELTOLA
GUWAHATI-781 028

১২ সেপ্টেম্বর, ২০০০

প্রিয় শ্রীবর্মা,

আপনার লেখা 'কমতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপ রেখা'র জন্যে আপনাক মুই আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করং। ভাষা-সাহিত্যের জ্ঞান মোর অতি সীমিত। এই সীমিত জ্ঞান দ্বারা আপনার লেখা সমীক্ষা করা মোর পক্ষে অসম্ভব।

তথাপি ভাষা সাহিত্যের অনুরাগী একজন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে গভীর তত্ত্ব-তথ্যপূর্ণ ও গবেষণা সিদ্ধ আপনার বই খান পড়িয়া মুই মুগ্ধ হইছুং। বিভিন্ন জেলার ভাষা-তত্ত্ব ও সাহিত্য শৈলী আপনি যে ভাবে উপস্থাপিত করছেন, শব্দের ক্রিয়াতত্ত্ব যে ভাবে বিশ্লেষণ করছেন, দোতরা-কুশান আদি বিভিন্ন গান, হুদুমদেও আদি বিভিন্ন পূজা, ছাওয়া-ভুলানী আদি গান উল্লেখ করিয়া জনজীবনের স্বরূপ যে ভাবে উদ্ভাসিত করছেন সেই কথা বিবেচনা করিয়া মুই আপনার লেখা "কমতাপুরী ভাষা-সাহিত্যের রূপরেখা" এটা অপূর্ব সৃষ্টি বলিয়া মনে করং। আপনার এই গবেষণা, এই সাধনা সফল হউক — এই মুই আন্তরিক কামনা করং।

একটা সমৃদ্ধ ভাষা-সাহিত্য কি ভাবে নিষ্প্রভ হয়া আছে, তাক ভাবিয়া আশ্চর্যান্বিত হই। তার জন্যে দায়ী আমরাগুলা। আপনি একজন কীর্তিমান ভাষাবিদ, যশস্বী সাহিত্যিক। আপনার সাধনা অবশ্য সফল হইবে। কিন্তু সাহিত্য সভাত কমতাপুরী ভাষা সাহিত্য শোভা পাইবে। এই দায়িত্ব আপনার উপরা অর্পিত হইছে। আপনি নিশ্চয় আমার মুলার এই আশা পূর্ণ করিবেন।

আপনার প্রতি মোর সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

প্রীতি ও শ্রদ্ধা সহকারে—

শ্রীধর্মনারায়ণ বর্মা,
তুফানগঞ্জ।

বিনীত—
শরৎচন্দ্র সিংহ
প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী

ভূমিকা

আমার বিচারে "কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা" একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি শ্রীধর্মনারায়ণ বর্মা মহাশয়ের অধ্যাবসায়, পরিশ্রম, গবেষণা ও মননের ফসল। ভাষা উপভাষা বিভাষা নিয়ে যে বিতর্ক, আলোচনা, বিবাদ চলছে "বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের" ভিত্তিতে তার সমাধান শ্রীবর্মার কাম্য। আলোচনার ভিত্তিতে বিতর্কের সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি প্রশংসার যোগ্য। ভাষা নিয়ে আবেগভিত্তিক ভাসাভাসি এ বিতর্কের সমাধান নয়।

শ্রীবর্মা অবিভক্ত / বিভক্ত উত্তরবঙ্গের লৌকিক / লোকায়ত ভাষাকে "কামতা-বেহারী ভাষা" হিসেবে নামকরণের পক্ষপাতী। তাঁর এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে উত্তরবঙ্গের লৌকিক / লোকায়ত ভাষা একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাষা। তাঁর মতে এই ভাষা বাংলা ভাষার উপভাষা নয় কিংবা অসমীয়া ভাষার প্রাচীন নিদর্শন নয়। বিভাষাও নয়। এই ভাষা সংস্কৃত ভাষার পরিকাঠামোর উপর দাঁড়িয়ে থাকা এক সম্পূর্ণ ভাষা। এইভাবে যাঁরা এই ভাষাকে বাংলা ভাষার উপভাষা হিসেবে মনে করেন, কিংবা এই ভাষাকে অসমীয়া ভাষার প্রাচীন নিদর্শন বলে মনে করেন, তিনি তাঁদের বিপরীতে এই ভাষাকে স্থাপন করেছেন। সেই সঙ্গে যাঁরা এই ভাষাকে "রাজবংশী ভাষা" হিসেবে নামকরণের অভিমত পোষণ করেন এবং এই মতের প্রবক্তা তাঁদের বিপরীতেও তাঁর অবস্থান ঘোষণা করেছেন।

উত্তরবঙ্গের লৌকিক / লোকায়ত ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক অবস্থান কোথায় হবে তা নিয়ে অভিমত প্রকাশের যোগ্যতা আমার নেই। অতএব এ সম্পর্কে কোন অভিমত প্রকাশে আমি বিরত থাকলাম। তবে একথা অবশ্যই বলা দরকার যে উত্তরবঙ্গের লৌকিক / লোকায়ত ভাষাকে "রাজবংশী ভাষা" হিসেবে জাতিগত / সম্প্রদায়গত নামকরণের পিছনে 'অন্তরালে অবস্থিত উদ্দেশ্যের' ইঙ্গিত আছে। এই তত্ত্বের প্রবক্তারা তাঁদের রচিত ভাষা বৃত্তকে সংকীর্ণতম বৃত্তে পরিণত করেছেন। এমনকি জন্মসূত্রে যাঁরা রাজবংশী নন, অথচ অবিভক্ত / বিভক্ত

উত্তরবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে পুরুষানুক্রমে বসবাস করছেন, লৌকিক / লোকায়ত ভাষা সংস্কৃতির পরিমন্ডলে যাঁদের জন্ম, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই মায়ের মুখে এই ভাষা শুনে যাঁরা কথা শিখেছেন, এই ভাষা ও সংস্কৃতির ছায়ায় লালিত পালিত হয়েছেন "রাজবংশী ভাষা" বৃত্তে তাঁদেরও স্থান হয় না। এই মতের প্রবক্তাদের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করে শ্রীবর্মা তাঁর রচিত ভাষাবৃত্তে জন্মসূত্রে রাজবংশী না হওয়া সত্ত্বেও এক বিরাট সংখ্যক মানুষকে স্থান দিয়েছেন এবং অবশিষ্টদের বৃত্তের ভিতরে আসার দরজা বন্ধ করেন নি। এই সবল অবস্থানের জন্য তাঁকে অভিনন্দন।

অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের অধুনা লুপ্ত কুড়িগ্রাম মহকুমার খোলারপাড় নামে এক পশ্চাদ্‌পদ গ্রামে আমার জন্ম। পুরুষানুক্রমিক বসবাস। আমার মার মুখে উত্তরবঙ্গের লৌকিক ভাষা শুনেই আমি কথা বলা শিখেছি। এই ভাষা সংস্কৃতির পরিমন্ডলে লালিত পালিত হয়েছি। "মাতৃভাষা" শব্দটি যে অর্থেই ব্যবহার করা হোক না কেন তার সর্বার্থে এই ভাষা আমার মাতৃভাষা। আমি এবং আমরা চাই যে ভাষাতত্ত্বের নিরিখে এই ভাষার অবস্থান নির্ণিত হোক।

আমার বিশ্বাস, শ্রীবর্মার এই গ্রন্থখানি ভাষা নিয়ে বিতর্কে মূল্যবান উপকরণ / উপাদান যোগাবে এবং আলোচনার মানকে সমৃদ্ধ করবে।

মণীন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

তুফানগঞ্জ
২৪-৮-২০০০ ইং।

মুখবন্ধ

ধর্মনারায়ণ বর্মা, পরিণত বয়সে জন্ম দিলেন অতি নবীন এক 'সাহিত্য প্রজন্ম'। আত্মশক্তির অসাধারণ উদ্বোধন ঘটেছে তাঁর জ্ঞান-রাজ্যে। পরিণতিতে, আত্মনির্ভর সৃষ্টিশীলতা দুর্লভ নির্ভীকতায় সঙ্গীতমুখর হয়ে ঘোষণা করেছে আত্মঅস্তিত্ব। শিকড়ের সন্ধানে, সাধন তৎপর নিরলস তাপস, সিদ্ধিলাভ করেছেন জ্ঞানের উজ্জ্বল জ্যোতিদর্শনে। একেই বলে বোধিলাভ।

ইনটেলেকচ্যুয়ালরা সৃষ্টিশীল ও নির্ভীক। তাঁরা সত্যনিষ্ঠ ও বহুজন কল্যাণকামী। যাঁরা পন্ডিত তাঁরা সংস্কারের বাঁধিগৎ-এ শৃঙ্খলিত; অহেতুক প্রশংসার মুখাপেক্ষী ও ব্যক্তি-স্বার্থ-সর্বস্ব। সত্য আবিষ্কারের ঐশী প্রেরণা (divine-energy) লেখককে চৈতন্যসমৃদ্ধ করে রেখেছে পুস্তক রচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত।

আমাদের দেশে, বিদেশী আর্যরাই জ্ঞানচর্চ্চা করেছে গত দেড় সহস্র বছর ধরে। "ভারতবর্ষে প্রথম বিদেশী অনুপ্রবেশকারী" আর্য বামুনেরা, বিদেশী পাঠান, শেখ আর সৈয়দরা, বিদেশাগত ইউরোপের ইংরেজরা আমাদের শিখিয়েছে আমাদের মাতৃভূমির ইতিকথা। বিদেশীরাই, আমাদের দেশের ভাষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংকৃতি, ধর্ম-রাজনীতি, বিত্তকাঠামো আর নর-গোষ্ঠীর কত কথা শুনিয়েছে আমাদের। আমরা তাদের শেখান বুলি আর লেখা কথাগুলিকেই অন্ধের মতন নির্বিচারে বিশ্বাস করতে অভ্যস্ত হয়েছি! আমাদের 'জো হুজুর' হতে বাধ্য করা হয়েছে। আমাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকেটে, কলম ধরার ক্ষমতাশূন্য করে একলব্য করা হয়েছে। আর্য বামুনদের শাশ্বত-উপনিবেশ, ভারতবর্ষ তাই বিশ্বের সর্ববৃহৎ নিরক্ষরের দেশ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। বিপুলা, এই তারা-হারা মধ্যরাত্রির অন্ধকার দেশে পরাধীন ভারতীয়দের বিচার ক্ষমতা অবলুপ্ত হয়েছে। তারা চৈতন্য রহিত; অনুসরণ করতেই কেবলমাত্র অভ্যস্ত।

ভারতজোড়া ইনটেলেকচুয়ালিটির এই মরুস্থলীতে, অসাধারণ, এক মরূদ্যান, "কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপ রেখা" বইটি। লেখক ধর্মনারায়ণ স্রোতের অনুকূলে গমন করে, নরক গামী হন নি। তিনি ঘুরে দাঁড়াবার দুঃসহ সাহস আর দুর্বার-শক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তাঁর বিরচিত পুস্তকে। তিনি এ সত্য বুঝেছেন যে, বিদেশীদের থেকে আর যাই হোক্, দেশভক্তি আর দেশপ্রেম আশা করা যায় না। তিনি ঘোষণা করেছেন, বিদেশীরা আর যাই পারুক, দেশের যথার্থ ইতিহাস তারা লিখতে পারে না। সে লিপি-ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস হোক্ আর ধর্মের ইতিহাস যাই হোক্ না কেন। ঔপনিবেশিকেরা তো এ কাজ করতেই পারে না।

সুতরাং তাঁর পুস্তকের বাঁকে বাঁকে লেখক গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন, বড় বড় মনীষী বলে জনমানসে পূজ্য ও পন্ডিত মহলে স্বীকৃত বিদেশী ব্যক্তিত্বদের মৌলিক মতামত। তারপর, সম্পূর্ণ নিজস্ব ভঙ্গীতে মাতৃভাষার ইতিহাস আবিষ্কারের কাজে হাত দিয়েছেন।

পূর্ব ভারতের ভাষা ও সাহিত্যের যে ইতিহাস আর্যরা লিখেছেন তা, পূর্ব ভারতে আর্য আগমনের পরবর্তীকালের। ঠিক ঠিক ভাবে বলতে গেলে, দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান আক্রমনের পূর্বের কোন বাঙ্গলা-ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস এরা লেখেন নি। অথচ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-মগধ প্রদেশের গৌরবময় সভ্যতা-সংস্কৃতির ইতিহাস, অত্যন্ত প্রাচীন। অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছরের। বিদেশী ঔপনিবেশিক আর্যরা মূল ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য ; ধর্ম-সংস্কৃতিকে হয় বিধ্বংস করেছে নয়ত আত্মস্বাৎ করেছে।

অতি প্রাচীন ধ্বংসস্তুপের কবরখুঁড়ে, পচা মাটির অনেক গভীর অন্ধকার থেকে ধর্মনারায়ণ বর্মা উজ্জ্বল আলোর সামনে তুলে এনেছেন পূর্বাঞ্চলের আদিভাষার সমৃদ্ধ রূপ। (অধিকৃত আর নেই অবশ্য)। অত্যাচার আর অস্বীকৃতির ভয়াবহ আক্রমণে, অস্তিত্ব রক্ষার প্রবল কামনায়, বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্বতে আর গ্রামঘরের গৃহকোণে কোন রকমে পালিয়ে বেঁচে থাকা, দেশের

'রাজভাষা' আর রাজবংশের রাজবংশী ভাষা আজ নাম হারা, পরিচয়হীন। কেই একে বলে, 'বাহে ভাষা', কেউ বলে 'রাজবংশী', কেউবা কামতাপুরী, কামরূপী, কেউ বলেন, 'কামতা বেহারী', কখনও বলা হয়েছে কোচ্, কোল ভাষা। সকল সমাজ ইতিহাসের ভিত্তিতে লেখক সুপ্রাচীন দেশীয় ভাষা, মাতৃভাষার নামকরণ করতে চেষ্টা করেছেন, ইতিহাসের কষ্টিপাথরে বিচার বীক্ষণের মধ্য দিয়ে। আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন মাতৃভাষাকে। লিখেছেন সদর্পে "কামতাপুরী" ভাষা. উপভাষা নয় কোনক্রমেই। মাটির কাছের দেশের মানুষের হৃদয়-উৎস থেকে সৃষ্টি হওয়া, মাটির মাঝে শক্ত-শিকড় সমৃদ্ধ মূল ভারতীয় ভাষা — এই কামতাপুরী ভাষা। কোটী সংখ্যক মানুষের মুখের ভাষা ; যে ভাষায় কয়েক মিলিয়ন (million) মানুষ তার সুখ আহ্লাদ ; আশা আকাঙ্খা ; শোক আনন্দ, দর্শন-বিজ্ঞান সংগীত আর যুদ্ধ-মুখর জীবন স্বচ্ছন্দ আর অবলীলায় ব্যক্ত করেছে ; ব্যক্ত করেছে সহস্র বছর ধরে,—বিস্তীর্ণ ভৌগোলিক অঞ্চল জুড়ে, — সে ভাষা, মাটির কাছের. সেই প্রাণবন্ত ভাষা কি করে হবে উপভাষা ? ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে সংস্কৃত মাতৃভাষা যাদের তাদের সংখ্যা ছিল ৫৫৫ জন। ১৯৭১ সনের আদমসুমারীতে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র ১২৮৪ জন। মৃত সেই দেবভাষা যদি হয় ভাষা; কামতাপুরের শিকড়ের ভাষা, তা কি করে হবে উপভাষা। বারো হাত কাকুড়ের তেরহাত বিচি !

ঔপনিবেশিকেরা. এক গভীর ষড়যন্ত্রের সাহায্যে দেশের মানুষকে দাসত্বের অপমান শৃঙ্খল পরিয়ে দেবার সময়, সাথে সাথে, দেশের মানুষের ভাষা সাহিত্যকেও অপমানের লাঞ্ছনার কালো তিলক পরিয়েছে। ব্যঙ্গ করে বলেছে, 'বাহে-ভাষা', উপভাষা। বর্মণ মশাই আর্যদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের এই বলবান প্রচেষ্টা যথাযথ সার্থকতার সঙ্গে উদ্ঘাটন করেছেন। সঠিক সিদ্ধান্তের নিকটতম বিন্দুতে পৌঁছে, লেখক প্রায় বলেছেন যে. মূলভারতীয় লিপি-ভাষা ও সাহিত্য সাম্রাজ্য লুট-পাট করে, লুন্ঠিত দেশীয় শব্দ ভান্ডার, ভাষা ও সাহিত্য-রসধারা চুরি করেই নিরক্ষর ও সাহিত্যহীন আর্য ব্রাহ্মণেরা কৃত্রিমভাবে গড়ে নিয়েছিল

সংস্কৃত সাহিত্য। মহেঞ্জোদাড়োর আর সম্রাট অশোকের ভগ্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মাঝে আজও বেঁচে আছে আর্যপূর্ব, প্রাকবৈদিক ভারতীয় সেই সাহিত্য ও ভাষা সাম্রাজ্যের নিদর্শন।

কোচ-কামতা-ভাষা, কোল কামতা ভাষা, এ দেশের আদি ভাষা। শ্রমণ-সংস্কৃতি এ দেশের আদি সংস্কৃতি। শ্রমণ-সংস্কৃতির জীবনরসে পরিপুষ্ট বৌদ্ধধর্ম আর বৌদ্ধ বিহারের ছড়াছড়ি ছিল কোচ জাতির (race/nation) দেশে। কোচবিহার তাই তার নাম। এ অঞ্চলের স্থানে স্থানে বড় বড় মাটির পাহাড় প্রমাণ স্তূপের জঞ্জাল সাফাকরলে তাই আজকাল কেবলমাত্র বৌদ্ধস্তূপের আর বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। তাইত আবিষ্কৃত হয়েছে চর্যাপদের মাঝে বৌদ্ধ গাথা সাহিত্যের আবিষ্কার। কোচ-কামতা-ভাষার বৌদ্ধ সাহিত্য ধ্বংসের সাথে সাথে; কোচ্-কামতা-রাজবংশের অবক্ষয়ের সাথে সাথে মর্যাদাশূন্য হয়েছে, দেশের রাজভাষা, অসুর কোচ রাজবংশের ভাষা। লেখক, অসাধারণ মনীষার প্রয়োগে মাতৃভাষার সেই ইতিহাস — উৎস সন্ধানে বেরিয়েছেন। লেখককে দেশবাসী প্রণাম করুক।

শ্রদ্ধেয় লেখক, সংস্কৃত ভাষাবিদ। বৈয়াকরণিক। অতি যোগ্যতায় তিনি সহজভাবে সিদ্ধ করেছেন, মাতৃভাষায় শুদ্ধ ব্যাকরণের অঙ্গবিন্যাস ও আত্মার গঠন কৌশল। সাহিত্যের ইতিহাসে এ এক অনন্য সংযোজন। এক নতুন সাহিত্যিক-প্রজন্ম অনুসরণ করবে মহাজনের তৈরিকরা এই সোনার সড়ক। আবিষ্কার করবে মাতৃভাষার ইতিহাস। রাজত্ব দখল আর রাজভাষার করবে প্রতিষ্ঠা।

বঙ্গভূমির বিশুদ্ধ মাতৃভাষায় বিরচিত হয়েছে এ গ্রন্থ। আমি ভুলে গেছি আমার মাতৃভাষা। সুতরাং কটু ধৃষ্টতায়, তবু লিখলাম ভূমিকা — অশুদ্ধ ভাষায়। লিখলাম, আর্যদের শেখানো বাংলার কৃত্রিম ভাষায়। দেশের, দেশপ্রেমী মানুষেরা বিশুদ্ধ করে নেবেন আমার ভাষার ত্রুটি।

ডঃ স্বপন কুমার বিশ্বাস
কলিকাতা ২৪/৮/২০০০

নান্দিকী

প্রাগৈতিহাসিক যুগ থাকি উত্তর-পূর্ব ভারত শিক্ষাসংস্কৃতি আরো রাজনীতির ক্ষেত্রত্ স্বতন্ত্র অবস্থান নিয়া চলি আসির নাইগচে। বিভিন্ন পুরাণ, মহাকাব্য, মনুস্মৃতি মানব ধর্মশাস্ত্র এমন আরো মেলা প্রাচীন গ্রন্থত এইঠ্যাকার রাজনীতি, সমাজনীতি, সংস্কৃতি আরো ধর্মীয় বিশ্বাসাদিক নিয়া গাস্যোক হাইলচা রচি গেইচে। সেইলা সূত্রক ধরি হাটিলে এইঠ্যাকার গোড়ের ইতিহাস আরো বৃত্তান্তলাক আমরা জানির পামো। এইঠ্যাকার গ্রন্থাদি, কীর্তন, গান, চিঠিপত্র, শিলালিপি আরো বহুতে সূত্র থাকি এই ঢোসাময়ালের ভাষাকো জানির পাওয়া যায়।

এই ভাষাটার চর্যাপদের যুগ থাকি (৮শ হইতে ১২শ শতাব্দী) সংস্রব হওয়ার ধইরছিল বুলি কওয়া যায়। পাছত এই ভাষাটায় বড় হইতে হইতে কামতাপুরের রাজ ভাষা হয়া ওঠে। 'উপ' এই বিশেষণ এই ভাষাটার বেলা খাটে না। বরঞ্চ ইয়াক শুষি মেলা উপভাষার রূপ ধইরচে। বস্তুত পাঠান মোগল যুগতও এই ভাষাক গৌরবের আসনত দেখির পাই। বৃটিশের যুগতে ইয়ার অধঃপতন হওয়ার ধরিল। বাংলা, আসামী ভাষাক জন্ম দিয়া আরো বাংলাদেশ ও আসামক জন্মদিয়া বৃটিশের ঘর কামতাপুরের নাভিশ্বাস তুলি দিচে। কামতাপুরের বহুতে জাগা নিয়া এই দুইটা নয়া দেশ সিজাইল। এই ভাষার হরফ আর অধিকাংশ শব্দ, ধাতুভান্ডারক নিয়া দুই নয়া ভাষাক সিজাইল বৃটিশের ঘর। তেঙুও এইঠ্যাকার ভাষাটা মুছিগেইলেক না। বাঁচিয়া রইল গাওয়ের মানুষেরঠে। উমরা গান বাজানা মন্তর তন্তর, গাল গপ্প, উক্‌কথা সুখ দুঃখের কথাত এই ভাষাটাক জিয়া রাখিল। ক্যারমে ক্যারমে সেদিনের এই রাজ ভাষাটা হয়া গেইল গাঞয়া ভাষা। যেনে নির্বাসনত গেইল ভাষা জননী। কওয়া যায় বিংশ শতাব্দী এই ভাষাটার আন্দার যুগ। আশা করা যায় নয়া শতাব্দী আরো সহস্রাব্দী এই ভাষাক উচা আসনত তুলি বসাইবে।

বিস্তীর্ণ ভাষিক অঞ্চল হইল এই ভাষাটার। যার ফলত ইয়ার আঞ্চলিকতাও আছে। ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্বের ব্যাপারত খানেক আঞ্চলিক ব্যাগল রূপ থাইকলেও মূলগত ভাবত এক্কেনাকান। সংস্কৃত, হিন্দি, মৈথিলী, ইংরাজী, আরবী পার্সী আরো গাড়ো, বোড়ো, সাঁওতালী এইলা ভাষা উপভাষার উপাদান এই ভাষাটার শ্রীবৃদ্ধি ঘইটচে!

এই ভাষার সাহিত্য ভান্ডার অফুরন্ত। কওয়া যায় অতুলনীয়, মধ্যযুগত্ কোন প্রাকৃত ভাষাত এমন সাহিত্যধারা উপজায় নাই। বিশ্বসিংহ-নরনারায়ণর যুগত এই ভাষাটার রেণেসাঁ ঘইটচে।

ইয়ার আগিলা বইলাত ভাষাটার নাম 'কামতা বিহারী' দেওয়া হইচিল। কিন্তুক রায়ডাক পত্রিকার সাহিত্য পুরস্কার বিতরণী সভাত ভাষাক কামতাপুরী বুলি কওয়া হইচে। ধূপগুড়ি, চম্পাসারি; শিবমন্দির, কুমারগ্রাম, মাথাভাঙ্গা ভাষা সম্মেলনত এই ভাষাটার নাম 'কামতাপুরী' দেওয়া হইচে। সেই গোনে এই ভাষার নাম 'কামতাপুরী' বুলি লেখা হইল। মোর ভাবনা কিন্তুক ব্যালেগ। মুই চাং এই ভাষার নাম হউক 'কামতা ভাষা'। ইয়াতে ইতিহাস আরো ভূগোল সম্পূর্ণ ভাবত জিয়া থাইকবে।

এই বইখান লেখির যায়া মেলা পুস্তক আরো সহানুভূতিশীল ব্যক্তির সাহায্য নেওয়াত বাধ্য হইচুং। বইলার কতলার নাম বইতে উল্লেখ আছে। সাহায্য করাইয়ার নামলা হইল— সর্বশ্রী ক্ষিতীশ সরকার, মিনতি অধিকারী, ক্ষিতেন্দ্র মোহন সরকার, সুজন বর্মণ, কমলেশ সরকার, যতীন বর্মা, বিনোদ বর্মা, অমল বর্মা, দিলীপ কুমার দেব বর্মণ (Asstt. Engineer Gauhati) নবকলিতা (Antiquiarion Studies Gauhati) দিলীপ চন্দ্র কলিতা (Liabrary Asstt. Gauhati University) উমারগুলার ঠাঁই ঋণ-স্বীকার করং। পাঠক বর্গের যদি কিছু উপগার হয় শ্রম স্বার্থক হইচে বুলি কওয়াই থাইবে।

শ্যামত মা প্রিন্টিং প্রেসের মালিক ও কর্মিবৃন্দক আন্তরিক ধন্যবাদ জানাং উমারগুলায় কর্তব্যানিষ্ঠার বাদে।

শ্রীধর্মনারায়ণ বর্মা
১৫/২/২০০০ ইং

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। ভাষার ইতিবৃত্ত — ডঃ সুকুমার সেন।
২। O.D.B. L. — ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়।
৩। Assamese Grammar and Origin of The Assamese Language — Kaliram Medhi.
৪। The History of Medieval Assam — N. N. Acharyya.
৫। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত — শ্রীঅসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ; এম, এ, ডি, ফিল।
৬। Assamese its Formrtion And Development — Bani Kanta Kakati—M. A. Ph. D.
৭। আধুনিক বাংলাভাষার ব্যাকরণ — জগদীশ চন্দ্র ঘোষ।
৮। Earty History of Komrupa — K. L. Barua.
৯। Linguistic Survey of India — G. A. Grierson.
১০। সাহিত্য বাতায়ন — ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।
১১। বাংলা বানান বিচিত্রা — অধ্যাপক পি, আচার্য।
১২। আঞ্চলিক ভাষার অভিধান — ডঃ শহীদুল্লাহ্।
১৩। A step to Kamta Behari Language — D. N. Barma.
১৪। পানিনীয়ম্ A Higher Sanskrit Grammar And Composition — ডঃ প্রবোধ চন্দ্র লাহিড়ী ও পন্ডিত কৃষ্ণাকেশ শাস্ত্রী।
১৫। অমর কোষ —
১৬। A History of Assam — Sir Edwad Gait

১৭। কামরূপশাসনাবলী — পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য।

১৮। ভাষা আন্দোলনের শতবর্ষান্তে — দীনেশ সিংহ।

১৯। রচনা সংগ্রহ — মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২০। The Kamta Language Proginitor of Assamese and Bengali — Dr. T. C. Rastogi and Arun Choudhry.

২১। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণ'

২২। An advanced History of India — R. C, Mazumdar.

২৩। কালিকা পুরাণ —

২৪। যোগিনী তন্ত্রম্ —

২৫। বাঙ্গালার ইতিহাসে ভগ্নাশ — কামরূপ, রংপুর (বঙ্কিম রচনাবলী)

২৬। Literature in Kamta Koch-Rajdarbar — Dr. Ajoy Chakravorty.

২৭। Descriptive Catalogue of Manuscripts Preserved in the State Library of Cooch Behar — Dr. Sashibhusan Das Gupta.

২৮। অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা — ডঃ মহেশ্বর নেওগ।

২৯। বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্য — ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন।

কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যের রূপরেখা

আগিলা কথা

উত্তর পূর্ব ভারতের প্রধান প্রচলিত ভাষাক নিয়া পন্ডিত সমাজত বিতর্কের শ্যাষ নাই। ফাইক মানসিয়ে এই গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ভাষাটাক উপভাষা আখ্যা দিয়া ওটিখ্নায় উমরা উমার কর্তব্যর ইতিরেখা টানিবার চান। সমাজ ইতিহাসের বিবর্তনের ধারাত প্রতিষ্ঠিত এত ডাঙ্গর সত্যটাক উমরা মানি নিবার না চায়। বাংলার লেখাইয়ালা এই ভাষাক বাংলার উপভাষা কয়। আর অসমীয়া সাহিত্যর পন্ডিতলা তো এই ভাষাক ব্যাগল ভাষা হিসাবত স্বীকার করা দূরের কতা, এই ভাষার প্রাচীন পুস্তকলাক অসমীয়া ভাষার প্রাচীন নিদর্শন বুলি চলেবার নাইগচে। ফির এদি এই ভাষাভাষী মানষিলা এবং আরো কিছু দরদী সত্য ওনাসী পন্ডিত এই ভাষাক কোন ভাষার উপভাষা নোঙায় বুলি কইচেন। উমরা এইটাক এক স্বয়ং সম্পূর্ণ ভাষা হিসাবত স্বীকার কইরচেন।

কোনয় হইক এই বিবাদের সমাধানের বাদে বিজ্ঞান ভিত্তিক ভাষাতত্ত্বের আলোচনা হওয়া দরকার।

'A Step to Kamta Behari Language' বই খানত অতি সংক্ষিপ্ত ভাবত এই ভাষাক নিয়া আলোচনা করা হইচে। এই ভাষাক 'কামতা বেহারী' ভাষা বুলি অভিহিত করাত্ ফাইক চিন্তাবিদ্ মানষি সাধুবাদ দিচেন, যদিও কাঙরো কাঙরোঠে এই নাম করনত ঘোরতর আপত্তি আছিল বা আছে।

ইয়াত্ যায় যায় আপত্তি কইরচেন উমার বক্তব্য হইল এইটা 'বিভাষা। ভাষা নোঙায়। ডঃ হর প্রসাদ শাস্ত্রী এই 'বিভাষা' শব্দটা উমার 'রচনা সংগ্রহত' ব্যবহার কইরচেন। উমরা কইচেন :—

খ্রীষ্ট-পূর্ব দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীতে ভিন ভিন দেশে ভাষা প্রচলিত ছিল। ভাষা, অর্থাৎ সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা; যেগুলি সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন নয় সেগুলি বিভাষা। (রচনা সংগ্রহ ২য় খন্ড ৩২২ পৃঃ)

সেই বাদে কওয়া যায় এই কামতা পুরী ভাষাক যায় বিভাষা কন উমার এই ভাষা সম্পর্কত গেয়ানের বহরখুব আটো। অবশ্য কাঙো কাঙো সত্যক ঢাকি থুবার গোনে নিজের ইচ্ছাত্ গেয়ানের বহরক খাটো করি আপন পান্ডিত্যের হানি করাং প্রস্তুত। আলোচ্য-ভাষাটা যে সংস্কৃত ভাষার পরিকাঠামোর উপরায় খাড়া হওয়া এই কথা উমরা জানে না বা জানিয়াও স্বীকার করির না চায়। এই ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, গঠনতন্ত্র, আরো শব্দ ভান্ডারত কিহুমান আঞ্চলিকতার ছ্যাঞ্চা থাকিরে পায়, তাতে এই ভাষাটার মর্যাদা হানি হয় কেং করি? এই ব্যাপারত ব্যাকরণ খন্ডত বিস্তারিত আলোচনা কইরবার আশা রাখিলুং।

ডঃ আব্রাহাম গ্রীয়াসন এই ভাষাটাক রাজবংশী dilect কইচেন। উমরা এই নাম করণক দিয়া এক যদিং উপ-ভাষাই কবার চাইচেন — যার নগত্ আন কোন ভাষার সংযোগ আছে না নাই সেটা বিতং বিতং করি কন নাই। হয়তো বা ইয়াক গারো, বোড়ো ইত্যাদি উপভাষার ঢক একটা অস্বীকৃত উপ-ভাষাই কবার চাইচেন।

কিন্তুক উমার এই বক্তব্যত বিশেষ ত্রুটি দেখির পাওয়া যায়। পৈলা হইল এইটা উপভাষা নোঙায়। একটা সমৃদ্ধ ভাষার যতলা লক্ষণ ঐলা কুল্যায় এই ভাষাৎ বিদ্যমান। যেমন—

১) এই ভাষার সমৃদ্ধ ইতিহাস আছে।

২) সংস্কৃতের পরিকাঠামোং এই ভাষা প্রতিষ্ঠিত।

৩) ত্রয়োদশ শতাব্দী হাতে উনবিংশ শতাব্দীর শ্যাষ ভাগ অব্দি এই ভাষা কামতাপুরের সরকারী ভাষা অছিল।

৪) এই ভাষাত্ দিল্লী মুঘল সম্রাট্, ভুটান রাজা, অহোম রাজ প্রভৃতির নগত্ পত্র বিনিময় আরো যোগাযোগ আছিলো।

৫) এই ভাষার বাচকগুষ্ঠি নাই করি দের কুটি। কোন উপভাষার বাচক সংখ্যা এত বেশি হওয়ার পায় না। স্বাধীনতা — পূর্ব ভারতের গোটায় উত্তরবঙ্গ, বিহারের পুর্ণিয়া, নেপালের মোরাঙ্, অবিভক্ত গোয়ালপাড়া, কামরূপ আর দরং জেলা হইল ইয়ার ভাষিক অঞ্চল।

৬) এই ভাষা কামতাপুর নামে এক বিশাল সাম্রাজ্যরূপ ভিত্তির উপরাত খাড়া আছিল।

৭) এই ভাষার পুরাণি সাহিত্য সম্ভার মানসির চকুর টটারি তোলার মতন।

৮) এই ভাষা মাটির লগত নাগানাগি। দলকচুর ঢক ভাসি বেরা নোঙায়।

ফির 'রাজবংশী' এই অভিধাটা ভাষার ক্ষেত্রত সমর্থন যোগ্য নোঙায়। কারন হইল এই ভাষা-ভাষী মানসিলা হইল ১) রাজবংশী ২) কোচ ৩) খেন ৪) কলিতা ৫) যুগী ৬) কুড়িসঙ্জন ৭) কায়স্থ ৮) মোছরমান ৯) বামুন আরো মেলা মেলা সম্প্রদায়ের মানষি।

আরো ব্যাখ্যা করি কওয়া যায়, এই ভাষার লেখক, কবি, নাট্যকার, কাব্যকার সগায় রাজবংশী না হন। কবি হেম সরস্বতী, শঙ্করদেব, দামোদরদেব, বকুল কায়স্থ, পীতাম্বর সিদ্ধান্তবাগীশ, পুরুষোত্তম প্রভৃতি যায় যায় এই ভাষাত সাহিত্য সিঙ্জন করি কীর্তি রাখি গেইচেন উমরা সগায় রাজবংশী না হন। সেইবাদে রাজবংশী উপভাষা নামটা যুক্তিযুক্ত হবার না পায়। বিখ্যাত ভাষাবিদ্ ডঃ শহীদুল্ল্যাহর মতত — "এই ভাষার জাতিগত নামকরণ সমীচীন নয়।"

ভাষাবিদ ডঃ সুনীতি কুমার চাটার্জী এই ভাষাক "পশ্চিম কামরূপী উপভাষা" কইচেন। সুনীতি চাটার্যীর এই মত খানেক মানা যায়, এই ভাষা যে মাটির নগত যুক্ত সেটা উমার নামকরণ থাকি বুঝা যায়। বস্তুত মাটির নগত সমন্ধহীন হইলে কোন ভাষা হওয়া টান।

কিন্তুক ডঃ চাটার্যী পশ্চিম কামরূপ কয়া কোন জাগাক কবার চান এবং কোন সময়ে ইয়ার নিঙ্জন কাল সেটা উমরা ভাল করি কন নাই। কামরূপ দ্যাশটার পৌরাণিক কায়া বিশালাকার এক ময়ালজোড়া সাম্রাজ্য। পুবে সদিয়া থাকি পশ্চিমে ত্রিহুত আর উত্তরত ভুটান তকা দক্ষিণে ঘোর ঘাট হয়া ত্রিপুরা তক। যদিও এই কামরূপের (যার পরবতী নাম কামতাপুর) সীমানা ভিন্ ভিন্ সময়ত ভিন্ ভিন্ ঢকের আছিল—কোন বেলা কোন পাকে কমিছে, কোন বেলা কোন পাকে খানিক বাইরচে। যেমন মহারাজ নননারায়ণের রাজত্বকালের কামতাপুরের সীমা রেখা আছিল ডাঙর কায়ার।

ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়ের মতত ঃ

"কামরূপ কোথায় ? পুরাণাদিমতে তার এক ভৌগোলিক সীমা আছে একটি বিরাট ত্রিভুজ কল্পনা করা যেতে পারে — যার এক বাহু সদিয়া থেকে ত্রিহুত পর্যন্ত হিমালয়ের পাদদেশ, দ্বিতীয় বাহু করতোয়া নদী, তৃতীয় বাহু চলন বিলের কাছ থেকে উঠে মৈমনসিং, শ্রীহট্ট, কাছাড় ঘিরে মনিপুরকে বাইরে ফেলে সদিয়া গিয়ে ঠেকেছে। এই কামরূপ পুরাণের কামরূপ"। সাহিত্য বাতায়ন।

কামরূপ দেশটার পৌরাণিক কায়া হইল এই নাকান ঃ—

"করতোয়া নদীপূর্বং যাবদিক্করবাসিনীম্ ।
ত্রিংশৎ যোজন বিস্তীর্ণং যোজনৈক শতায়তম্ ।।
ত্রিকোনং কৃষ্ণবর্ণঞ্চ প্রভূতাচল পরিতম্ ।
নদীশত সমাযুক্তং কামরূপ প্রকীর্তিতম্ ।।

(কালিকা পুরাণ ৫১ অধ্যায় ৬৫—৬৬ শ্লোক)

পশ্চিমত করতোয়া, পুবৎ দিক্কর বাসিনী নদী। ইয়ার বিস্তারত তিনশ যোজন আর দীঘলায় একশ যোজন। তিন কোনা কালা রং, পাহাড় ঘেরা আর ইয়ার চাইরো পাকে শয়ে শয়ে নদী বয়।

যোগিনী তন্ত্রত কইচে ঃ—

করতোয়া সমাশ্রিতাং যাবদ্দিক্কর বাসিনী
উত্তরস্য কঞ্জগিরি করতোয়াস্তু পশ্চিমে ।।
তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষুদনী পূর্বস্যাং গিরি কন্যকে ।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়া সঙ্গমাবধিঃ ।
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ ।

পশ্চিমে করতোয়া থাকি দিক্কর বাসিনী তক্, উত্তরত কঞ্জগিরি (ভুটান পর্বত)। পুবত তীর্থ শ্রেষ্ঠা দিক্ষু নদী। দক্ষিণত ব্রহ্মপুত্র ও লাক্ষা নদীর সঙ্গম — ইরার মধ্যতে যে ভূমি, ঐটায় হইল কামরূপ।

এইবার কাল হিসাবত ইঙার পশ্চিম কামরূপী নামকরণ ঠিক হইচে না

না হয় সেইটা আলোচনা করা যায়।

এটা ঠিক যে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্তক এই জাগাটার নাম আছিল কামরূপ। ইঙার পাছোত এই জাগাটার নাম হয় কামতাপুর। ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে পৃথু কামতাপুরত উমার রাজধানী স্থাপন করেন। আর সেলা থাকি ভালুদিন ধরি এক নাগারি শাসন ব্যবস্থা চলে এই অঞ্চলত্। আর এই রাজ্যটার নামও হয় কামতাপুর। এই কামতাপুরত্ প্রায় ষোল জন রাজা এক নাগারি রাজত্ব করইচেন। শ্যাষ রাজা নীলাম্বর। রাজবংশী রাজা নীলাম্বরক গৌড়ের নবাব হুসেন শাহ পরাজিত করেন। সেলা থাকি ১২ বছর পাঠান রাজত্ব চলে এই দ্যাশত্। তার পাছত্ বিশ্ব সিংহ পাঠানলাক তাড়ে দিয়া এই রাজ্য দখল করি নেন আর কামতাপুরের রাজা বুলি প্রতিষ্ঠিত হন। এই রাজবংশ পরায় ৪৫০ বছর ধরি রাজত্ব করে। আর এই রাজালার বাঁচত্ শ্যাষুয়া রাজা হইলেন জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভুপবাহাদুর। ইমরায় এই কামতা কুচবিহার রাজার শ্যাষ রাজা। বিশ্বসিংহের বংশ কোচ বংশ। পৃথু রায় থাকি নীলাম্বর তক্ যায় যায় কামতাপুর শাসন কইরচেন সগায় কিন্তুক রাজবংশী ক্ষত্রিয় নোঙায়। রাজবংশী ক্ষত্রিয়, খেন, পাল এই নাকান নানান বংশের রাজা রাজত্ব কইরচেন এই রাজ্যত্। এইছাক বক্তব্য হৈল যে, এই ১২৫০ হাতে ১৯৫০ সন পর্যন্তক ৭-শ বছর ধরি কামতাপুরের রাজালা পরায় এক নাগারি রাজত্ব করেন। বাইরার আন জাতি বা ধর্মের শাসন এই দ্যাশত এই সাতশ বছরত্ সোন্দেবার পায় নাই।

কামতাপুরের রাজালার তালিকা ঃ—

১২৫০ থাকি ১৯৫০ সন অব্দি।

১। পৃথু রায়
২। সন্ধ্যা রায়
৩। সিন্ধু রায়
৪। রূপ নারায়ণ
৫। সিংহধ্বজ
৬। প্রতাপধ্বজ

৭। ধর্মনারায়ণ
৮। দুর্লভ নারায়ণ
৯। ইন্দ্র নারায়ণ
১০। শশাঙ্ক (অরিমত্ত)
১১। গজঙ্ক
১২। মৃগঙ্ক
১৩। ধর্মপাল
১৪। নীলধ্বজ
১৫। চক্রধ্বজ
১৬। নীলধ্বজ

কোচ রাজবংশ :

১।	মহারাজ বিশ্বসিংহ	১৪৯৬—১৫৩৩ খ্রীঃ
২।	মহারাজ নৃসিংহ	১৫৩৩ ,,
৩।	মহারাজ নরনারায়ণ	১৫৩৩—১৫৮৭ ,,
৪।	মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ	১৫৮৭—১৬২৭ ,,
৫।	মহারাজ বীরনারায়ণ	১৬২৭—১৬৩২ ,,
৬।	মহারাজ প্রাণনারায়ণ	১৬৩২—১৬৬৫ ,,
৭।	মহারাজ মোদনারায়ণ	১৬৬৫ - ১৬৮০ ,,
৮।	মহারাজ বাসুদেব নারায়ণ	১৬৮০—১৬৮২ ,,
৯।	মহারাজ মহীন্দ্র নারায়ণ	১৬৮২—১৬৯৩ ,,
১০।	মহারাজ রূপনারায়ণ	১৭০৪—১৭১৪ ,,
১১।	মহারাজ উপেন্দ্র নারায়ণ	১৭১৪—১৭৬৩ ,,
১২।	মহারাজ দেবেন্দ্র নারায়ণ	১৭৬৩—১৭৭০ ,,
১৩।	মহারাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ	১৭৭০—১৭৭২ ,,
১৪।	মহারাজ ধরেন্দ্র নারায়ণ	১৭৭২—১৭৭৫ ,,

১৫।	মহারাজ ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ	১৭৭৫—১৭৮৩ ,, (দ্বিতীয় বার)
১৬।	মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ	১৭৮৩—১৮৩৯ ,,
১৭।	মহারাজ শিবেন্দ্র নারায়ণ	১৮৩৯—১৮৪৭ ,,
১৮।	মহারাজ নরেন্দ্র নারায়ণ	১৮৪৭—১৮৬৩ ,,
১৯।	মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ	
২০।	মহারাজ রাজ রাজেন্দ্র নারায়ণ	
২১।	মহারাজ জিতেন্দ্র নারায়ণ	
২২।	মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ	

শ্রী শ্রীমান মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর এই বংশের শেষুয়া রাজা। ১৯৫০ শের পইলা জানুয়ারী হাতে ৭-শ বছরিয়া পুরানী রাজ্যটার বাতি শ্যাষবারের মত নিবি গেইল। এই দিনাত কুচবেহার রাজ্যটার (কামতা শেষ নাম) পশ্চিমবঙ্গর সাথত যুক্ত করা হইল।

এই বংশের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহ কামতাদেশের অধিপতি আছিলেক।

কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর
প্রচন্ড প্রতাপ রাজা ভোগে পুরন্দর ॥
মার্কন্ডের পুরাণ।

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার কৈচেন ঃ—

The greatest ruler of this line was Biswasingha's son and successor, Naranarayan during whose reign the kingdon of Kamta grew in prosperity and reached the zenith of its power — An advanced History of India by R. C. Mazumder.

কামতার পাছের নামলা হৈল কামতাবেহার, বেহার, নিজবেহার, আরো কুচবেহার। কুচবেহার নামটা ঢেলদিন চলছিল। দলিল দস্তবেজে এই নামই আছিল। কিন্তুক উনবিংশ শতাব্দীর শ্যাষ দশকত (১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দত), সরকারী ঘোষণা পত্রত ঘোষণা করা হইলেক 'কোচবিহার'। উদ্দেশ্য আছিল নামবিভ্রাট

দূর করার। কালিকাদাস দেওয়ানের মতানুসারে এই নামটা করা হইছিল। সেলা থাকি 'কোচবিহার' নাম চালু হইচে। কিন্তুক লোকের মুখত কুচবেহার নামটাই চলির ধরিল। কুচবেহারী মানসিলা এলাও কুচবেহার উচ্চারণ করি থাকে।

কামতা রাজ্য প্রতিষ্ঠার (১২৫০ খ্রীষ্টাব্দ) আগোত এই অঞ্চলত সাহিত্য কীর্তির নজীর তেমন নাই। খালি চর্যাপদের উল্লেখ করা যায়। কিন্তুক সেদিনকার চর্যাপদ আজিকার কামতাবেহারী ভাষা-ফুলের কটব মাত্রক। ভাষা কলার পূর্ণ বিকাশ সেই সমাই হয় নাই. পাছত সেনে কামতার রাজালার উদ্যোগতে. আর কিছু পন্ডিতগণের পান্ডিত্যত এই ভাষা-সম্প্রদলের পূর্ণ বিকাশ ঘইটচে।

বিখ্যাত পন্ডিত ডঃ বানীকান্ত ককতি কইচেন ঃ—

It was the language of the people when he (Huen Tsang) said that their speech differed a little from mid-India. It was under the Patronage of kings of Kamatapur, outside the western limits of modern Assam, fourteen miles to the south of Cooch Behar, that the earliest Assamese books were writen. Even now the spoken language of North Bengal and western Assam (dialect of Kamrupa and Goalpara) is substantially the same and seems to form one dialect group....

(P. 6 Chap I)

Assamese its function & development.

উপুরার উদ্ধৃতি থাকি এইটা ঝল ঝলা যে কামতাপুরের রাজদরবারত নৃপতিলার দৌলত যেইলা পুস্তক লেখা হইচিল ডঃ বাণীকান্ত কাকতীর মতত ঐলা আসামী ভাষার প্রাচীন নিদর্শন। উমার মতত নয়া আসামী ভাষার গৌরব বাড়াইচে কামতাপুরের রাজদবারত সিজা সাহিত্যলা। ডঃ কাকতীর বক্তব্য সঠিক বলি ধরা যায় না কামতাপুরের রাজালার সৌজন্যত লেখা সাহিত্যলা কামতাপুরী ভাষারই সম্পদ—আসামী ভাষার হবার না পায়।

কনক লাল বড়ুয়া কইচেন ঃ—

The reigns of Viswasingha and Naranarayan, which covered the greater part of sixteenth century witnessed a great development of the vernacular literature of kamrupa (p. 351 Early History of kamrupa).

উক্ত পন্ডিত দুইজন, আরো মেলা পন্ডিত কামতাপুরের ভাষা আরো সাহিত্য সম্পদক আপনার ভাষা সম্পদ বুলি চালেবার চান। কিন্তুক যে সমাই এই ভাষাত সাহিত্য সিষ্জন হইচিল সেই সমাইত কামরূপ ভাষা বুলি কোন ভাষার অস্তিত্ব না আছিল। ডঃ সুনীতি কুমার চাটার্যী এই ভাষাক কামরূপী উপভাষা কয়া একই নাকান বিভ্রান্তিতে ফেলেয়া দিচেন।

বীজ কথা হইল যে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পাছোত কামরূপের জাগাত কামতা-রাজ্যের সিষ্জন হইছিল। সেই সমাই হাতে এই কামতা ভাষার প্রচলন। রাজা পৃথু হাতে মহারাজা বিশ্বসিংহ পর্যন্তক আরো মহারাজা নরনারায়ণ কামতেশ্বর বুলি সর্বজন স্বীকৃত। গতিকে উমার সাহায্যত উমার রাজদরবারত যেইলা সাহিত্যের সিষ্জন হইচিল সেইলা কেমন করি (কামরূপী) ভাষার সাহিত্য হওয়ার পায় ?

এটা কওয়াই যাইবে কামতাপুর আর কামতা ভাষা সাহিত্যর ইতিহাসের সউক ভল ভলা সত্যক অস্বীকার করির এক কড়কড়া মনোভাব মেলা মানষির মধ্যত কাম করির নাইগচে। সগায় চান যেনে কামতার সউগ নিদর্শন জাবুরাত ঢাকা পড়ি থাকে। কিন্তুক ডঃ টি সি রাস্তগী ও অরুণ চৌধুরীর মন্তব্য পড়িলে বুঝির পাওয়া যায় কেমন করি সত্যক মিথ্যার আচল দিয়া ঢাকিয়া রাখার চেষ্টা করা হইচে ঃ—

উমরা আটশখায়া কইচেন ঃ—

Dr. K. L. Barua refers to the language as a Vernacular of kamrup, although it is known fast that the kings referred to were described as Kamateswara and the kingdom as

Kamata."

(The kamata Language, Proginitor of Assamese and Bengali). Dr. T. C. Rastogi and Arun Chowdhury.

প্রশ্ন ওঠে সেইবাদে কামতার সাহিত্যগুলা কেমন করি কামরূপী ভাষা সাহিত্য হবার পায় ?

কামতা ভাষা বাংলার উপভাষা ?

বাংলার পন্ডিতেরঘর কন উত্তরবঙ্গের প্রচলিত ভাষা বাংলার উপভাষা। উমার আরো মন্তব্য হইল যে উত্তর পূর্ব ভারতের সউগ জাগাত বাংলা ভাষার নেহর মধ্যযুগ বা উঙার আগত থাকি। এই বাংলাৎ থাকি উত্তর বাংলার উপ-ভাষার সিস্তজন। এইলা কাথা কয়া কয়া মানষির মনত বিভ্রান্তি ছড়েয়া দিবার নাইগচেন।

উত্তর পূর্ব ভারত বইলতে উমরা কোন জাগাক বুঝাইছেন যেটিখুনা মধ্যযুগ থাকি বাঙালা ভাষার চৈল আছিলু ? এটা যেনে রাম জন্ম হবার ষাট হাজার বছর আগতে রামায়ণ লেখার ঢক।

এটা খাটাং যে খালি বাংলা কেনে ভারতবর্ষত পঞ্চাদশ খৃষ্টাব্দর আগত সংস্কৃতের কোন প্রাকৃত ভাষার সম্যক্ উপজন হয় নাই। পঠন, পাঠন, যজন ধর্ম প্রচার আদি সউগ কাজ সংস্কৃত নাতেন সংস্কৃত প্রভাবিত ভাষাতেই চলছিল। তাইলে উত্তর পূর্ব ভারতত্ মধ্যযুগের বাংলার কেমন কায়া আছিল সেইটা ঐ পন্ডিতেরঘরের কল্পনাতেই নিহিত বুলি কওয়া যায়। খালি ভাষার স্যাজা বান্দা একটা ঢক প্রচার কইরলে কিন্তুক হবার নোঙায়। কাঙই ঐটা মানি নিবার চাইবে না। ডঃ সুকুমার সেন 'বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থত কইচেন— '১২০০ হইতে ১৪০০ অব্দের মধ্যে বাঙলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন তো নাই, বাঙলা ভাষারও কোন হদিস পাওয়া যায় না।"

বড়ু চন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' আটকালিক ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দত। এই বইটাক প্রাচীনতম বাঙলা কাব্য সাহিত্যের নিদর্শন বুলি কওয়া হয়া থাকে। কিন্তুক দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা কামতাপুরী ভাষার নগত বেশি মিল।

যেমন— 'চারি ভিত চাহি রাধা রহিল বচনে
কুলত কাপড় থুইআঁ জলে চাহি কাহে।
দূরত থাকিআঁ রহিল জগন্নাথ
তরাত উঠিআঁ রাধা কর জোড়হাত ॥

এই পংক্তিগুলাত, দেখির পাওয়া যায় কামতার চইল শব্দগুলাই ব্যবহার কইরচেন কবি। যেমন ঃ—

ভিত ৭ ভিতি কামতা ভাষার শব্দ

উদাহরণ— মোর ভিতি গোর গোর করি দেখিস কেনে ?

কুলত— তরাত, থুইআঁ, দূরত, শব্দগিলা এই ভাষার। কিন্তুক এই কাব্যগ্রন্থটার সংগ্রহকারী ভিন জাগার হওয়াৎ মুদ্রণের সময়ত বহুলাংশত প্রক্ষেপন হইচে বুলি কওয়া যায়। কিন্তুক ইয়ার মূল শব্দ কামতা ভাষারই।

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পরায় একশ বছর পাছত বাংলাৎ অনুবাদ সাহিত্যের ঢেউ আসি গেইল। পৌরাণিক সংস্কৃত গ্রন্থলার একে কায়া জোখা অনুবাদ হবার ধরিল সংস্কৃতের মৌলিক রূপ বজায় রাখি। কর্তার একবচনের রূপের নগত বাংলার দ্বিতীয়াদি বিভক্তি যোগ করা হইল খালি। উদাহরণ ঃ—

"মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥"

উপরার পংক্তির তৎসম শব্দলাতে খালি ৬ষ্ঠী, প্রথমা বিভক্তি যোগ হইচে মাত্রক। এ ব্যাপারত অধ্যাপক পিঃ আচার্যের বক্তব্য বাইকা যায় ঃ— উমরা কইচেন ঃ—

"এই ভাবে গৃহীত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দগুলি (সংখ্যায় প্রায় পঞ্চান্ন হাজার) বাংলার শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ করলেও এগুলি ঋণ লব্ধ।"

বাংলা গদ্য সাহিত্যক নিয়া ইমার আরো বক্তব্য ঃ—

'পরবর্তী কালে উনবিংশতি শতাব্দীর সূচনায় যখন বাংলায় লিখিত গদ্যের প্রবর্ত্তন শুরু হলো, তখন সংস্কৃতজ্ঞ পান্ডিতগণের হাতে সেই শিশু বাংলা গদ্যের ভাগ্য নির্দ্ধারিত হওয়ায় সাধু ভাষার প্রতি পক্ষ পাতিত্বের কারণে আবার বাংলা

ভাষায় বহুল পরিমাণে তৎসম ও সংস্কৃত শব্দের আমদানি ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই তৎসম বা সংস্কৃত শব্দগুলিতে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম সম্মত সন্ধি, সমাস, নত্ববিধান, ষত্ববিধান প্রত্যয় সংযোগে শব্দ গঠনের পদ্ধতি ইত্যাদি অনুসৃত হতে থাকে বেশ কড়াকড়ি ভাবেই। এই শব্দ গুলিও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত নয়— ঋণ গ্রহণ।"

(বাংলা বানান বিচিত্রা), অধ্যাপক পি আচার্য।

কিন্তুক খালি সংস্কৃত শব্দয় নোঙায়, আরো মেলা ভিন ভাষার শব্দ ঠাই নিচে ভাষাত। যেমন— ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ, আরবী ফার্সী, তুর্কী, চীন, গ্রীক প্রভৃতি বিদেশী ভাষার শব্দ, আর গুজরাটী, মারাঠী, পঞ্জাবী আদি ভারতীয় ভাষার শব্দও সোন্দাইচে এই ভাষাত। ইয়াতে বাংলা ভাষার নিজস্ব শব্দের বহর কত কম তা সগায় অনুমান করিবে পান। ভাষার ব্যাকরণের রীতি পদ্ধতি সউগ যেনে সংস্কৃতের গাও ঘেঁষি চলা। আর ইঙার উপুরত ইংরাজীর পরভাব তো আছেকে।

এই ছাকু এই ব্যাপারত ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বক্তব্যও উল্লেখ করির পাই ঃ—

'ক্রমে রামগতি ন্যায় রত্ন (১৮৩১-৯৪ খ্রীঃ) মহাশয়ের বাংলা ভাষার ইতিহাস (বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব ১ম ভাগ ১৮৭২ খ্রীঃ) ছাপা হল। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবি কঙ্কণ প্রভৃতি কয়েক জন বাংলা ভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল বাংলা ভাষার তিন শত বৎসর পূর্বে খান কতক কাব্য লেখা হইয়াছিল, তাহাও এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি ন্যায় রত্ন মহাশয়ের দেখাদেখি আরো দুই চারিখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সত্ত্বেও খ্রীষ্টাব্দের ৮০-র কোঠায় লোকের ধারণা ছিল যে বাংলাটা একটা নতুন ভাষা। উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না। অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লেখা যায় না। লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়। নূতন কথা গড়িতে গেলে হয় ইংরাজী না হয় সংস্কৃত ছাচে ঢালিতে হয়। বড় কটমট হয়।"

রচনা সংগ্রহ (২য় খন্ড; ৩১৬ পৃঃ) এলা যেমুন 'বাংলা ভাষা' বুলি নির্দিষ্ট একটা ভাষাক জানি, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার অত্তি কিন্তুক বাংলা ভাষা বুলি কুন ভাষা না আছিল। সেলা ঐ অঞ্চলের কথ্য ভাষাটাক কওয়া হইচে পরা ভাষা, দেশী ভাষা এমুন আরো মেলা ভাবত।

বীচ কাথা হইল বৃটীশের দৌলত বা খ্রীষ্টান মিশনারীলার দেখ শোনাত্ এই ভাষাটা প্রকৃত রূপ পাইল। উমরা ধর্মপ্রচার আরো কোম্পানীর কার্য পরিচালনার গোনে দেশীয় ভাষার দরকাল বুলি ধ্যান্দেলায়। গতিকে ভাষা সিঞ্জনের ভিতি মন দেয়।

বাংলা ভাষার পৈলা ব্যাকরণ রচনা করেন পর্তুগীজ পাদ্রী মনো-এল-দা আসম্পসাম্। ১৭৪৩ সনত্ এই ব্যাকরণ পর্তুগাল দেশের রাজধানী লিসবন্ নগরত রোমান আখরত ছাপা হয়। বাংলা আখরত মুদ্রিত সগারে আগের বাংলা ব্যাকরণ নাথালি এলহালহেড্ সাহেবের। ১৭৭৮ সনত এই ব্যাকরণ হুগলীত্ মুদ্রিত হয়। কেরি সাইবের ব্যাকরণ ১৮০১ সালত্, কীথ সাইবের ব্যাকরণ ১৮২০ সালত রচিত হইচিল। ১৮২৬ সালত রাজা রামমোহন গৌড়ীয় ব্যাকরণ প্রকাশ কইরলেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীলা এক পত্রিকাত পৈলা চলেবার ধরিল এই ভাষাক। আর এদি ক্রেমে ক্রেমে কলকাতা গড়ি উঠির ধইরলেক। গৌড়, রাঢ়, বারেন্দ্র, আর সমতট থাকি মেলা লোক, চাকিরী, ব্যওসা লেখাপড়ার বাদে কলিকাতা যেয়া বসতি আরম্ভ করির ধরিল। ক্রেমে অটিখোনা একটা সমাজ গাজেয়া উঠিল। আর এমুন করি ধীরে ধীরে ঢোসা হইতে হইতে বাংলা দেশ নাম নিয়া এক দেশ, বাঙালী জাতি আর বাংলা ভাষার উপজন হইল। এমুন ভাবত নয়া বাংলা ভাষা জন্ম নিল। তাতে কেংকরি এই নয়া ভাষাটা তিন চাইরশ বছর আগোত প্রতিষ্ঠিত কামতাপুরী ভাষার জননী হওয়ার পায় ?

আরো প্রশ্ন উঠির পায় ইঙার আগতে কি বাংলাদেশ আছিলু না ?

রাজনৈতিক বাংলাদেশ কওয়াৎ যা বুঝি, সেটা বৃটিশ আসিবার আগোত না আছিল। পাঠান আর মোঘল পরায় ৫০ বছর রাজত্ব কইরলেও বাংলাদেশ গড়েবার পায় নাই— যেটা পাইছে বৃটিশের ঘর।

ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের উক্তি উল্লেখ করা যায় ঃ—

'যাহাকে এখন বাংলা বলি গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী তাহার অংশ মাত্র। সে দেশে যাহারা বাস করিত, তাহারা অন্য জাতির সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া আধুনিক বাঙালী হইয়াছে। যেমন গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী একটি রাজ্য ছিল তেমন আরো অনেক গুলি পৃথক রাজ্য ছিল। সেগুলি বাংলার অংশ ছিল না— সকলেই পৃথক স্ব স্ব প্রধান। সকলেই ভিন্ন ভিন্ন অনার্য জাতির বাসভূমি। ভিন্ন দেশে ভিন্ন জাতি। ... ... কিন্তু সেই একচ্ছত্রাধীনত্ব সম্প্রতি হইয়াছে মাত্র ইংরেজের সময়ে। বাঙ্গালীর দেশ মুসলমানেরা কখনই একচ্ছত্রাধীন করিতে পারে নাই। মুঘলেরা অনেক দূর করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহারাও আধুনিক বাঙ্গলার অধীশ্বর হইতে পারে নাই।"

(বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ কামরূপ, রংপুর) বঙ্কিম রচনাবলী।

কিন্তুক বাংলা ভাষার এই নাকান করি উপজন হইলেও শিক্ষার মাধ্যম হওয়াৎ আর সরকারী স্বীকৃতি পাওয়ার জন্যের ভালেদিন সংগ্রাম করা নাইগছে বাঙ্গালী সমাজক।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইল ১৮৫৭ সালত্। সেই সময়ত বাংলা ভাষা উচামানের নাছিল। ১৮৫৭ সালত এফ এ পরীক্ষাত আর ১৮৫৮ সালত বিএ পরীক্ষাত বাংলা ভাষাত ১০০ নম্বরের আবশ্যিক পরীক্ষা নেওয়া হইছিল। এই ঘটনাৎ বাঙ্গালী সমাজত আনন্দের ঢেউ খেলে যায়। মাতৃ ভাষার সম্মান লাভত। কিন্তুক ইয়ার পাছত ১৮৫৮ সালের এফ, এ পরীক্ষাত্ আর ১৮৫৯ সালের বিএ পরীক্ষাত্ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট বাতিল করে আর সেটাখিনা প্রাচীন ভাষা (সংস্কৃত, আরবী) প্রভৃতি দ্বিতীয় আবশ্যিক ভাষা হিসাবত গণ্য হয়। যার ফলত দন্ বিবাদের বন্যা নামে বাঙালী সমাজত। স্যার আশতোষ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বত্ নানা মতন চেষ্টা চলির ধরিল মাতৃ ভাষার মর্যদা ফেরৎ পাওয়ার। মেলা হেরাসনি পেরাসনি হওয়ার নাগিল। দীঘলা চল্লিশ বছর সংগ্রামের পাছত সেনে স্যাড্লার কমিশনের সুপারিশ বাংলা সোদে ভারতের ১৩টা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাপ (এম, এ) পর্যন্তত পঠন

পাঠনের সুবিধা লাভ করিল ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দত। এই ১৩টা ভাষা হইল— বাংলা, অসমীয়া, উড়িয়া, হিন্দি, উর্দু, মৈথিলি, গুজরাটি, মারাঠি, তেলেগু, তামিল, কানাড়ি, মালায়ালম আরো সিংহলী। তবে ৩০-শের দশক তক মাধ্যমিক ধাপত আনু আনু বিষয় শিক্ষার মাধ্যমু হিসাবত বাংলা ভাষা গণ্য নাই হয়। যেমন— ইতিহাস, ভূগোল, অংক প্রভৃতি বিষয়লা ইংরাজিতে শেখান হইছে। ইয়ার পাছত বাংলাতেই চলিবার ধরিল। কলেজত অবশ্য ৬০-এর দশক ইংরাজী আবশ্যিক শিক্ষার মাধ্যম হিসাবত চলা আছিল।

উপরোত্ কওয়া বিবরণ থাকি আমরা কি ধরি নিবার না পাই যে—বাংলা ভাষাটা আধুনিক! বক্তিয়ার খিলজীর গৌড় জয়ের (১২০৫ সাল) পাছত থাকি মোঘল শাসনের শেষ পর্যন্তক এক নাগারি মুসলমান শাসনের কারণত বাংলার দেশীয় ভাষা আরো সংস্কৃতির বিকাশ হয় নাই। গতিকে এই যুগটা বঙ্গভাষার অন্ধকার যুগ কওয়া যায়। *

ইয়ার সাথত একটা উদ্ধৃতি যোগ কইরলে কথাটা গোট গোট করি বুঝির পাওয়া যাইবে ঃ—

"যে মিসিং লিঙ্ক খুঁজে না পাওয়ায় বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ইতিহাস আজো সম্পূর্ণভাবে সংগঠিত হয়নি, তাকে খুঁজতে হবে উত্তরবঙ্গের ভাষায়। এই সত্য বোধ করি এখানে প্রতিষ্ঠিত। সুপ্রাচীন বাংলা কী রকম ছিল তা জানতে হলে এই বাহে ভাষা বা কামরূপী উপভাষা বা কুচবিহার, রংপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুরের লোক ভাষা জানতে হবে।"

'সাহিত্য বাতায়ণ' —ডঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়।

---

cf. ''ভাষা আন্দোলনের শতবর্ষান্তে'' —দীনেশ সিংহ।

কামতাপুরী ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

ভারতত আর্যজাতির আইসার আগত অষ্ট্রিক জনগুষ্ঠীর বসবাস আছিল। নৃতত্ত্বের ভাষাত্ ইমাক Proto Astroloyed বা অষ্ট্রাল জনগুষ্ঠী কওয়া হয়। এই অষ্ট্রাল জনগুষ্ঠীর অন্তর্গত সাঁওতাল, মুন্ডা, হো, কোল, ভীল প্রভৃতি। দ্রাবিড়লা খানিক উন্নত আছিল। ইমার পরভাবত অষ্ট্রাল জনগুষ্ঠী পরভাবিত হইছিল। ইমার পরাক্রমের ফলত অষ্ট্রাল গুষ্ঠী ভারতের পুব পাকত এমুনকি ভারতের বায়রা যেয়া বসবাস শুরু করিল। দ্রাবিড় সভ্যতা আছিল উচামানের। হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষ থাকি ইয়ার পরমান মিলে।

হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারো সভ্যতার পাছোত আটকাল ১৫০০-শ বছরত আর্যগণের ভারতত আগমন ঘটিল। একটা শাখা উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধরি ভারতত সোন্দায়। পাছত পশ্চিম পাঞ্জাবত বসতি কারায়। আর্যজাতি আছিল খুব বুদ্ধিমান। ক্রেমে ইমার পরভাবত দ্রাবিড়লা উত্তর-ভারত থাকি খেদান খায়া ভারতের দক্ষিণ পাকত যাওয়ার ধরে। আর্যগণ সেলা উত্তর ভারতত বসবাস শুরু করে। কিন্তু ইয়ার পাছোত আর্য জাতির আর এক ফ্যাকা ভারতত সোন্দায়। এইলা আগের গুলার তকা বেশী ফরেয়া। কুন কুন পন্ডিতের মতত ইমার ভয়তে আগিলা আর্যলা পুব ভারত আরো মধ্যভারত বুলি ঘাটা কারায়। ঐ জাগাগুলাত উমরা থিতায়। কিন্তুক কারো কারো মতত এই আগিলা আর্যগুষ্ঠীর সৌজন্যত ঋগ্বেদের সিজ্জন। এই ঋগ্বেদের ভাষা পাছোত বৈদিক ভাষা থাকি ভালেখিনা যুদা। শব্দরুপ, ক্রিয়া, আরো ব্যাকরণ রীতির দিকদিয়া ব্যাগল। যজুর্বেদের ভাষা ঋগ্বেদের ভাষা থাকি মেলা ফারাক। যজুর্বেদের ভাষাত শিষ্টজনের ভাষা আর আর্য ভাষার মিশাল দেখা যায়। এই মিশ্রণ অথর্ববেদের ভাষাত আরো বেশি বুলি মেলা পন্ডিতের মত। ডঃ সুকুমার সেন অথর্ববেদের ভাষাক মধ্যভারতের প্রাকৃত ভাষার নগত তুলনা কইরচেন।

খ্রীষ্টপুর্ব চতুর্থ শতকত বৈদিক আর্য ভাষার মধ্যত একটা ডাঙর ফাট ধরে। সুবিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনি 'অষ্টাধ্যায়ী' রচনা কইরলেন। উঞায় আছিলেন তক্ষশিলার পন্ডিত। মাওর নাম দাক্ষ্বী। পাণিনি বৈদিক ভাষা, আঞ্চলিক

প্রাকৃত ভাষা, আর শিষ্ট ভাষাক মিশাল করি এক নয়া ভাষার সুচনা করেন। এই ভাষাটায় হইল সংস্কৃত, যাক আর্য ভাষা কওয়া হয়। ক্রেমে এই আর্যভাষা নানান জাগার প্রাকৃত আরো চলা শব্দলাক আত্মসাৎ করি আরো বেশি বলব্বান হয়া উঠিল। উত্তর পুর্ব ভারতের কামরুপ, পুন্ড্রবর্দ্ধন প্রভৃতি দেশের ভাইল্যা চলতি ধাতু আরো শব্দর আর্যীকরণ হইছে। এই ধানি সংস্কৃত ভাষা সাহিত্য আস্তে সিস্তে ঠালে ঠেলে ডাঙর হয়া উঠিল।

১) ভাষার ইতিবৃত্ত দ্রষ্টব্য। ডঃ সুকুমার সেন।

কিন্তুক এই সমৃদ্ধিও বেশি দিনা টেকসই দিলু না। একদিন এই বলব্বান সংস্কৃত ভাষা খালি শিক্ষিত মানষিগুলার মাঝত বন্ হয়া রইল। সাধারণ মানসি এই ভাষার নজদিগও যাবার পাইল না। সেই বাদে সাধারণ মানষিলা সংস্কৃত ভাষার অপভ্রংশ বা প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিল ধরিল। নাট্যকারুলা নট-নটীর সংলাপ এই প্রাকৃত ভাষাত লেখির ধরিল। কতলা ক্ষেত্রত নাটকের শিক্ষিত চরিত্রলা ব্যবহার করছিলু সংস্কৃত ভাষা আর অশিক্ষিত চরিত্রলার ভাষা আছিল প্রাকৃত। এই প্রাকৃত পুর্বাঞ্চলীয় আর পশ্চিমাঞ্চলীয় আচার্য সুনীতি কুমার চাটার্জীর মতত এই বানি প্রাকৃতত পার্থক্যের বিষয় হইল 'শ' আর 'স'। পুবাঞ্চলীয় প্রাকৃতত 'শ' এর ব্যবহার বেশি, পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রাকৃতত 'স' এর ব্যবহার বেশি।

পশ্চিম ভারতের প্রাকৃতের নাম শৌরসেনী। মথুরা ইঙার বগলা বগলি অঞ্চলের নাম শুরসেন। দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃতের নাম মহারাষ্ট্রী (বম্বে, পুনা আরো ইঙার আশ পাশের অঞ্চল)। উত্তর ভারতের প্রাকৃতের নাম পৈশাচী, (কাশ্মীর ও ইঙার বগলের অঞ্চল)। এবং পুর্ব ভারতের প্রাকৃতের নাম মাগধী, (মগধ, বিহার আরো বগলা বগলী অঞ্চল)। এই মাগধী প্রাকৃত থাকি মাগধী অপভ্রংশের সিজ্জন হয়। এই মাগধী প্রাকৃতের পুর্বাঞ্চলীয় অপভ্রংশের (মৈথিল মগহীর) বিবর্তিত রুপ কামরুপ হয়। ডঃ সুনীতি কুমার চাটার্যী এই ভাষাক পশ্চিম কামরুপী উপভাষা কইচেন। এই পশ্চিম কামরুপী উপভাষাই হইল কামতাপুরী ভাষা।

ডঃ সুকুমার সেন 'প্রত্ন ভাষার' উল্লেখ কইরচেন, উঙার মতে প্রত্নভাষা থাকি

বাংলা, উড়িয়া, অসমীয়া আদি ভাষার সিস্জন হইচে। এই প্রত্ন ভাষায় হইল পূর্বী অবহট্ট বা পূর্বী আপভ্রংশ যা কামরূপ থাকি কাশীতক এলাকাত চলতি আছিল। এই পূর্বী অবহট্ট বা পূর্বী অপভ্রংশয় হইল ডঃ সুনীতি কুমার চাটার্যীর 'মৈথিল-মগহী'। আর এই মৈথিল-মগহী বা পূর্বী-অবহট্টর হইল কামরূপী উপভাষার মূল উৎস। খ্রীণ্টীয় ৮ম শতাব্দী হাতে ১২-শ শতাব্দীতের উত্তর-পূর্ব ভারতত যে চর্যাপদ বা বৌদ্ধ সৈন্ন্যাসীলার ধর্মীয় দোহাগুলা প্রচলিত আছিল ঐলার ভাষায় হইল মৈথিল-কামরূপী ভাষা—যদিও বাংলা আরো আসামের পন্ডিতলা এই চর্যাপদের দাবিদার। চর্যাপদলার প্রাপ্তিস্থান নেপাল—যা পশ্চিম-কামরূপের (কামতাপুরের) নাগা-নাগি অঞ্চল। তা বাদে চর্যাপদের যে ভ্ষা এলাও এই ময়ালের ভাষাত বা কামতাপুরী ভাষাত বল্ল। এই বিষয় নিয়া আলোচনা হবার পায়।

চর্যাপদের উদাহরণ ঃ

কাহে রে ঘোঁন মেলি আছোঁ হো কীস্।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদিস্ ॥ ১
তিন ন ছুবই হরিণা পিবই ন পানী।
হরিনা হরিনীর নিলয় না জানী ॥ ৩
হরিনী বেলই — এ হরিনা শুন তো।
এ বন ছাড়ি হো ভান্তো ॥ ৪
তরুং গন্তে হরিনার খবন দীসই।
ভুসুকু ভনই মূঢ়া হিঅহি ন পই পই ॥ ৫
অপনা মাংসে হরিণা বৈরী।
খন হি ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরী ॥ ২

১ম পদের অর্থ ঃ—

কাহে (কাক / কাহাক), রে (রে / ওহে), ঘোঁন (ঘিনিয়া / ঘিন করিয়া)। মেলি আছোঁ (মিলিত আছো / মিলি আছো); হো (নিশ্চয় অর্থত্) কীস্ (কোন বস্তু)।

অর্থাৎ — কাক্ ঘিন করি এরেয়া কাক্ নিয়া আছিস্ ? ইঙার দার্শনিক ব্যাখ্যা এই যে মানষিলা সচা বস্তুক হেলাৎ এরেয়া মিছাক নিয়া ব্যানক্যাটে ধরি আছে।

ঘোঁন — অসমাপিকা ক্রিয়াপদ ঃ

কামতা ভাষাত্ ঘোঁন > ঘিনি / ঘিনিয়া / ঘিনা

উদাহরণ ঃ— নিঘিনোকো ঘিনাই না
আসমানোকো ডরাই না।

নিঘিন — নিছালটিয়া (প্রতিশব্দ)

অর্থ ঃ— নিচাদরেরমানষি।

ঘিনাই — ঘিন করা.... ; (নাম ধাতু)
নিছলটিয়াক ঘিন করি না, উপুরার মানুষক ভয় করি না।

বেঢ়িল — অতীত কালের ক্রিয়া ; ঘিরিল। কামতাপুরী ভাষাত বেঢ়া ক্রিয়া যেলায় সেলায় ব্যবহার হয়।

উদা ঃ— গাংবেঢ়া দে। গাং (গ্রাম) রক্ষা করার বাদে যেই বেঢ়া; মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস।

পুষণার আগের দিন আন্দাসতে এক্কে উকাশে ঘর ছান দিয়া ঘেরার নিয়ম। যায় আগত বেইঢ়বে তার বেশি ভাল হইবে। সেই বাদে ছাওয়া পোয়াগুলার বাদুর্বাদ (Compitition)। ঘর বেঢ়াইয়ালার বিশ্বাস যেদু সগারে আগতে ঘর বেঢ়া যায় তাইলে এক বছরের ভিতরত ঘরত চোর সিটি দিয়া সোন্দের না পাইবে।

চৌদীস > চৌদিক্ (কামতাভাষা)।

এই ঢক আরো মেলা শব্দের প্রচলন এই ভাষাত আছে।
উদীস, বেদিশ ইত্যাদি।

উদাঃ—১) কিসের উদীসে আইসচেন ?
২) টাকা হারেয়া লোকটা বেদিশ হয়া গেইচে।

২য় পদ ঃ— অপনা মাংসো হরিণা বৈরী।
খন হি ন ছাড়ই ভুসুক অহেরী ॥ ২

মাংসো — ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ, অর্থ হইল দেহ।

হরিণের দেহের মাংসয় হরিণের শত্রু। কারণ, ভুসুকু (শিকারী) হরিণ শিকারোত সোগ সমাই ব্যস্ত।

ইঙার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব হইল, ভুসুকু (গরু) সোগ সমাই কৃপাবান হয়া হরিণ উদ্ধারের কাজত ব্যস্ত। দহন করে (দুঃখ দেয়) বলি ইঙার নাম দেহ। দেহই জীবাত্মাক দুঃখ দেয়। গতিকে হরিণক (জীবাত্মক) পঞ্চ ভৌতিক দেহ ত্যাগ করি পরব্রহ্মত বিলীন হবার নাইগুবে। নহইলে জন্ম মরণের হাত হাতে মুক্তি পাওয়া যাবার না হয়।

মানষিক (ভক্তক) হরিণ কওয়া হইচে। হরিণ-ত্বরিৎ গতিওয়ালা। মানষিও ঐ ঢক। জনম মরণের চাকাত চঁকিপাক ঘুরির নাইগচে। কিন্তুক হরিণের কল্পনা কেনে? হিমালয়ের তলতিয়া অঞ্চল হরিণের চলাফেরা। আর ইঙার গতিত নগত মৃত্যুর ভিতি মানষিলার দ্রুতগতির মিল দেখির পাওয়া যায়। এই গোণে হরিণক টানা হইচে।

হরিণ>হইন্যা (কামতা পুঃ ভাষা)

উদাঃ ছাওয়াটাক হইন্যা হয়া উটকির নাইগচে মানষিটা।

অপনা—নিজের, মোর>আপনার, মোর।

উদাঃ ১) ও মোর চিকনী আই

ও মোর আপনার দেশ

এনেখন সুজলা এনেখন সুফলা

এনেখন মরমর দেশ।

২) পর কুন দিন আপনা না হয়

শিমিলা কুন দিন চন্দন না হয়।

ভুসুকু> ১) ভুসকুড়া ২) ভুসুকসুকা ৩) ভাউসকা।

উদাঃ ১) কয়দিনতে ছাওয়াটা ভুসকুড়াটা হইচে।

২) চুরুয়া খাজা খাইলে গাও কেনে ভুসুকসুকা না হইবে?

৩) মানষিটার গাল মুখ কেমন ভাউসকা পরা হইচে!

উপুরার বাক্যগুলিত ভুসকুড়া, ভুসুকসুকা, ভাউসকা শব্দগুলা প্রায় সমার্থক। অর্থ হইলেক মোটা সোটা; গুদুমথুমা গাও; চর্যাপদত কওয়া ভুসুকু (ধর্মগুরু) নিশ্চয় গাওয়ালা হবেন; হবার পায়, সেইবাদে উমার নাম ভুসুকু।

তৃতীয় পদ :—

তিন ন ছুবই হরিণা পিবইনা পানী।

হরিণা হরিণীর নিলয় না জানী॥

অর্থ :— হরিণ তিন/তৃণ বোলায় না, জলও পিয়ায় না, হরিণীর ধুরা কোটে তাও না জানি—জানা নাই।

অধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা :— হরিণা (আত্মা) পার্থিব কোন বস্তু খায় না। ইয়ার বাড়ী কোটে তাওঁ জানির পাওয়া যায় না। আত্মা নির্লিপ্ত, জগতের কুন বস্তুর সাথত ইয়ার যোগ নাই। এই আত্মার সঠিক ওনাস পাওয়াই টান।

তিন, সংস্কৃতত তৃণ। কামতাপুরী ভাষাত তিন (ঘাস)

উদাহরণ ১) পৈতৃক সম্পত্তির তিন কুটাও পাং নাই।

২) হীন হইলে তিন কুটাও থাকেনা ঘরত।

ছুবই 7 ছুবু উদা খবদ্দার মোক ছুবু না।

চতুর্থ পদ :—

হরিণী বোলই এ হরিণা শুনতো।

এ বন ছাড়ি হোহু ভান্তে॥

অর্থ :— প্রকৃতির বেড়াজালত আত্মা বন্দী। প্রকৃতির কৃপা বশতঃ ফাটকত আটকা আত্মাক উপদেশ দিবার নাইগচে— দেহা রূপ বন ছাড়ি বিদা হয়া যাবার অর্থ হইল যুক্ত আত্মা মুক্ত হবার। এই লাইন দুইটার অর্থ যেনে পঞ্চভূতের ফান্দে ব্রহ্ম পড়ি কান্দে।

এ হরিণা শুনতো এই নাখান আদেশ বা নির্দেশ মুলক বাক্যের চল কামতাপুরী ভাষাত যেলায়-সেলায় দেখির পাওয়া যায়।

যেমন মাও ছাওয়াক কবার ধইরচেন :—

বাপই শুনতো।

দেখ তো, দেখেন তো আয় তো —এই নাকান গোল্লা তোলা ব্যবহার এই ভাষাত আছেই।

ভাঙ্গো—ভাঙ্‌ং তো > অর্থ ভাঙা – সাথ ছাড়ি চলি যাওয়া অর্থত ব্যবহার করা হয়।

তিনজন মানষি সড়কো দিয়া যাবার নাইগচে, একজন কইল— মুঁই এলা ভাঙোং।

অর্থ হইল— এলা মুঁই সাথ ছাড়ি যাং।

হোহু > হোবু > হবু (কামতাপুরী ভাষা)

উদাহরণ ঃ— তুঁই হবু পুন্নিমার চান

মুঁইত রজনী।

হোহু ভাঙ্গো > ভাগি যাও।

৫ম পদ ঃ—

তুরং গন্তে হরিণার খুর ন দিসই

ভুসুক ভনই মুঢ়া হি অহি ন পই সই ॥ ৫

অর্থ ঃ— তুরং গন্তে > তুরং গন্তে;

দ্রুত গতিত হরিণের পাওয়ের খুরের দিসা মেলেনা।

দিসই > দিস (কামতাপুরী ভাষা);

উঃ ১) তুই কি কইস্ দিস্ পাং না।

২) মানষিটা অভাবত দিসা দুয়োর দেখে না।

ভনই > ভন ভনায়; ভেন ভেনায়

উদাহরণ ঃ— ১) হটাসে ধনী হওয়াৎ উয়ার বড় ভন ভনী হইচে।

২) ছাওয়াটা যাবার বাদে ভেন ভেনের নাইগচে।

হিয়া > হিয়া (কামতাপুরী ভাষা)

উঃ কালা তোর নিঠুর হিয়া

বুঝাইতে না মানে দেহা রে।

ন পইসই— পংছে না; অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ

জ্ঞানের জগতৎ পংছেনা। মূঢ় জন আত্মাক চিনির না পায়।

পদটার সরলার্থ হইল ঃ— তরখর গতিয়া হরিণের খুরের দিসা পাওয়া যায় না, অর্থাৎ দুরন্ত গতি আত্মার দিসা পাওয়া টান। গুরু কন মূঢ় নিবুদ্ধি মানষি আত্মাক উপলব্ধি করির না পায়।

তৃণং গন্তে— এই ঢকের ক্রিয়া বিশেষণের চল্ কামতাপুরী ভাষাৎ মেলা।

উদাহরণ ঃ— যাংস্তে দেখং না, যাংস্তে দেখং না। অর্থাৎ যতয় যাং দেখং না।

৬ষ্ঠ পদ ঃ— টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী

হাড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী।

টালত— উচা জাগাত; উচা ডিয়ারীত (ঢিপিত) মোর ঘর। নাই কুন প্রতিবাসী। হাড়িত ভাত নাই; ত্যাঙো সাকাইর ভীড়।

গূঢ়ার্থ ঃ— আজ্ঞা চক্রত মনের অবস্থান। সাধন সিজা মন নালস হীন—মোহ হারা। ইন্দ্রিয় গণের সোদে সংযোগ নাই। তাও ইন্দ্রিয়লার সাথত রিপুলার ওলা মেলা।

টাল, মোর, পড়বেষী, হাড়ী, নিতি এইলা শব্দের ব্যবহার এই ভাষাৎ অগন্তি।

টাল + অৎ; অৎ ৭মী বিভক্তির চিন্।

হাড়ি + অৎ; অৎ ৭মী বিভক্তির চিন্।

অৎ ভাগান্ত শব্দ।

এই নাকান শব্দ বিভক্তির চইল এই ভাষাত্ অগন্তি। টাল শব্দের সাথত যুক্ত বা টাল শব্দ থাকি উপজা কামতা ভাষাত, কয়টা শব্দ

১) টালগাইড়া—উচা নিচা জাগা

উঃ মানসিটা টাল গাইড়াত বাড়ী কইরচে।

২) টালকি—টালকি আবাদের ভুই।

৭ম পদ ঃ— বেগ সংসার বঢ়হিল জাঅ

দুহিল দুধ কি বেন্টে যামায়।

অর্থ ঃ— সংসার তরখর গতিয়া। আগপাকে যাবার দৌড় ধইরচে। দুহিল

দুধ (দোহা দুধ) কি ফিরতি গাই এর বাঁটত যেয়া সোমায় ?

দুহিল দুধ > দোহ/ছ্যাকা হইচে এমুন দুধ ।

এই ঢকের শব্দের ব্যবহার এই ভাষাত ঃ—

যেমন - বেচিল গরু > বেচা হইচে এমুন গরু ।

উদাহরণ ঃ— বেচিল গরু রাখোয়ালের মুখ চায় ?

বেন্টে > বাটে; গাইয়ের বাটত

যামায় > কামতপুরী ভাষাৎ সামায়/সোমায়/সোন্দায় ।

উদাহরণ ঃ— কুকুরটা ঘরত সোমায়/সামায়/সোন্দায়

উল্লেখ্য যে চর্যাপদের ৪৭টা পদের নাখান বা ঐলার একেবারে বগলা বগলি অগাস্তি গান এলাও এই অঞ্চলত মানষির মুখে মুখে ভাসি বেড়ায় । চর্যাপদের মেলা শব্দ ঐ গানলাত পাওয়া যায় । এলাও উত্তর বাংলাত গোরক্ষ নাথের/গোন্নাথের গান শোনা যায় । গানলা চর্যাপদের ঢক । পিছত এই নিয়া আলোচনা করা হইবে ।

চর্যাপদের ভাষা অসমীয়া আরো বাংলা ভাষা থাকি ভালেখিনা দুরাই। তৎকরি কওয়া যায় চর্যাপদের পরায় সউগ শব্দ, বাক্য প্রয়োগ পদ্ধতি, বাগধারা কামতাপুরী ভাষাত এলাও বাঁচি বত্তি আছে ।

চর্যাপদ ৮ম হাতে দ্বাদশ শতাব্দী তক বৌদ্ধ তন্ত্র সাধনার প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারত চলা আছিলু । ইঙার পাছত কামরূপ বা কামতাপুরের রাজালার দৌলত ঐ ভাষা রাজভাষাত রূপান্তরিত হয় । এই ভাষায় হয় যোগাযোগের মাধ্যম। বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত 'গোপীচন্দ্রের গান' যাক ত্রয়োদশ শতাব্দীত উপজা বুলি ধরা হয়া, এটায় হইল এই ভাষার মহাকাব্যের আদি নিদর্শন। ডঃ অজয় চক্রবর্তীর মন্তব্য এই ব্যাপারত উল্লেখ করা যাওয়ার পায় ঃ

As regards the language of literature written in Kamta Koch Behar Raj Darbar Specially from the 14th century to 16th century were written to Kamrupi dialect. At that time Bengali and Assamise language had not taken dinifite shape

The two languages have taken definite shape from the 18th century.... — —...

A host of poet of Kamata Rajdarbar translated various centos of the Mahabharata, the Ramayana and the Purans. The poets of Rest of Bengal did the same. But in most works in that some cases the kamrupi poets are pioneer in this time. As regards historical literature kamata koch Rajdarbar tops the list.

The language and literature of kamata koch Rajdarbar.

ডঃ মহেশ্বর নেওগ 'অসমীয়া সাহিত্যের রূপরেখা' বইয়ত কইচেন— 'নব বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি মহারাজ নরনারায়ণ আরু ছোট রজা শুক্লধ্বজের অনুপ্রেরণা এটি ডাঙর শক্তি আছিল । মাধবদেব লক্ষ্মীনারায়ণ রজা আরু তেঙর বিষয়া বিরূপাক্ষ কার্যীর পরা সহানুভূতি লাভ করিছিল' ।

ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত 'Descriptive catalogue of Manuscripts preserved in the state library of Cooch Behar' পুস্তিকাত সম্পাদকীয় ভূমিকাত এই নাখানেই বাতাইচেন ঃ—

These princes beginning with Sukladhwaja of the second half of the sixteenth century to Maharaja Sibendra Narayan of the nineteenth century made it a point to popularise among the masses the literature which were composed in Sanskrit through medium of the mother tongue. The princes felt it their duty to make provision for the distribution of culture, wealth of nation among the mass. They therefore selected poets of appreciate merit and entrusted them with the sacred duty of rendering in the popular language (মানুষী ভাষা) all that was hidden in the iron safe of the Divine language.

ধ্বনি প্রকরণ

বর্ণমালা

আমরা মনের ভাব কতগুলা ধ্বনির সাহায্যে পরকাশ করি। ঐ ধ্বনিগুলাক যেলা আকার, চিহ্ন বা ছবিত পরকাশ করি সেলা উঙাক বর্ণ কয়। মোট ৪৭টা বর্ণ আছে। ইমার সমষ্টিক বর্ণমালা বা বর্ণ হালি কওরা হয়।

পাণিনি বর্ণমালাক দুই ভাগত ভাগ কইরছেন। সূত্র— অচ্, হল্। সউগ স্বরবর্ণলাক কওয়া হয় অচ্, আর ব্যঞ্জন বর্ণলাক কওয়া হয় হল্। স্বরবর্ণলাক সহজ, গুণ ও বৃদ্ধি —এই তিন রূপত দেখা যাবার পায়।

সহজ স্বরবর্ণ	— অ	ই, ঈ	উ, ঊ	ঋ, ৠ	ঌ	
গুণ	,, — অ	এ	ও	অর	অল্	
বৃদ্ধি	,, — আ	ঐ	ঔ	আর	আল্	

পাণিনির মতত অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ, ঌ মোট ১৩টা স্বরবর্ণ, কিন্তুক ঌ-র ব্যবহার খালি 'শক্লৃ দন্ত' এই শব্দের মধ্যতে আছে। সেই বাদে স্বরবর্ণ পাঠত ঌক ধরা হয় নাই। ঌক স্বীকার কইরলে স্বরবর্ণর সংখ্যা হয় ১৪টা। কামতাপুরী ভাষার স্বরবর্ণর সংখ্যা সংস্কৃতের ঢক হওয়া বিধেয়। ঋ ও ঌ-র চইল ঐ ভাষার মধ্যত বর্তমান। যেমন—ঋ = গছটা হুং করি পড়ি গেইল।

এটি হুং এই ধ্বনির দ্বারা দীঘল ঋ ধ্বনির উচ্চারণ বুঝায় না। অন্য ঢকে হ্রিং এই ঢক সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণর সাহায্যত এই দীঘল ধ্বনির দ্যোতনা হয় না। গাতকে হুং = হ + ঋং দ্বারায় সেই দীঘল ধ্বনির উচ্চারণ হবার পায়।

ঌ-র চইল বাঙলা অসমীয়া প্রভৃতি ভাষাত নাই। কামতাপুরী ভাষাত এই বর্ণর চইল আছে। A step to Kamta Behari Language-ত এই কথা কওয়া হৈচে। হিক্লিস, ঘিক্লিস প্রভৃতি স্থানত ঌ-র উচ্চারণ বিধেয়। কারণ ক্লি-র সাহায্যত দীঘল ঌ-র উচ্চারণ হয় না। অতএব হিক্লৃস, ঘিক্লৃস এইঢক বানান ব্যবহার করির নাগিবে। সেই বাদে কামতাপুরী ভাষার স্বরবর্ণর সংখ্যা ১৪টা।

ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারণের চিহ্নলার নাম ব্যঞ্জন বর্ণ। ব্যঞ্জন বর্ণ মোট ৩৩টা। ক থাকি ম পর্যন্তক পাঁচটা বর্গত মোট পঁচিশটা বর্ণ।

ক বর্গ	ক খ গ ঘ ঙ
চ বর্গ	চ ছ জ ঝ ঞ
ট বর্গ	ট ঠ ড ঢ ণ
ত বর্গ	ত থ দ ধ ন
প বর্গ	প ফ ব ভ ম

এই পঁচিশটা বর্ণক স্পর্শ বর্ণ কওয়া হয়। এইলা জিবার আগাল, মধ্য, বা গোড়দিয়া কন্ঠ, তালু, মূর্ধা, দাঁত আরো ঠোঁট স্পর্শ করি উচ্চারিত বা ধ্বনিত হয় বুলি ইমাক স্পর্শ বর্ণ কওয়া হয়।

ক – বর্গর উচ্চারণ কন্ঠ্য থাকি। জিবার আগাল কন্ঠত লাগি এইলার উচ্চারণ হয় বুলি এইলা কন্ঠ্য বর্ণ।

চ—বর্গর উচ্চারণত জিবা তালুক ছোঁয়। এই বাদে ইমাক তালব্য বর্ণ কওয়া হয়।

ট—বর্গর উচ্চারণত মূর্ধা বা তালুর পাছিলা ভাগ ছুইঁয়া উচ্চারণ হয় বুলি এইলাক মূর্ধণ্য বর্ণ কওয়া হয়।

ত—বর্গর উচ্চারণের সময় জিবা দাঁতের গোড় ছোঁয় বুলি এইলাক দন্ত্য বর্ণ কওয়া হয়।

প—বর্গর উচ্চারণত জিবা ঠোঁটের সাথত যুক্ত হয় বুলি এইলা ওষ্ঠ্য বর্ণ। স্পর্শ বর্ণলার পাছত য র ল ব —এই চাইরটাক 'অন্তঃস্থ' বর্ণ কওয়া হয়।

শ ষ স হ —এই চাইরটা বর্ণর উচ্চারণত বায়ুর প্রাবল্য লক্ষণীয়। এই নাখান যেই ধ্বনির উচ্চারণ তাক শিশ ধ্বনির সাথত তুলনা করা হয়। এইতানে এইলাক শিশ ধ্বনিও কয় (sibilant)।

ড় ঢ় য় —এই তিনটা বর্ণ সংস্কৃতত দেখির পাওয়া না যায়। এইলা ড ঢ য —এই তিনটা বর্ণের ঢকান্তর। কামতা পুরী ভাষাত এইলাক ব্যাগল বর্ণ রূপত ব্যবহার করা হবার ধইরচে। পাছৎ ইয়ার আলোচনা করা হইবে।

'ঁ' আরো 'ঃ' অযোগবাহ বর্ণ। আনু কোন বর্ণর সাহায্য বিনা এইলার উচ্চারণ সম্ভব না হয়। পৃথক বর্ণ হিসাবত ইমাক ধরা না যায়।

'ঁ' চন্দ্র বিন্দুক ব্যাগল বর্ণ হিসাবত ধরির যুক্তি থাকির না পায়। যেহেতু ঙ ঞ ণ ন ম ং এই অনুনাসিক বর্ণলার বদলি রূপ ঁ (চন্দ্র বিন্দু)।

সংস্কৃত : গংগা > গগাঁ
ভাঙ > ভাঁ
গ্রাম > গাঁ
ঢাঞা > ঢায়াঁ
টেঞা > টেয়াঁ

সে জন্যে মোট ব্যঞ্জন বর্ণর সংখ্যা হৈল পয়ত্রিশ।

এই বর্ণলার আন বিভাগও হয় ঃ—

ক) অঘোষ বর্ণ বা শ্বাস বর্ণ

খ) ঘোষ বর্ণ বা নাদ বর্ণ

ক) উচ্চারণতু কন্ঠস্বর মৃদু আরো গাম্ভীর্যহীন বুলি বর্ণহালির পৈলা আরো দুতিয়া বর্ণ ও স অঘোষ বর্ণ বা শ্বাস বর্ণ।

যেমুন ক্ খ্ চ্ ছ্ ট্ ঠ্ ত্ থ্ প্ ফ্ আরো স।

খ) কিন্তুক বর্ণর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ এবঞ্চ য র ল ব হ —এইলার উচ্চারনতু কন্ঠস্বর ঐলার চায়া বেশী গম্ভীর বুলি এইলাক ঘোষবর্ণ (Voiced sound) বা নাদ বর্ণ (soft sound) কওয়া হয়।

যেমুন— গ্ ঘ্ ঙ্; জ ঝ ঞ, ড ঢ ণ, দ ধ ন, ব ভ ম, য র ল ব হ্।

অল্পপ্রাণ বর্ণ আরো মহাপ্রাণ বর্ণ ঃ

প্রতি বর্গর পইলা আরো তৃতীয় বর্ণর সাথত প্রাণ (নিঃশ্বাস বা হ ধ্বনি) যোগ হয়া যথাক্রমত্ দুতিয়া আরো চতুথ বর্ণ উচ্চারণ হয়।

যেমুন ঃ ক্+হ=খ, চ+হ=ছ
গ্+হ=ঘ, জ্+হ=ঝ

এই বাদে বর্গর দুতিয়া আরো চতুর্থ বর্ণক মহাপ্রাণ বর্ণ কওয়া হয়।

এই নিঃশ্বাস বা হ ধ্বনির উচ্চারণ না হওয়ার বাদে বর্গের পৈলা আরো তৃতীয় বর্ণক অল্পপ্রাণ বর্ণ কয়।

ব্যঞ্জন বর্ণ কুল্যায় স্বর বর্ণর দৌলত উচ্চারিত হয়।

যেনাকান— ক্+অ=ক, খ্+অ=খ, ব্+ই=বি
ভ্+অ=ভ, ধ্+ই=ধি

স্বরবর্ণ বিনা ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্চারণ করার কালত ব্যঞ্জন বর্ণর শেষত (্) চিহ্ন দেওয়া খায়। স্বরহীন ব্যঞ্জনক সংস্কৃত ভাষাত হলর্ নাতেন হস্ কওয়া হয়।

সংযুক্ত বর্ণ ঃ—

দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যঞ্জন বর্ণ একেটে মিশল হৈলে উমাক সংযুক্ত বর্ণ কয়। যেনাকান— ন্দ, দ্ব, ক্ক, ক্ব, হ্ন।

ফলা ঃ—

ন ম য র ল ব — এই ছয় বর্ণ আন ব্যঞ্জন বর্ণর সতে যোগ হৈলে এইলাক ফলা কওয়া হয়। ব্যঞ্জন বর্ণর পৈলা বৈসলেও এইলাক ফলা কওয়া হয়। ফলার র বর্ণক সংক্ষেপত রেফ কওয়া হয়।

যেনাকান ঃ— মধ্যাহ্ন, পদ্ম, আদ্য, আঢ্য, উদ্বাহ ইত্যাদি।

ধ+য=ধ্য, হ+ন=হ্ন — য ফলা ও ন ফলা, আদ্য=দ+য (ফলা),

আঢ্য=ঢ+য (ফলা) বর্ণ=ন+র (ফলা)=র ফলা ন-এর আগতে বইসে। উদ্বাহ=দ+ব (ফলা)

বর্ণর উচ্চারণ রীতি ঃ—

স্বরগুলার মোট আট নাকান ধ্বনি লক্ষনীয়। এইলা হৈল অ, আ, ই, উ, এ, এ্যা, য়া ধ্বনি। এই য়া ধ্বনির ব্যবহার কামতাপুরী ভাষাত দেখার বিষয়। পাছত ইয়ার আলোচনা হইবে।



১নং চিত্র



২নং চিত্র

ই, এ, এ্যা, য়া উচ্চারণ সময়ত জিবা দাতের ভিতি সম্প্রসারিত হয়া থাকে। সেই বাদে এইলাক সামনের স্বরধ্বনি কওয়া হয়। উ ও অ আ উচ্চারণ করির গেইলে জিবা পাছিলার ভিত্তি গোটো হয় (গালার ওঁাত্য যায়)। সেই তানে এই ধ্বনিলাক পাছিলার স্বরধ্বনি কওয়া হয়।

১নং চিত্রত 'ই' ধ্বনি উচা জাগাত, এ, এ্যা ধ্বনি মধ্যম জাগাত, 'য়া' ধ্বনি নিচা জাগা থাকি উচ্চারিত হয়।

২নং ছবির 'উ' ধ্বনি উপরা জাগা ও আরো 'অ' মধ্য ভাগ থাকি, আরো 'আ' মুখ গহ্বর নিচা স্থান থাকি উচ্চারিত হয়া থাকে। সেইবাদে 'উ' উচ্চস্বর ও, অ ধ্বনি মধ্যস্বর, আ ধ্বনিক নিম্ন স্বর কওয়া হয়।

স্বর ধ্বনির উচ্চারণ দুই নাকান— লঘু, গুরু বা হ্রস্ব, দীর্ঘ।

লঘুস্বর উচ্চারণত যেই সময়র দরকাল গুরুস্বর উচ্চারণত উঙারতকা বেশ সময় নাতেন প্রযত্নর দরকাল। গান, কান্দন, আহ্বান প্রভৃতি ক্ষেত্রত স্বর দীর্ঘ হৈলে সেই স্বরক প্লুত স্বর কওয়া হয়।

হাঁত ধরোঁ চন্ডী মাঁও পাওঁ ধরোঁ তোর

পদলা—গুরু লঘু, লঘু গুরু, গুরু লঘু গুরু লঘু, লঘু গুঘু এই পর্যায় ক্রমত সাজান হৈচে।

প্লুত স্বর ঃ— একবার আসিয়া····।
সোনার চান মোর যাও দেখিয়া···· ।

পৈলা পদের য়া-র উচ্চারণ দীঘল এবং শ্যাষের দিকর উচ্চারণত নমনীয়তা দেখা যায়। অতএব এই স্বরক প্লুত স্বর কওয়া হয়।

কামতাপুরী ভাষার ধ্বনি উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য

১) যদিচ এই ভাষাটার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের স্বর ধ্বনি উচ্চারণের রীতির ব্যাগলতা আছে তেঙ্ কিন্তুক কুচবেহার, জলপাইগুড়ি রংপুর আর গোয়াল পাড়ার পশ্চিমাংশের উচ্চারণ রীতির মিল দেখির পাওয়া যায়। এই অঞ্চলোত বর্ণলার উচ্চারণ পরায় সংস্কৃত ভাষার স্বরধ্বনির উচ্চারণের নাকান। কিন্তুক দক্ষিণ বঙ্গর বঙ্গালী উপভাষার ধ্বনি উচ্চারণত মেলা ফারাক দেখির পাওয়া যায়। কিন্তুক রাঢ়ীর উচ্চারণ সংস্কৃত ধ্বনির বগলা বগলি বুলি কওয়া যায়। রাঢ়ী উপভাষার সাথত এটিকার উচ্চারনের মিল আছে।

২) কাঃ পুঃ ভাষাত শ্বাসাঘাতের কোন নির্দিষ্ট স্থান নাই।

৩) য/জ -এই দুই জ-এর মাঝত 'জ' এর প্রচলন বেশী। ডঃ সুকুমার সেন কৈচেন যে এই 'জ' ইংরাজী Z-এর নাকান। Z=জ।

উদাঃ— জম বলে শোনেক রাজা বচনে মোর হিয়া জত জল খায়েন খোয়াম বৈতরনী নিগিয়া। —গোপী চন্দ্রর গান।

৪) যুগ্ম বর্ণর আগত নাসিক্য ধ্বনি মৃদু হৈতে হৈতে অদৃশ্য হয়া যায়। নাসিক্য ধ্বনি (ঙ ঞ ণ ন ম ং)

উদাঃ— সংস্কৃত দন্ত 7 কাঃ পুঃ ভাষাত দাঁত 7 দাত
,, কন্টক 7 কাঁটা 7 কাটা
,, বংশ 7 বাঁশ 7 বাশ
,, হংস 7 হাঁস 7 হাস
,, কম্প 7 কাঁপা 7 কাপা
উদাঃ— কাপা জ্বর।

কিন্তুক ইয়াত ব্যতিক্রমও দেখির পাওয়া যায় ঃ—

সংস্কৃত— সন্ধ্যা 7 সন্ঝা (কাঃ পূঃ ভাষা) সাঝ

কাঁচা > কাণ্চা

" উদাঃ — তুই মোর কাণ্চা সোনা

৫) সংস্কৃত মূর্ধণ্য বর্ণ সমষ্টির বদলি দন্ত্য, তালব্য, ওষ্ঠ্য আরো কন্ঠ্য বর্ণর ব্যবহার এই ভাষাত দেখা যায়।

সংস্কৃত পাষান 7 পাসান (কাঃ পূঃ ভাঃ) = ষ (মূর্ধণ্য) = স (দন্ত্য)

" তৃষা 7 তিষা (কাঃ পূঃ ভাঃ) = ঋ 7 ই = মূর্ধণ্য = তালব্য বর্ণ

" ঋষি 7 ইষি (কাঃ পূঃ ভাঃ) ঋ বদলী ই (তালব্য বর্ণ)

" রাজা 7 নাজা (কাঃ পূঃ ভাঃ) র (মূর্ধা বর্ণ) ন্য (দন্ত্য বর্ণ)

" রাত্রি 7 নাতি (কাঃ পূঃ ভাঃ)-র (মূর্ধা বর্ণ) না (দন্ত্য বর্ণ)

" রূপা 7 উপা (কাঃ পূঃ ভাঃ) রূ > উ (ওষ্ঠ্য বর্ণ)

৬) i) শ, ষ, স-র উচ্চারণত কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম এই ভাষাত দেখির পাওয়া না যায়। ii) খালি তৎসম শব্দত ষ-র ব্যবহার দেখির পাই।

i) অশার সংসার পারা যায় শুবিস্তার

কিরূপে হইবা পার মন দুরাচার।

—রামায়ণ —হরেন্দ্র নারায়ণ

সংস্কৃত অসার > অশার (কাঃ পূঃ ভাঃ)

" সংসার > শংসার (কাঃ পূঃ ভাঃ)

" সুবিস্তার > শুবিস্তার (কাঃ পূঃ ভাঃ)

ii) অমুন ভাবত্ ষ > স উদা—সংস্কৃত কৃষান 7 কিসান

কিষ্কিন্ধা 7 কিস্কিন্ধা

বিষাদ 7 বিসাদ

শ ষ স —এই তিন স-র মধ্যত শ-র উচ্চারণ অধিক। কিন্তুক তৎসম শব্দলার উচ্চারণ সময়ত মূল সংস্কৃত শব্দানুযায়ী হওয়াটায় ঠিক।

৭) i) বিসর্গ (ঃ) ক + ষ নাকান উচ্চারিত হয়া থাকে।

উদাঃ— কি কইম দুকষর জ্বালা গাথিয়াছি বন ফুলের মালা রে।

ii) ন > ল

ভালে গান সময়ত ন স্থলত্ ল হয়।

নলরাজার গড় > লল রাজার গড়।

বিপরীত ক্রমত ল > ন এমন ব্যবহার আছে।

লাল > নাল

সংস্কৃত—লজ্জা > নইজা।

৮) কামতাপুরী ভাষার পদের মাত্রা বা অক্ষরর (Sylleble) হ্রাসতা ঃ—

তিন নাতেন ফাইক মাত্রার শব্দলাক দ্বিমাত্রিক আরো ত্রিমাত্রিক মাত্রাত উচ্চারণ করা হয়া থাকে। শব্দর পৈলা শরাঘাত-এর ফলত শব্দর অন্তবর্তী স্বর দুর্বল হয়া পড়াত মাত্রা বা অক্ষর কমি যায়। কোন ক্ষেত্রত অদৃশ্য হয়া পড়ে।

উদা ঃ— সংস্কৃত—কুষ্মান্ড = কুষ - মান - ন্ড —কুমড়া ত্রিমাত্রার বদলী দ্বিমাত্রা।

সংস্কৃত— কবিরাজ = ক - বি - রা - জ 7 কইব-রাজ। চাইর মাত্রার জাগাত দ্বিমাত্রা।

সংস্কৃত— আনন্দমেলা = আ - ন - ন্দ - মে - লা 7 আন্দ-মেলা পাচ মাত্রার জাগাত দুই মাত্রা।

চাইর অক্ষরের জাগাত তিন অক্ষর নাতেন দুই মাত্রাত উচ্চারণ রীতি দেখির পাওয়া যায়।

যেনাকান—নিয়াগিয়া 7 নি গিয়া।

উদাঃ— ছাওয়াটাক নি গাইল (কাঃ পূঃ ভাঃ)

গেছিনু 7 গেইছুলু 7 গেইছু। তিন মাত্রার জাগাত দুই মাত্রা।

বর্ণর উচ্চারণ পদ্ধতি

অ

ক) অ বর্ণর উচ্চারণত্ দুইটা রূপ ঃ—

স্বাভাবিক আরো বিকৃত।

স্বাভাবিক উচ্চারণ ঃ—

অসম, অলক, অজ্ঞ, অনল।

নঙ্‌ অব্যয়র পাছত অ-এর স্বাভাবিক বা সহজ

উচ্চারণ— অমানসোৎ, অকর্মা, অকাজিয়া।

একাক্ষর নাতেন এক মাত্রার শব্দর (monosyllabic) অ-এর উচ্চারণ স্বাভাবিক বা সহজ হয়।

কল, নল, দল, ইত্যাদি।

খ) অ-এর বিকৃত উচ্চারণ

ই, ঈ, উ, ঊ কারন্ত ব্যঞ্জন বর্ণ পাছত থাইক্‌লে অ-র উচ্চারণ সম্প্রসারিত হয়। ঐ উচ্চারণ ওকারের নাকান হয়।

অলি 7 (ওলি)

অতুল 7 (ওতুল)

তনু 7 (তোনু)

পরিশ্রম 7 পোরিশ্রম

যদি 7 যোদ্দ

হইল 7 হোইল্‌ 7 হোল।

গ) ঋফলা যুক্ত বর্ণ পাছত থাইক্‌লে আগের অকার-এর সম্প্রসারণ ঘটে। ঐ অ ওকারের নাকান উচ্চারিত হয়া থাকে।

অদৃষ্ট >(ওদৃষ্ট), বক্তৃতা >(বোক্তৃতা), অশ্বনী > ওশ্বনী।

ঘ) দীঘল শব্দক ভাঙি দ্ব্যক্ষরত পরিণত কইর্‌লে ঐ অক্ষরলাত ও থাইক্‌লে সেইলা বিকৃত হয়। সেই অ-র উচ্চারণ হয় ও-র নাকান।

উদাঃ—অনলস 7 অনোলস 7 ওনোলস

বনমালা 7 বনোমালা 7 বোনোমালা

আ

আ—কণ্ঠ্যবর্ণ

সংস্কৃত ভাষাত 'আ' বর্ণ সউগ ক্ষেত্রত্‌ দীঘল স্বর না হয়। ভারতর

পূর্বাঞ্চলের ভাষালাত্‌ সেই রীতি-এ চলির দেখা যায়।

কাঃ পুঃ ভাষাতো সেই নাকান রীতি। একাক্ষরের নাতেন এক মাত্রার পদগুলাত্‌ 'আ' স্বর দীঘল হয়া থাকে। কিন্তুক ত্রি. চতুর পঞ্চ মাত্রার পদলার 'আ'-কার হ্রস্ব।

যে নাকান ঃ— আম < আ দীঘল স্বর

জাম < আ দীঘল স্বর

কিন্তুক, আলিপুর= আ-লি-পুর — এই ত্রিমাত্রিক পদত 'আ'-কার দীঘলস্বর হয় না। আ কারের হ্রস্ব উচ্চারণ।

এই ঢক— আ-ন-ন্দ-মেলা

আবাদী, আজুরা, আকালু, আজিকার।

ই, ঈ—

কাঃ পুঃ ভাষাত্‌ এই বর্ণ দুইটার উচ্চারণত্‌ কোন ভেদ দেখির পাওয়া না যায়। কিন্তুক এক মাত্রার ই দীর্ঘ ঈ' হয়া থাকে।

যেমন— স্ত্রী, শ্রী, হ্রী ইত্যাদি। জোর দিবার বেলাত ই, দীর্ঘঈ হয়।

উয়ায় কি খাইচে ? = উয়ায় কী খাইচে ?

ই ঈ তালব্য বর্ণ।

উ ঊ—

এই দুই বর্ণর উচ্চারণত কোনয় পার্থক্য দেখির পাওয়া না যায়। খালি তৎসম শব্দগুলাত এই দুই বর্ণর উচ্চারণর পার্থক্য দেখা যায়।

যেমন ঃ রূপ, সূর্য, গূঢ়, ঊন — এইলা।

আন প্রাকৃত ভাষালার নাকান কাঃ পুঃ ভাষাতো হ্রস্ব 'উ'-র ব্যবহার বেশি দেখা যায়। যেমন ঃ দুন্দ, খুদি, খুপুরা, থুকুরা ইত্যাদি।

ঋ—

সংস্কৃত শব্দত্‌ 'ঋ'-কারের ব্যবহার থাইক্‌লেও বাংলা, অসমীয়া ভাষাত ঋ-কারের ব্যবহার কেরমে লোপ পাবার ধইরচে। ঋ-র বদলে রি, দিয়া বানান লেখা হবার নাইগ্‌চে। কাঃ পুঃ ভাষাতো এই রীতি চলমান। কিন্তুক সংস্কৃত

শব্দর বানানত সংস্কৃত রীতি চালু রাখায় বিধেয়।

সংস্কৃত ঋষি (রিষি)
" ঋতু (রিতু)
" হৃদয় (হ্রিদয়)
" ঘৃত (ঘ্রিত)
" মৃত (ম্রিত)
" খৃষ্ট (খ্রীষ্ট)
"

ৠ—সংস্কৃত ‘ৠ’ উচ্চারণের রীতি আছে। কিন্তুক প্রাকৃত ভাষালাত ইয়ার লোপ পাইচে। কাঃ পুঃ ভাষাত কিন্তুক ইয়ার ব্যবহার এলাও আছে।

উদা—গছটা হৄং করি পড়ি গেইলেক।

এ

এই বর্ণর দুই ঢকের উচ্চারণ দেখির পাওয়া যায়। একটা হৈল সহজ উচ্চারণ আনটা হৈল বিকৃত।

সহজ উচ্চারণ ঃ বেয়া, দেওয়া (আকাশ), কে — এইলা।

বিকৃত উচ্চারণ ঃ এ্যা দেখ > দ্যাখ, খেলা 7 খ্যালা
বেলা 7 ব্যালা মেলা 7 ম্যালা
ঢেলা 7 ঢ্যালা

ইংরাজীতে অমন উচ্চারণ বিভ্রাট আছে।

যেমন ঃ Bat—ব্যাট, কিন্তুক Ball -- বল
Ball-এর অ-এর উচ্চারণ অবিকৃত।

ঐ

‘ঐ’ একটা সন্ধ্যক্ষর, ইয়ার উচ্চারণ ‘অই’

ঐরাবত > অইরাবত, ঐলা 7 অইলা
ঐনাকান > অইনাকান ঐগুলা 7 অইগুলা

‘ঐ’ মৌলিক স্বর না হওয়াৎ স্বরবর্ণ পাঠে ‘ঐ’য়ক বাদ দিবার অনেকে চান। আমরাও ঐমত পোষণ করি।

ও ঃ—

ও-কারেরর উচ্চারণত মাত্রার ব্যাগলতা দেখা না যায়। ওলা, ওজন, ওল, ওটি। ও এক একটা মৌলিক স্বর।

ঔ ঃ—

ঔ — একটা যৌগিক স্বর। ঔ-এর উচ্চারণ ওউ। এই উচ্চারণত দ্বিমাত্রিকতা আ'ছে। উচ্চারণ স্থান কন্ঠৌষ্ঠ্য। মৌলিক স্বরধ্বনি না হওয়াৎ স্বরবর্ণ ‘গণপাঠৎ’ ইয়ার প্রাধান্য থাকির পায় না।

ঌ ঃ—

সংস্কৃত কৢ ইত্যাদি শব্দর ক্ষেত্রত ঌ-এর ব্যবহার দেখির পাওয়া যায়। কিন্তুক প্রাকৃতজ ভাষাগুলাত ঌ-র জাগাত লি-র ব্যবহার হয়া থাকে। কিন্তুক এইটা সমীচীন নোঙায়। যেটিখুনা স্বরবর্ণ দিয়া উচ্চারণ হয় সেটি যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণর প্রয়োগ অনুচিত।

যেমন ঃ কলিকাল বানান, কঌকাল করা যাওয়ার পায়।

হোলি 7 হোঌ, গুলি 7 গুঌ

ঌ-এর নীচত মাত্রা দিয়া ল-এর উচ্চারণ করা যাওয়ার পায়। এই উচ্চারণ রীতি যুক্তিযুক্ত বুলি বিবেচিত হওয়ার পায়।

ৡ ঃ—

সংস্কৃতত এই বর্ণটার ব্যবহার খুব কম। ‘শকদন্ত’ ৡ শব্দটা মাত্রক দেখির পাওয়া যায়।

কিন্তুক কামতা পুঃ ভাষাত ঘিল্লিস, হিল্লিস প্রভৃতি জাগাত ঘিৡস, হিৡস বানান লেখা যাওয়ার পায়।

ব্যঞ্জন বর্ণলার উচ্চারণ বিধির বিশেষ আলোচনা

ক-বর্গ = ক, খ, গ, ঘ, ঙ —এই বর্ণলার উচ্চারণ কালত জিবার গোড় ভাগ

কণ্ঠত ছুইয়া উচ্চারিত হয়। এই বাদে এইল্যা জিবামূলীয় বর্ণ। পানিনি এই বর্ণলাক কণ্ঠ্য বর্ণ-ও কইচেন।

ঙ ঃ—

ঙ-বর্ণ একটা কণ্ঠ্য-নাসিক্য ধ্বনি। ইয়াৎ দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ দেখির পাওয়া যায়।

ঙ=উঅং। কিন্তু ঙর প্রচলন কেরমে কেরমে লোপ পাওয়ার ধৈরচে। উয়ার জাগাত ং ব্যবহার করা হবার নাইগচে।

যেমন ঃ— বেঙ্, কাঙ্, ঢঙ, সঙ, ইত্যাদি শব্দত ঙ-র বদলত্ ং ব্যবহার চৈলছে।

যেমন— বেঙ>বেং, কাঙ>কাং
ঢঙ্>ঢং সঙ>সং

চ বর্গ=চ ছ জ ঝ ঞ

এইলা বর্ণ উচ্চারণর কালত্ জিবার মধ্যভাগ তালুর আগ ভাগ ছোয়।

এই বাদে ইমাক তালব্য বর্ণ কয়।

ঞ ঃ— তালব্য-নাসিক্য ধ্বনি। ইয়ার দ্বিমাত্রিক উচ্চারণ হয়।

ঞ=ইঅং, মুঞ, মিঞা, টেঞা, ছ্যাঞা।

কিন্তুক চ, ছ, জ, ঝ—এইলার নগত ঞ ব্যবহৃত হৈলে ন-এর নাকান ইয়ার উচ্চারণ হয়া থাকে।

যেমন— কাঞ্চা=কা-ঞ-চা 7 কান্চা
সাঞ্চা=সা-ঞ-চা 7 সান্চা
গঞ্জিকা=গ-ঞ-জ-ই-কা 7 গন্জিকা 7 গানজা
পাঞ্জি=পা-ঞ-জ-ই 7 পানজি
সঞ্জিকা=স-ঞ-জ-আ 7 সনঝা 7 সন্ধা

ট বর্গ—ট ঠ ড ঢ ণ

এই বর্ণলা জিবা তালুর মধ্যভাগ ছুইয়া উচ্চারিত হয়। এই জন্যেকার এইলাক মূর্ধণ্য বর্ণ কয়।

ণ—এর উচ্চারণ প্রাকৃতজ ভাষালাত হয় না। কামতাপুরী ভাষাত্ ঐ একে ঢক। ন ণ-র উচ্চারণত একে ভাবের প্রচেষ্টা দেখির পাওয়া যায়। কিন্তুক তেও লেখিবার সময়ত তৎসম শব্দলাত ণ-এর ব্যবহার আবং রাখায় ঠিক।

মূর্ধা ছুইয়া ইয়ার উচ্চারণ ঃ এই বাদে ইয়াক মূর্ধণ্য (ণ) কয়।

ড় ঢ়—এই বর্ণ দুইটা সংস্কৃতত দেখা যায় না। বাঙালাত ইয়ার ব্যবহার আছে। কাঃ পুঃ ভাষাত ড়-এর ব্যবহার দেখির পাওয়া যায় কিন্তুক ঢ়-এর ব্যবহার বিরল। র-এর ব্যবহার বেশী।

ড় ঢ়—এই দুইটা বর্ণর উচ্চারণ হৈল যুগ্ম স্বরধ্বনি।

ড়= ড+অ—র+অ ঘোড্রা>ঘোড়া
ড+র=ড্র বাড্রী>বাড়ী

ঢ়= ঢ+র=ঢ্র আষাঢ়>আষার (কাঃ পুঃ ভাঃ)
(ঢ+অ)+(র+অ)=ঢ্র। কাঃ পুঃ ভাঃ—য়, ড়, ঢ় ব্যবহার বিরল।

য় ঃ—

সংস্কৃতত য় বর্ণের ব্যবহার দেখির পাওয়া যায় না। 'য' ক দিয়া য় র কাজ সারা হয়। বাংলাত য় ব্যবহার আছে। কিন্তুক কাঃ পুঃ ভাষাত য়-র দরকার নাই বুলি কওয়া যায়। প্রাচীন পুঁথিলাত 'য়'-র জাগাত অ এবং য়ার জাগাত 'আ' 'র' ব্যবহার করা হইচে। চর্যাপদত এই রীতি বর্ত্তমান।

মারিঅ শাসু ননদ ঘরে (চর্যা নং ১১)

মারিঅ 7 মারিয় ব্যবহারত হওয়া লাগে। কিন্তুক তা হয় নাই।

মাআ 7 মারিআ। (১১নং চর্যাপদ)

"গোপী চন্দ্রের গানত" এই রীতি বর্তমান।

ত বর্গ ঃ—

ত থ দ ধ ন —এই বর্ণলা জিবার আগ ভাগ দিয়া দন্তমূল স্পর্শ করি উচ্চারিত হয়। এই বাদে ইমাক দন্ত্য বর্ণ কওয়া হয়।

ন—হৈল অনুনাসিক দন্ত্যধ্বনি।

এই 'ন' হৈল ত্রিমাত্রিক ধ্বনি— দনু-তনু-ণ্য।

প বর্গ ঃ—

প ফ ব ভ ম —এই বর্ণলা উচ্চারণ সময়ত্ ওষ্ঠের নগত্ অধরের স্পর্শ হয়। এই বাদে এইলা ওষ্ঠ্য বর্ণ। কিন্তুক এই বর্ণ গুলাক অধরোষ্ঠ্য কওয়ায় সমীচীন।

ম— হৈল ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি। কাঃ পুঃ ভাষাত্ ব্যঞ্জন বর্ণর সাথত্ যুক্ত হৈলে ইয়ার উচ্চারণ হয় না। মধ্যত্ নাতেন অন্তত্ যুক্ত হৈলে যে বর্ণর সাথত্ যুক্ত হয় উঙার দ্বিত্ব হয়া থাকে।

যেমন ঃ—

শ্মশান— কামতা পুরী ভাষাত্ ইয়ার উচ্চারণ শশান ঃ ম-এর উচ্চারণ লোপ হয়া থাকে।

এই ঢক ঃ—

স্মৃতি > সৃতি

স্মারক > সারক

লক্ষ্মী > লক্খী ; ম-এর লোপ আরো

ক্ষ-এর নয়া রূপ।

নিচের ক্ষেত্রত দ্বিত্ব হয় ঃ—

ভস্ম 7 ভস্স, যেমন— ছাই ভস্স কিছুই বোঝং না।

উস্ম 7 উস্সা

কিন্তুক কোনো কোনো জাগাত অনুনাসিক ধ্বনি থাকে। লোপ না পায় ঃ—

পদ্ম > পদ্দঁ

মহাত্মা > মহাওঁা

অন্তস্থ্য বর্ণ— য র ল ব

স্পর্শ বর্ণ আরো উষ্ম বর্ণর মাঝামাঝি অবস্থাত্ এই বর্ণগুলার উচারণ হয়া থাকে। উষ্ম বর্ণর উচ্চারণ কালত শ্বাস বায়ুর নিঃসরণ ফলতও এই বর্ণলার উচ্চারণ হয়া থাকে। এই বর্ণলার উচ্চারণ সময়ত মুখগহ্বরের কোন স্থান নরানরি না হয়।

য ঃ— অর্দ্ধস্বর বর্ণ। ইয়ার উচ্চারণ ই + অ = ইয় উচ্চারণ। য ব্যঞ্জন বর্ণ হয়া থাকে। সেলা ইয়ার উচ্চারণ জ-এর ঢক হয়। প্রাচীন পুঁথিগুলাত শব্দের মধ্যতও য কার জ হবার দৃষ্টান্ত দেখা যায়।

i) উদা—অতি শূর রুড় কম্মি মহাজোধ জীত শ্রমি জোগ্য তুমি বানর নিগ্রহে।

—'রামায়ণ' (মঃ হরেন্দ্র নারায়ণ, সুন্দর কান্ড)।

এটিখনা— যোধ 7 জোধ

যোগ্য 7 জোগ্য

কিন্তুক মহাজোধ 7 মহাজোধ

ii) রাজার জত দেওয়ান পাত্র আসিল সাজিয়া

জত রাজার আইয়ত পরজা আসিল সাজিয়া ॥

iii) উড়িয়া জাইতে ধরিল মত্রনা চরখার ছওর।

—গোপী চন্দ্রর গান

এটি— যত > জত

যাইতে > জাইতে

গোপী চন্দ্রর গানের প্রাচীন খন্ডত বর্গীয় 'জ'-এর ব্যবহার বেশি দেখির পাওয়া যায়।

র ঃ—

র—উচ্চারণত জিবার আগাল কাপে আর দাঁতের গোড়ত ছোয়। এই বাদে 'র' কম্পন জাত ধ্বনি কয়।

র ফলা

ব্যঞ্জন বর্ণের পাছোত র বইসলে '্র' এই ঢক হয়।

যেমন ঃ— ধ্র, দ্র = ধ + ্র, দ + ্র (র ফলা)।

কিন্তুক র-ফলা যেলা ব্যঞ্জন বর্ণর আগত যুক্ত হয় সেলা ইয়াক রেফ কওয়া হয়। রেফের উচ্চারণ র-ফলার উচ্চারণের চায়া অল্প খানিক হালকা।

যেমন— ধর্ম, বর্ণ।

ল ঃ আগতে আলোচনা করা হৈচে।

ৱ ঃ— এই একটা অধস্বর বর্ণ। বাংলাত বর্গীয় ব-এর উচ্চারণ দেখা যায়, কিন্তুক ৱ (বা অন্তঃস্থ ব) এর উচ্চারণ নাই। কামতাপুরী ভাষাত অন্তঃস্থ ৱ-এর উচ্চারণ দেখা যায়। কামতাপুরী ভাষাত প্রাচীন পুঁথি গুলাত অন্তঃস্থ ৱ-এর রূপ ৱ। এই ৱ-ক উয়ব কওয়া হয়। অর্থাৎ উয় বা ও ইয়ার উচ্চারণ। কিন্তুক উ এর গুণ ও। সেইবাদে ৱ = উয় = ওয়। রৱ > রও > রাও—সীপ সীপানি ঝরি পড়ে ঘুগু করে রাও।

যেমন ঃ দেৱর > দেওয়র

না-ৱর > নাওয়র > নাইয়র

উদা ঃ— আই মুই নাইয়র যাবার চাং।

অসমীয়া ভাষাত ৱ-এর জাগাত উ-এর উচ্চারণ হয়া থাকে।

যেমন ঃ— দেৱত > দেউতা

ৱ > উ

অসমীয়া ভাষাত ৱ-এর উচ্চারণ ব্যাগলীকরণ করা হৈচে। কামতাপুরী ভাষাতও ইঙার উচ্চারণ বর্গীয় ব থাকি ব্যাগল।

এই ৱ-এর উচ্চারণ ওর মতন।

কিন্তু কোন স্থানত খালি ও, আন

স্থানত ওয় র ব্যবহার হয়া থাকে।

ও ঃ—

জৱাহরলাল 7 জওহরলাল

দেৱতা 7 দেওতা

ওয় = দাৱাখানা 7 দাওয়াখানা

মারৱার 7 মারওয়ার 7 মারোয়ার 7 মারোয়ারী।

দেৱানী 7 দেওয়ানী

দেৱর 7 দেওয়র

যুৱন 7 যুওয়ন 7 যোয়ান 7 জুয়ান।

ধোৱা > ধোয়া

ভাৱাইয় = ভাব + আইয়া

ভাওয় + আইয়া > ভাওয়াইয়া

শ্রাবন > শাৱন > শাওয়ন

উদাঃ— আষাঢ় শাওয়ন মাসে দেওয়া ঝরে কাণাই মধুরসে।

কেমন করি হইম মুই' দরিয়া পার।

ফলা যুক্ত বর্ণলার ব অন্তঃস্থ বর্ণ বা অন্তঃস্থ ৱ। কন্বর্, দ্বন্দ্ব। এই ৱ-ফলা অন্তঃস্থ ব।

শ ষ স ঃ—

প্রাকৃত ভাষাত এই তিন বর্ণর উচ্চারণ এক নাকান। কোনয় উচ্চারণ মাত্রার হেটানীচা বুঝা না যায়।

কাঃ পুঃ ভাষাত শ, স-র প্রচলন বেশি। খালি তৎসম শব্দলার প্রয়োগত ষ-র ব্যবহার করা আবশ্যিক।

হ ঃ— হ-এর উচ্চারণ ধ্বনি হয়া যায় 'জঝ'-এর নাকান।

সহ্য = সজ্ঝ

গ্রাহ্য = গ্রাজঝ

ক্ষ ঃ— পানিনি এই বর্ণটাক পৃথক বর্ণ হিসাবত গণ্য করেন নাই।

এইটা যুক্ত বর্ণ (ক্ষ্) ক্ষ।

ইয়ার উচ্চারণ ক ষ-এর যুক্ত উচ্চারণ

যেমন— লক্ষ = লক্ষ্

পক্ষ = পক্ষ্

শব্দর আদিত যদি এই বর্ণ বইসে তাইলে ইয়ার উচ্চারণ হইবে খ-এর নাকান ঃ

ক্ষমতা > খমতা > খেমতা, কামতাপুরী ভাষা।

ক্ষুদি > খুদি

ক্ষুদ্র > খুদ্র।

ং ঃ— এইটা অনুনাসিক বর্ণ।

ন ণ ম ঞ ঙ ং— এই বর্ণলাক অনুনাসিক্য বর্ণ (ধ্বনি) কওয়া হয়। মধ্যযুগীয় ভারতীয় ভাষা (M. I. A)-র বগলা বগলি দুইটা ব্যঞ্জন বর্ণর অবস্থান কালত প্রথম বর্ণত অনুনাসিক্য ধ্বনি হয়। এই নিয়মটা সংস্কৃত ভাষাতও দেখির পাওয়া যায়। ডঃ টার্নারের মতত স্বরবর্ণর দীঘল উচ্চারণতে নাসিক্য ধ্বনি উচ্চারণ হয়া থাকে। ডঃ গ্রীয়ার সন এই মত মানেন নাই। উমার মতত্ প্রাকৃত শব্দত একই বর্ণর দ্বিত্ব উচ্চারণত বা বগলা বগলি অবস্থান ঘইটলে ইমার একটা জাগাত অনুনাসিক্য ধ্বনি হইবে।

যেমন ঃ— বক্র 7 বক্ক 7 বংক

ক্ষুদ্র 7 ক্ষদ্দ 7 ক্ষুঁদ। ক্ষুঁদি (কাঃ পুঃ)।

কামতাপুরী ভাষাত বগলা বগলি দুইটা ব্যঞ্জন বর্ণ থাইকলে একটার স্থলত অনুনাসিক্য ধ্বনি হবার পায়।

সচা (সত্য) > সচাঁ। উদাঃ— সচাঁ কাথা কইলে ভয় নাই।

কাচা 7 কাঞ্চা উদাঃ— কাঞ্চা সোনা।

গাজা 7 গাঞ্জা

গাও 7 গাঁও

মজা 7 মঞ্জা উদাঃ— মঞ্জা গুয়া গোন্দায়।

স্বরবর্ণর দীঘল উচ্চারণতও অনুনাসিক্য ধ্বনির আগম দেখির পাই।

মৈথিলী ঃ মুঁ > মুঞ > মুইঁ (কাঃ পুঃ)

কায় > কাঁয়

নিদ্রা > নিন্দ > নিন উদাঃ নিন্দবালী ছাও কত নিন যাও।

কিন্তুক তৎসম শব্দর অনুনাসিক্য ধ্বনি কামতাপুরী শব্দত পরায় অনুচ্চারিত রয়।

সংস্কৃত বংশ > বাশ (কামতাপুরী ভাষা)

,, হংস > হাস ,,

,, পঞ্চ > পাচ ,,

সংস্কৃত দন্ত 7 দাত (কামতাপুরী ভাষা)

,, অঙ্কন 7 আকা ,,

,, কন্টক 7 কাটা ,,

,, বন্টন 7 বাটা/বটা ,, (ফললা বটি দেক— গোয়াল পাড়া)

,, ঘন্টন 7 ঘাটা

,, লুন্ঠন 7 লুঠা

ং অযোগ বাহ বর্ণ। অনুনাসিক বর্ণও। ইয়ার উচ্চারণ ও ধ্বনির নাকান।

বাংলা > বাঙলা

জংলা > জঙলা

ঃ অযোগ বাহ বর্ণ। আন বর্ণর সাহায্য ছাড়াত ইয়ার উচ্চারণ হবার না পায়। বিসর্গ হইল হ বর্ণর শিথিল ধ্বনি। আঃ, উঃ, ইঃ —এইলা অব্যয়ের পাছোত ইয়ার ব্যবহার। কিন্তুক পদান্ত ঃ (বিসর্গ) ব্যবহার হয় না বা দেখা যায় না। বিসর্গক বেগল বর্ণ হিসাবত ধরা যায় না।

যেমন ঃ— শ্রেয়ঃ, প্রায়শঃ

শ্রেয়ঃ > শ্রেয়

প্রায়শঃ > প্রায়শ

গতঃ > গত

ঁ ঃ— চন্দ্রবিন্দু অনুনাসিক বর্ণ। নাসিক্য বর্ণর বদলত ইয়ার ব্যবহার দেখা যায়। সেই বাদে বর্ণ হিসাবত ইয়ার ব্যাগল সত্তা নাই।

যেমন ঃ— যাঞা 7 যাআঁ 7 যায়াঁ

মুঞ 7 মুইঁ

কাঙ 7 কাঁ

উপরত ঞ এই অনুনাসিক্য ধ্বনি ঁ বিন্দুত বদলি গেইচে। নিচের ঙ ধ্বনি চন্দ্র বিন্দুত ঢকান্তরিত হইচে।

সন্ধি

উচ্চারণের সৌন্দর্যের আরো সুবিধার দরুণ সন্ধির প্রচলন। সংস্কৃতত সন্ধির প্রচলন ব্যাপক। কিন্তুক প্রাকৃত ভাষাগুলিত সন্ধির নিয়ম খাটে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রত সন্ধির সম্ভাব্যতা দেখা গেইলেও তাতকারি সন্ধির বিশেষ নিয়ম গাতা যায় না।

ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা সন্ধির সাফল্য একেবারে উড়ি দিচেন।

কামতাপুরী ভাষাত— কতকগুলা ক্ষেত্রত সন্ধি করির পাওয়া যায়। কিন্তু ঐলা শব্দের মধ্যতই। পদের বর্ণ'র সাথত আন পদের বর্ণে'র মিলন নোঙায়।

যেমুন— রাখাল + ইয়া = রাখুলিয়া।

শিষ্ + টা = শিশ্টা = মানষিটা কেমুন শিশ্টা নাগা। একেবারে শুকান।

কুল + টা = কুলটা

গান + উয়া = গানুয়া

ধার + উয়া = ধারুয়া।

জ্যেষ্ঠা + আই = জ্যেঠাই

ভেরন্ + ইয়া = ভেন্নিয়া।

উঃ— শয়ে সাউদ সদাগর আশি বুদ্ধি ভূইঞা পাইকারের পোয়া বুদ্ধি নিবুদ্ধি ভেন্নিয়া।

অ + ঘাট = অঘাট = অঘাটের মড়া।

বাদশাহী + আমল = এই দুই পদের হী আরো পরপদের আগিলা বর্ণ 'আ' এর সন্ধি নিয়ম মত বাঞ্ছনীয়। যদি সন্ধি করা যায় তাইলে 'ইকোযনোচি' সূত্রানুসারে পদ দুইটার মিলিত রূপ হইবে বাদশাহ্যামল। অর্থাৎ

ই + আ = যা

অতএব হী + আ = হ্যা

পদটা হইবে— বাদশাহ্যামল

কিন্তুক বাদশাহ্যামল এমুন পদের উচ্চাচরণ কাঙয় চাইবেন না।

বাংলায় সন্ধি দেখান যায়ঃ—

যেমুন— শত + এক = শতেক

খান + এক = খানেক

তেমন + ই = তেমনি

কাহার + ও = কাহারো

কিন্তুক ঐ সন্ধিলার নিয়ম গাতা সম্ভব নোঙায়।

কারণ যদি শত + এক = শতেক হয়

তা হইলে জন + এক = জনেক হইবে। তা কিন্তুক নোঙায়।

জন + এক = জনৈক হয়া থাকে।

কামতাপুরী ভাষাত খালি তৎসম ও তদ্ভব পদগুলার সন্ধি করা যায়। কিন্তুক নিজস্ব পদগুলার সন্ধির নিয়ম খাটেবার পাওয়া যায় না।

ণত্ববিধি

যে বিধি অনুসারত দন্ত্যন মূর্ধণ্য (ণ) হয় তাক ণত্ববিধি কওয়া হয়।

তৎসম শব্দত এ বিধি নাতেন নিয়ম দেখা যায়। যেমুনঃ— (ক) ঋ র ষ এই কয়টি বর্ণে'র পরত মধ্যবর্তী দন্ত্য ন মূর্ধণ্য (ণ) হয়।

যেমুনঃ— ঋণ, রণ, পাষাণ।

(খ) ঋ র ষ —এই বর্ণ'লার পরত স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য ব হ আর অনুস্বর থাকিলে, পরের দন্ত্য ন মূর্ধণ্য হইবে।

অর্পণ, বৃংহণ, রেণু, ভূষণ

(গ) উপরার বর্ণ ছাড়া আন বর্ণ পরত থাইকলে দন্ত্য ন মূধণ্য (ণ) হয় না।

যথা— প্রার্থনা, রচনা, অর্জুন, বিসর্জন

(ঘ) সম্বোধন পদের শেষত দন্ত্যন ণ হয় না।

যেমুন— ধর্মচারিন, শ্রীমান্, ব্রহ্মন্।

(ঙ) ত বর্গ সংযুক্ত দন্ত্য ন মূর্ধণ্য (ণ) হয় না।

যেমুনঃ— অরবিন্দ, গ্রন্থ, মন্থন

(চ) ট বর্গের আগত দন্ত্যান ণ হয়।

যেমন— কণ্ঠ, কণ্টক, পণ্ড।

(ছ) যেলা দুই পদ মিলি একটা পদ হয় আর ঋ, র, ষ একটি পদত, আর অন্য পদত দন্ত্য ন থাইকলে ন মূর্ধণ্য (ণ) হইবেনা।

পরিনাম, দুর্নাম, বারিনিধি।

(জ) প্র, পরা, পরি, নির এই চাইরটা উপর্গের পাছত অন্তর শব্দর পয়ত নদ্, নম্, নশ্, হন্ আর, নী ধাতুর ন মূর্ধণ্য (ণ) হইবে। প্রণাম, পরিণাম, প্রণাশ, নির্ণয়, প্রণিপাত।

কামতাপুরী ভাষাত তৎসম শব্দগুলির 'ন' উপুরার নিয়মত মূর্ধণ্য 'ণ' হইবে। কিন্তুক তদ্ভব শব্দ, দেশীয় শব্দ, বিদেশী শব্দগুলার ন সব সময়ত দন্ত্য ন হইবে।

ষত্ববিধি

কামতাপুরী ভাষাত,

শ, ষ, স এর ব্যবহারত কুন সঠিক নিয়ম দেখির পাওয়া যায় না।

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের "বাঙ্গালা ভাষা সাহিত্যে" গ্রন্থের (২৭, ২৮পৃ) লেখা আছে— প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের বানানে তিনটি স (শ, ষ, স) দুইটি জ (জ, য) দুইটি ন (ন, ণ) দুইটি ই (ই, ঈ) আরো দুইটি এ (এ, য়ে) উচ্চারণের পার্থক্য নাই। যে কোন একটি অক্ষরের ব্যবহার হয়ে থাকে। ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষা তথা প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ঠ্য"।

কামতাপুরী ভাষার পুরানি পুঁথিলাত এই রীতিই দেখা যায়। এ ছাড়া 'য়' আরো 'য়া' অক্ষর দ্বয়র স্থনত যথাক্রমত অ ও আ অক্ষর দ্বয়ের ব্যবহার দেখির পাওয়া যায় এই ভাষার পুরাণী পুঁথিগুলাত।

যেমন যায়>যাঅ।

যায়া>যাআ।

কিন্তুক নির্দিষ্ট বানান রীতি পত্যি ভাষাত থাকাই দরকাল ঃ—

সেইবাদে তৎসম শব্দত যে স ধ্বনি, ন ধ্বনি থাইকবে তদ্ভব শব্দলাৎ সেই স ধ্বনি আরো ন ধ্বনির প্রয়োগ বিধেয়।

বিদেশী শব্দের বানানত s-এর জাগাত স, sh-এর স্থানত শ-এর ব্যবহারই প্রশস্ত।

ষ-এর প্রয়োগ খালি তৎসম শব্দগুলিতেই প্রযোজ্য।

শব্দোচ্চারনত্ ধ্বনি পরিবর্তন পদ্ধতির হিস্যা

স্বরভক্তি নাতেন বিপ্রকর্ষ (Anaptyxis or vowel Insertion) :—

শব্দোচ্চারণ পরিশ্রমের লাঘব করির বাদে যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণক ভাঙি উয়াৎ স্বর আনাক স্বরভক্তি কয়। কামতা পুরী ভাষাৎ এই রীতি দেখির পাই।

যেমন ঃ— যেই জল আনলে নটি মস্তকত্ করিয়া। ঐ জল দিয়া সিনান করুক রাজ দুলালিয়া। —গোপী চন্দ্রের গান।

সং— স্নান 7 সিনান

ই এই স্বরবর্ণের আগম্

স্ত্রী 7 ইস্তিরি 7 তিরি

যেমন— মোর তিরিটা মরিয়া আবো মোরসে হইচে দুখ।

নদীর কাছারের মতন ভাঙ্গিয়া পরে বুক।

আবো হিড্রিস্ কি হার্ড্রাস করিয়া ॥

এই নাকান ঃ— জ্ঞান > গিয়ান

গ্লাস > গিলাস

শ্রাদ্ধ > ছেরাদ্দ — এ কারের আগম

শ্লোক > শালক > ছোলক— ও-কারের আগম।

শিল্লক— ই-কারের আগম।

স্বর সঙ্গতি (Vowel Harmony) ঃ

যেলা শব্দর পূর্বস্বরর পরভাবত পরস্বরর উচ্চারণ ধ্বনির অথবা পরস্বরর পরভাবত পূর্বস্বরের উচ্চারণ নাতেন ধ্বনির ঢকান্তর হয় সেলা উঙাক কয় 'স্বর সঙ্গতি'।

যেমন ঃ— মুত্র > মুতরা > মুতুরা

'ম'-র উকারের পরভাবত পাছের অ-কারের উকারৎ ঢকান্তর।

ঘন্নী > ঘরনী > ঘারিনী; অ > ই

নাচুয়ানী > নাচুনী > নাচিনী; উ > ই

উঃ নাচিনী গেইচে কুচুনী পাড়া

দেওয়ার আইসে ঝরি

ও দেওরা তোর পাং ধরং

নাচিনী আসুক বাড়ি।

শিমলা > শিমিলা ; অ > ই। অথুটা শিমিলার নাও, বৈঠা না ধরে ভাও

কেমুন করি হইম দারিয়া পার।

ভূর্তলিয়া > ভূতুলিয়া। তুই হলু চড়কের ভূতুলিয়া।

অপিনিহিতি (Epenthesis)

শব্দর বীচৎ ই নাতেন উ ধ্বনি থাইকলে উমাক আগতে উচ্চারণ করির রীতিক 'অপিনিহিতি' কওয়া হয়।

যেমন ঃ— দেখিয়া আসিলং। আসিলং=আ-সি-লং > আইসলং।

এটি সি এর ই কারের আগতে উচ্চারণ করা হৈচে।

ও শ্রুতি আরো ব শ্রুতি

বগলা বগলি দুইটা স্বর থাইকলে উচ্চারণর সুবিধার জন্যেকার ইমার মাঝত য় নাতেন ব ধ্বনির আগম হয়া থাকে। এই রীতিক য় শ্রুতি নাতেন ব শ্রুতি কওয়া হয়। কামতা পুরী ভাষাত এই ঢক প্রয়োগ দেখির পাওয়া যায়।

উদাঃ— মএনা > ময়না য়-র আগম

যাআ > যায়া য়া-র আগম

খেতুআ > খেতুয়া য়া-র আগম

কারআ > কারয়া য়া-র আগম

তল ছাবনি উপর ছাবনি মারেন চাকিয়া

সাত দিন নওরাত তৈল্ল নিধাউয় করিয়া।। (গোপী চ, গা,)

ছাওনি > ছাবনি ব-এর আগম। অতএব ইয়াক ব শ্রুতি কয়।

বর্ণ বিপর্যয় ঃ

কোনো শব্দত অবস্থিত বর্ণলার পরস্পর ঠাইং বদলের নাম বর্ণ বিপর্যয়।

যেনাকান ঃ— ঢ্যাক্‌স > ঢ্যাস্‌ক

খুর্‌পা > খুপ্‌রা

খোক্‌সো > খোস্‌কো

রিক্সা > রিস্‌কা / নিসকা

সমীকরণ (Assimilation)

সমীকরণ প্রক্রিয়া এই ভাষাত দেখির পাওয়া যায়।

বগলাবগলী দুইটা ব্যঞ্জন বর্ণর একটা আনটার ঢক নাতেন ভাব গ্রহণ কইরলে উয়াক সমীকরণ কয়।

উৎ + দাম = উদ্দাম ঃ ত > দ

এত + দিন = এদ্দিন ঃ ত > দ

বৎ + জাত = বজ্জাত ঃ ত > জ

অসমীকরণ (Dissimilation)

শব্দর বীচস্থিত সম বর্ণর জাগাত অসমবর্ণর উচ্চারণ রীতিক অসমীকরণ প্রক্রিয়া কয়। উদাঃ— অদ্‌না > রদ্‌না ঃ অ > র

সং— রাজন > রাজা > নাজা > আজা (কাঃ পূঃ)

সং— রাত্রি > রাতি > আতি > নাতি (কাঃ পূঃ)

সং— অতীত > রতিত (কাঃ পূঃ)

গ্রাম্য পরিবেষত্ এমন্ উচ্চারণ হামেশায় শুনির পাওয়া যায়।

স্বরাগম বা স্বরের পূর্বাগম (Prothesis)

শব্দর পরথম পদত নাতেন পরথমত যুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ থাইকলে ঐ যুক্ত ব্যঞ্জ ধ্বনির আগত স্বরধ্বনির আগমক স্বরাগম কওয়া হয়।

ইংরাজী— ষ্টিমার > ইস্টিমার

,, স্কুল > ইস্কুল

সং— ম্লান 7 মৈলাম (কাঃ পূঃ ভাঃ)

বাপও মরিচে ঘাটাও মৈলাম পাড়চে।

সং— দ্বার 7 দুবার 7 দুয়ার 7 দুয়র (কাঃ পূঃ ভাষা)

সং— স্বামী 7 সোয়ামী

সে তোর দুলালী সোয়ামী গেইল পার হয়া। (গোপী চন্দ্রের গান)

কোন কোন জাগাত শব্দর শেষত স্বরাগম হয়। ইংরাজীত ইয়াক apesthesis কয়।

ইং— ইঞ্চ্ 7 ইঞ্চি

ইং— লিষ্ট 7 লিষ্টি

সং— ধর্ম্ম 7 ধর্ম্মি উদাঃ— ধর্ম্মি রাজা (গোপী চঃ গাঃ)

সং— গঙ্গা 7 গাঙ্গী (কাঃ পূঃ ভাষা)

বর্ণ লোপ

শব্দ উচ্চারণত বর্ণ বিশেষের লোপক বর্ণলোপ কওয়া হয়।

সং— আলোক 7 আলো (কাঃ পূঃ ভাঃ)

কাঃ পূঃ— বড় বাবা 7 বড়বা

,, জ্যেঠবাবা 7 জ্যেঠবা

পদান্ত অ স্বরের উচ্চারণ পরায় হয়-এ না।

রাম্, জল্, ফল্, মূল্ ইত্যাদি।

আগতে কওয়া হইচে যে ণ, ম, ব, য, র, ল — এই ছয় বর্ণ আন বর্ণর সাথত যুক্ত হৈলে ঐলাক ফলা কওয়া হয়। ব্যঞ্জন বর্ণর পরথমত বইসলেও সেইলা ফলা। এইলা ফলার মধ্যত ম, ব, য উচ্চারিত হয় না। কিন্তুক ন, র, ল ফলা হইলেও উচ্চারিত হয়া থাকে।

যেমন— লক্ষ্মী 7 লক্ষী, ম অনুচ্চারিত।

পৃথিব 7 পৃথিথ ব ,,

উদ্যম 7 উদ্দম য ,,

উদ্যোগ 7 উদ্দোগ য ,,

কিন্তুক— কর্ম 7 কর্ম র উচ্চারিত

আহ্লাদ 7 আহ্লাদ ল ,,

কান্দন 7 কান্দন ন ,,

শব্দর মধ্যেকার র-কার আর হ-কারের লোপ ঃ—

তৎসম শব্দর মধ্যকার র-কার প্রাকৃতজ ভাষাত্ লোপ পায়া থাকে।

যেমন— ধর্ম্ম 7 ধম্ম। উদা—ধর্ম্মি রাজা। (গোপী চ. গান)

সংস্কৃত— কার্য 7 কাজ

,, শর্ত 7 শত্য

পদ বীচস্থ হ-কারের লোপ

সংস্কৃত— গায়সি 7 গায়হি 7 গাহি 7 গাই, কাঃ পূঃ

বাবা—ওহে 7 বাবা হে 7 বাহে > বায়। ,,

উদাঃ— কি বায় কি কন?

মাহে > মায় > মাও ।

উদাঃ— কি মায় কুতি্য যাবার চান ?

কি মাও কোটে থাকি আসলু ?

কহে > কস্ = উয়ায় কয় ।

বহ > বইস্ = এটিথুনা বইস্ ।

রহে > রয় = য'য় সয় তায় রয় ।

যাহে > যায় = উমরা এলা যায় ।

প্রকৃতি

প্রকৃতি

↓ শব্দ প্রকৃতি ↓ ধাতু প্রকৃতি

শব্দ ঃ— অর্থবহ বর্ণ সমষ্টিক শব্দ কয় ।

যেমন — জল, গছা, গছ, জুই প্রভৃতি ।

ধাতু— ষা, খা, কর প্রভৃতি ক্রিয়া মূলক বর্ণ সমষ্টিক ধাতু নাতেন ক্রিয়া কয় ।

শব্দ নাতেন ধাতুর মূলক প্রকৃতি কওয়া হয় ।

কামতাপুরী ভাষার শব্দ ভান্ডার কয়টা ভাগত ভাগ করা যাবার পায় ।

i) সংস্কৃত শব্দ (তৎসম, তদ্ভব)

ii) দেশী ঃ— নিজস্ব, হিন্দি, মৈথিলী, সান্তালী, মুন্ডা, রাভা, বোড়ো ইত্যাদি ।

iii) বিদেশী শব্দ ঃ— ইংরাজী, ফরাসী, ওলন্দাজ, আরবী পারসী ইত্যাদি ।

১) সংস্কৃত শব্দ ঃ—

তৎসম আরো তদ্ভব শব্দ

জল, আগুন, বাতাস, আকাশ, ধান, বেলা, চান, আন্ধার, দুধ, দই, ঘিউ; মধু, মেঘ, বাশ, হাত, পাও, দাও, মাথা, নদী, নদ— এমন অফুরন্ত তৎসম আরো তদ্ভব শব্দ এই ভাষার ভান্ডার পূরন কৈরচে ।

কতলা তৎসম শব্দ ঢকান্তরিত হয়া এই ভাষাত সোন্দাইচে ।

যেমন তৎসম ঃ—

ভরন অর্থ (বেতন) ভরণ– কামতাপুরী ভাষাত ঃ—

i) উষ্কানি দেওয়া

ii) মাথাত ভরণ দেওয়া

বরম তালুত ভরণ দেওয়া (দাওয়া দেওয়া) ।

উদাঃ উয়ার কাথাত ভরণ দিস ক্যানে ? (উষ্কানি দেওয়া) ।

আভোগা (প্রচুর খাওয়া) 7 অভোগ 7 অভোগা— খাওয়ার ইচ্ছা না হওয়া ।

উদাঃ— মোর ক্যানে বা অভোগা হৈচে, খাবারে না পাং ।

ঝটিতি (শীঘ্র) 7 ঝতিতি 7 ঝতত 7 ঝত

উদাঃ তোর ঝত কেচাল ।

উৎসর্গ 7 উছসর্গ 7 উছর্গ—পাঠাটাক মহাদেবক উছর্গ করিদেও ।

কদর্য 7 কুঢ্যাং—কুঢ্যাং পরা মানষি ।

কৃপন 7 কিপন 7 কিপটা— উয়ায় কিপটা পরা মানষি, কাওয় ভালু না পায় ।

দীন 7 দিন— দিনদুখাতি মানষির এলা চলে না ।

দুর্বিবধ 7 দুঃখাতি 7 দুখাতি ।

কুৎসিত > কুসিত > কুঠাৎ— দেখিত খুব কুঠাৎ ।

কচ্ছ > কচ্ছর > কেচরা— কেচরা করিস ক্যানে ? শৌর সেনী অপভ্রংশতেও এই প্রয়োগ আছে ।

পবিত্র > পবিস্ত্র— ভৈসের গু সারও নোঙায় পবিস্ত্রও নোঙায় ।

অগ্রহর > অগ্রহট > অগহট > আগত হাট—

আগত হাটে পসাদ বাটে।

মধুরস মধুরসা— (দ্রাক্ষা, আঙ্গুর, কিসমিস বাচক শব্দ)
কি মধরসা কথা কবার ধৈরচিস্ !

বাট্যালকা > বাড়িয়ালা > বাইড়ালা > বাইড়ালী (গুল্ম বিশেষ)

বাচাট > বাচাল— বেশী ছ্যাপের ছ্যাপের করা (to speak nonsense).

রবন্ > রওন > রাওন > রাও-- (শব্দ করা)

শিপশিপানি ঝরি পড়ে

ঘুগুই করে রাও।

দুর্মুখ 7 দুস্মুখ 7 দুস্মুখ 7 দুমুখা— i) দুই পাক দিয়া যায় কথা কয়।
ii) অপ্রিয় কাথা কওয়া ব্যক্তি।

তির্যনচ্ 7 টির‍্যানচ্ > টেরানচ্ 7 টেরিঅ 7 টেরিয়া

মানষিটা খুব টেরিয়া পরা,

পত্যি কাজত্ গিটো ধরে।

ভূ 7 ভুই — পিন্ডত দিবার ভুই নাই

রসা > রসা তল — কেমুন, মানষিটা রসাতল গেইলেক না ? (বক্রোক্তি)

রসানাগা 7 নসানাগা— এটা কোনটেকার নসানাগা মানষি আসিল।

সুস্থিরা 7 সুসিরা 7 সুসির 7 সুসরা 7 সুসার— মুঞ এলাও সুসার হবার পাং নাই।

পাটক 7 পাটকা > পাইটকা, ইট— পাইটকালা সাজে সাজে থো।

কদধবন > কওধবন > কোনডান i) রাগত চকু কোন্ডেবার ধৈরচে।

সংস্কৃত থাকি আইসা শব্দ ঃ—

স্থল > থল > থলা ঃ (আসর)— i) বাঁশের থলাবাড়ীৎ যাং
ii) গানের থলাৎ যাং

ছন্দ > ছান্দা ঃ বান্ধা — গাইটাক ছান্দাও

সন্ধি > সন্ধ্যা > সঞ্জা —সঞ্জা সকালে বাড়ীত থাকান নাইগবে।

পশ্চিম 7 পশ্চিমা 7 পাচ্চিমা 7 পইচ্যাও— এলা পইচ্যাও হাকাইচে।

পূর্ব 7 পুবাল — পুবাল বাও-ত্ নদীর ধাইরত্ যাওয়া ঠিক নোঙায়।

উপকার 7 উপগার 7 উবগার — উবগারি গছের না রয় ছাল।
উবগারি মানষি না হয় ভাল।

নাইবর 7 নাইউয়র 7 নাইওর (বাপের বাড়ী) — আইমুঞ নাইয়র যাবার চাং।

অংশ 7 আঁশি — নাউ খানক চাইর আঁশি করি, মোক এক আঁশি দে।

পংক্তি 7 পাইত — এইবার পাইতত পড়চিস্ !

উভয় 7 ভায় (সহিত) — উয়ায় ভায় যাইস।

বল্কল 7 বাকল 7 বাখন i) বাখন তোলা = তোর আজি বাখন তুইলবে।
ii) বাখনা = বাড়ালা বাখনাও।
iii) বাখলা = তোর পিটির বাখলা তুইলবে।

জ্বল 7 ঝল 7 ঝলঝলা — রাতি পোয়াইচে। চাইর দিক ঝলঝলা হৈচে।

গন্ধ 7 গন্দ 7 গোন্দ — গোন্দ বিরাইচে।

ছিদ্ > ছ্যাও — বাঁশটা ছ্যাওয়াও (খুতুরা কর)।

গদ্ > গোদ্ 7 গোদ্গোদায় — শুয়র গোদ্ গোদায়।

শ্যালিকা পতি > শাল পইত

জেষ্ঠ্যা পতি > জ্যাঠপইত

দ্বিতীয়া 7 দুতিয়া ; দুতিয়া বর।

দ্রনি 7 দনি > দন্যা > দৈন্যা — বাইষ্যাৎ নদীর দৈন্যা ভাঙে।

দ্রনি > দনি > দন > দোন (গোর গোরা ডেলী) ; গোরগোরা পাকুটী,

দীপ > দীয়ার 7 দীয়ারি — দীয়ারি জ্বালাও।

হুস্ (ভয় প্রদান সূচক শব্দ) > হুমাই (অত্যাধিক সাহস)।
মানসিটা হুমাই চলে।

হুম্-সুমার > হুমসুমারি (বেহিসাবী), হুম্সুমারি কথা কইস কেনে ?

সঙ্গ 7 সং 7 সাংয়র / সাংরা — i) সাংয়র (string to bind)
সাংয়রখান ক্যানে বা ছান্দের পাং না।

ii) সাংরা (to bind)

গরুহাল সাংরাও।

সঙরন 7 সঙ্‌রা 7 সোমরা > সোঙ্‌রা (সোমরস দিয়া আপ্যায়ণ করা হয়)

— উমার সোঙ্‌রা পাতান ছাড়।

দেবর 7 দেওয়র / দেওরা — ও মোর ভাবের দেওরা রে।

আকর্ষণ 7 আকুর্ষা i) আকুর্ষা (tendril) নেওয়াসির আকুর্ষা আছে।

ii) আকুর্ষা বান্ধা (to catch tightly)

ছাওয়াটা আকুর্ষা বান্ধি ধরে।

বিধ্ > বিঁদি 7 বিন্দি i) বিন্দি (needle)

মোক একটা বিন্দি দেও।

ii) বিন্দা (to sting)

মোর পাওত্ কাটা বিন্দাইচে।

নব 7 নআ 7 নয়া [হিন্দি, নয়া] – নয়া নয়া বতুয়া শাক ত্যালে ননে খায়।

নয়া > নয়ালী, নয়া ধানের সমায়।

সূচী 7 সূচা 7 ছুচা (something with pointed end)

বাঁশের ছুচা দিয়া হানেক।

বটিকা > বস্টি। নাকের বস্টিলা বির করেক।

নম্র > নমর 7 নতর > নেতর / নেতরা i) নেতর পাইলে পেতল খসায়।

ii) নেতরা পড়া গাই।

পত্র 7 পেতর 7 পেতরা / পেতর — পেতরা পরা মানসি।

সূত্র 7 সোতর — কলার সোতর দিয়া বান্ধিলে ছিঁড়ি যায়।

সূত্র 7 সুত্রি 7 সুতি (several portions of land extending shraight)

—মুই এই সুতি ভুইঁ এছাকে গারিরে না পালুং বীচন আবিনে।

গ্রন্থ 7 গাঁথা 7 গাতা — আজিমোর গাতা নোয়ায়, উঙার গাতা।

ব্যজন 7 বীজন 7 বীচন (fan) — বীচনখান মোক দে, খুব গরম ধরচে।

বীজ 7 বীজন 7 বীচন (seed) — বীচন ফেলাও।

বীজ > বীজা > বীচা (penis)

বিস্তৃতি > বিস্তির > বিত্তির (আউস) — এবার বিত্তির আবাদ ভাল নাই হয়।

হেম > হেমলা > হেঙলা (golden) — হেঙলা বাস। বিশ্ব সিংহর রাজধানী।

হেমন্ত > হেমন্তী > হেমতি — হেমতি ধানের সপ আছে।

চ্যু > চুয়া (মাটির কুয়া) — আই চুয়াত্ জল আনির গেইছে।

সর্প > সব > সপ (gratification with fullcapacity)

— কতলা টাকা পালুং, সপে দিল না।

হস্ত 7 হাস্তা (to try to grasp) —আন্দারত্ হাস্তেয়া কি লাভ ?

বর্টী 7 বাটি, (দড়ি) — বুড়াটা টাকুরী, বাটি পাকায়।

ঘৃত > ঘিত > ঘিউ — কুকুরের নেটুক ঘিউ দিয়া মাখিলেও সোজা হয় না।

জীব > জীউ — পানিমাছের জীউ বিরির চায় না।

বায়ু > বাও — এমন পুবাল বাও, বৈঠায় না ধরে ভাও।

বায়ুকুন্ডলী > বাওকুমটা — বাওকুমটাত পড়ি মানসিটার চকু কানা হয়া গেইল।

কুশ > কুশি (নয়া পাতা) — কুশি বিরাইচে।

কোষ > কোস্টা, পাটা — i) কোস্টাবাড়ীতে ঘাস হৈচে।

ii) হাতের মুঠি — এক কোষ চাউল দেও।

পট্ট > পাটা, কোস্টা — পাটালা কাটা খায়।

কুশ > কুশিয়া > কাশিয়া — কাশিয়া নানান কাজত নাগে।

পত্র 7 পত্রি (nail) — মোর নঙুলের পত্রিলা ঢাঙা হৈচে।

ক্ষেত্র 7 খিতা (a small portion of land)

— এই খিতা ভুইঁওত্ বীচন ফেলাইম।

ইষ্টক 7 ইটা, চাপা — হালাবাড়ীর ইটালা ডাঙাও।

চিত্র > চিত্রি > চিতি (butterfly)

কোন > কন — চুরার ভিতিরা কণটা, তাতে নড়িল মনটা।

ঘট্টা 7 ঘংটা > ঘোংটা, ক্ষুদ্র ঘোংটা।

এষণ 7 এষণা 7 অনুষা (to search) ওনাষ করা।

জিনিসটা কোটে বা থুলুং, অনুষাও।

প (to drink) > পিঅ > পিআ/পিয়া — জল পিয়াও।

পীঠ (পৃষ্ঠ) > পাঠ — ঠাকুর পাঠত্ মানাচিনা করলুং।

দ্বার 7 দুয়ার 7 দুয়োর — শিল দুয়োর নামে কান্তেশ্বরের রাজবাড়ীত্ এক দুয়োর আছিল।

হিত > হিতু (rite to make good) — ছাওয়াটার অসুক ক্যা বা ছাড়ে না, খানিক হিতু করা খায়।

হুঙ্কি 7 হইচি 7 হাইচি — হাইচি মারিস ক্যানে খাবার সময়?

স্তম্ভ 7 থমব 7 থামবা — নোঙার থামবার উপুরাত ঘর।

স্থর 7 থর — জিনিসলা থরে থরে সাজে থুইছে।

অগ্র > আগ — সেবার আগ. নড়াইর পাছ।

অগ্র 7 আগ, আগাল — গছের আগালত্ পখি।

ভর্তৃ > ভর্ত্তা, ভাতার — সোয়ামী। ভাতারের দেশ।

ভাদ্র > ভাদর — ভাদর মাসত নদীত বান ওঠে।

ধ্যান > ধিয়ান — এই কাথাগিলা মোর ধিয়ানে আইসে না।

ধ্যান > ধ্যানদা > ধ্যান্দেলা (to ponder) — ধ্যান্দেলে দ্যাখেক কী কলুং।

ধ্যান > ধিন্দা (to see mindfully) — ধিন্দি ওদি কী দেখিস?

বদরী > বঅরী > বগরী — বগরী বাড়ীত্ মহামায়ার ধাম আছে।

ক্ষত > ক্ষুতি > খুতিয়া (wounder) — এমুন করি বেড়াইস, ঠ্যাংটা এলা খুতিয়া হইল!

চত্বর > চাত্রা (shallow watery place) — কুচবিহারের ব্যাঙ্ চাত্রা রোডত্ মোর সাকাই আছে।

নারী > আরী

বধূ > বউ > বো

বউ আরি > বোয়ারী — কুলের বোয়ারী তুই ঘরের কোনাত্ থাক্।

বাতিঙ্গন > বাইঙ্গন > বাইগন (হিঃ বাইগন) — মুই কালি জলপাইগুড়ি বাইগনটারি যাইম।

গতি > গতা — গতা মাছ কাদোত রয়।

চক্র 7 চক্ i) (giddiness) উঙার মাথাত্ চক ধরছে।

ii) চাতাল (aterrace) — উঙার হামার বাড়ী একে চকত।

আক্রম > আক্রি (an attempt to attack) — উঙার আক্রি দেখি ভয় নাগে।

উষ্ > উষা (to boil) i) ধানলা উষাও

ii) ভাতত আলু উষা দিস।

উৎ-মুখ > উল্লুখ — জোঙালের জুত্তি ছিড়ি গাড়ীখান উল্লুখ হয়া গেইল।

দীর্ঘ > দীঘর > দীঘল/দীঘলা — তুফানগঞ্জর দীঘলা পাড়াত্ মুই বাড়ীচালা কিনচং।

ক্ষেত্র > খাতা (অঞ্চল area) — শিকদারের খাতা গেছিস?

হিন্দি শব্দর অনুপ্রবেশ

হিন্দি — কামতা

উঝান > উজান

নাতা > আত্মীয় > নাতা — নাতা গোতায় গেরাম ভরি আছে।

গোতী „ > গোতা ঐ

গলতি > গলত, (ত্রুটি) — কোটেবা গলত হইচে, সেইবাদে বাতি জ্বলে না।

গরীব > গরিব — গরিব মানসির ভাল নাই।

গর্ব > গরব — মোর গরবের কিছুই নাই।

গর্হিত > গর্হিত — নীচ নাতেন হীন কাজ।

গল্প > গপ্প — ধুমা ছাড়া গপ্প করিস ক্যানে?

গস্সা (mouth full)> গাস্যোক, ভাইল্যা, গেলা।
গহন > গহন > গহিম — গহিম গাঙের নাইয়া।
অংধাধুং (blinding, excessive) > আন্দাধুন্ধ > আন্দাধুন্দা
— আন্দাধুন্দা কইস ক্যানে ?
আধমরা (half dead) > আধমরা > আধমরা — সাপটা আধমরা হয়া গেইচে।
অধমুআ (half dead)> আধমরা > আধমরা
— মানষিটা আদামরা হয়া গেইচে।
cf গাইমুআ — গাইয়ে নাকান নরম ব্যবহার।
অদ্রক (ger) 7 আদা — আদা খাইলে ভোক বাড়ে।
অদেখা (not seen)> অদেখা lower standard.
— দেখা ঘরের বান্দি আনি, অদেখা ঘরের গিত্যানিক না আনি।
অদেখী (un seen)> অদেখী — অদেখীল কইনা ভালু,
দেখিল কইনা বেয়া।
আদাঁত (toothless) > অদাত — অদাত ছাওয়া,
ভাত খাইলে হজম করি পায় না।
অদলা বদলা (alteration, barter) — জিনিসলা অদলা বদলা করি নেও।
অদয়া (merciless, cruelty)> অদয়া, নিদয়া
— তুই মোর অদয়ার (নিদয়ার) কানাইয়া রে।
অত্র (herein, in this place)> অত্র > অটি — অটি যাইম ক্যানে ?
কমজোর (weak)> কমজোর, কমজোরী
— অসুক ফান্দেয়া মানষিটা কম জোরী হইল।
উদ্‌কনা (to jump)> উদ্‌কন > উটকন — দড়ি পাকার বাঁশেয়র তৈয়ার যন্ত্র।
উথল পুথল (topsy turvy) > উথাল পাথাল।
ফিরাক (seperation) > ফারাক — এলা উয়ার সাথত মোর।
মনের ফারাক বেশি হইচে।
ফির (again)> ফির — তুই ফির আসলু ক্যানে ?

ফিরিযাদ, ফরযাদ (a petition, entity)> ফইরযাদ
— নামের ফইরযাদ করিস।
টাঁয় টাঁয় (exact quantity)> টায় টায় — ছাত্রটা টায়টায় পাশ কৈরচে।
ফীতা (tape) 7 ফিতা — মাইয়টা খোপাত ফিতা বাইনচে।
ফিলখানা (a stable for elephant) > পিলখানা, হাতির রবার জাগা।
ফিসফিসানা (to hesitate in doing a work) > ফিসফিসা
— কানের গোড়ত ফিস ফিসাইস ক্যানে ?
ফুংকনী (goldsmith's blowpipe)> ফুকনী — ফোকার থুরি।
ফুলঝড়ী (a kind of firework)> ফুলঝুড়ি — কথার ফুলঝুড়ি।
ফুলবাড়ী (flower garden)> ফুলবাড়ী — মানসিটা কুপেত্যা,
ফুলবাড়ীক কেমুন গুবাড়ী বানাইল।
ফুলাব (to swell a thing) 7 ফুলাও — দেখি তোর ড্যানাটা ফুলাও তো,
কেমুন মোটা হয়।
ফুংস (a hissing sound) — ফুস ফুসিয়া কথা কয়।
ফুসলানা (to coax, to allure, to cajole) 7 ফুসলা
— ফুসলাইস ক্যানে ?
ফুংকা (blowing air in the bamboo pipe) 7 বাশি ফোকাও।
ফোড়না (to break, to pierce) 7 ফোড়া — কান ফোড়া, নাক ফোড়া।
বংটাই (seperating) 7 বংটা, (to distribute someshing)
— ফলগুলা বংটাও।
বংদর (monkey)> বান্দর — হুলমা বান্দরের নাকান ভ্যাচের
ভোচর নাগাইচে।
বংদীখানা (prison)> বন্দীখানা — সংসারটা বন্দীখানা।
বচ্চা (young)> বাচ্চা — বাচ্চাগুলা কান্দিবার ধইরচে।
বটুয়া (small bag) 7 বাটুয়া — বাটুয়াৎ টাকা নাই।
গুরুয়া (lower bulky portion of a tree) 7 গুরুয়া — গুরুয়া ঢোঙল।

বেটী danghter > বেটী — রাজার বেটী।

বাপ > বাপ

বাপু > বাপু

বাৰা > বাবা, বুড়া বাবা (grand father)

বাবত > বাবদ, বাবদী

বামন > বামন

বারহমাসী > বারমাসী, বারমাসিয়া বাইগন।

বারাতী pertaining to the rainy season of the year > বারাতি,
— যায় বারা ভুকায়।

মথলা to chum, ta rub 7 মথলা — দাওয়াগুলা মথলেয়া রস বির কর।

লগি 7 লগ্গি bamboo stick for driving a boat in the river.

লটকানা to cause to hang 7 লটকা 7 নটকা
— কাপড়খান টারত নটকে দে।

আঁকরী the barb of an arrow > আকরে ধরা
— গালাত আকরে ধরেক, যেনে না পড়িস।

আঁকর very deep or extremely valuable 7 আকর, আকর গ্রন্থ

আঁচ flame of fire আঁচ i) আগুনের আচ।
ii) গোপন ঘটনার আভাস।

আগলা / অগলা 7 আগিলা — আগিলা বছরত ধান ভাল হওয়ার পায়।

আজা paternal grand father 7 আজু maternal grand father.

আজীবন through out life > আজীবন

আড় curtain, a screen > আড়, আড়াল — মিথ্যাকে কোনোদিন আড়াল
করি রাখা না যায়।

আড়া to become crooked > আড়, আড়েয়া যাওয়া
i) তালাটা আড়ে গেইচে।
ii) এখনা কথা শুনি আড়ে গেলু ? (বেজার হওয়া)

আন-বান nicety, difficulty to place > আন-বান, আনে বানে, বেফলে
যাওয়া — টাকাগুলা আনে বানে ধোঁলিবানে গেইল।

আবন্টন distribution > বট > বটা, বাটা
i) আমগুলা বটে দেক
ii) কলালা সগাকে বাটাও

মাঁগ > মংগা ঃ অভাব — মঙ্গার সময় গরীব মানষির নিসীম দুরাবস্থা হয়।

নিকলনা > নিকিলা ঃ বির করা — তোর জ্যাবত কয় টাকা আছে নিকিলাও।

জেব > জ্যাব — মোর জামপাটের জ্যাব নাই।

চুতর buttock > চতুড়া

ফেফড়া lung > ফেফড়া ; মানসিটার ফেফড়া শুকাইচে।

বর্তন > বর্তন ঃ পাত্র pot — ভাড়াবর্তন অনেক।

সরৌতা > সরতা ঃ nut-cracker,

মচান, (সং, মঞ্চ) > মাচাং — মানসিটা মাচাংয়ত বসি আছে।

বিল্লী > বিলাই, cat

ভোক্না > ভোকা to bark — কুকুরটা ভুকির ধরছে।

দোমহলা > দোমলা — আগের নাকান দোমলা আমারলার আর নাই।

চুড়া > চুরা — দই চুরা খাবার ভালু

নাও (সং-নৌ) > নাও — 'নাও চলায় নাইয়া ভাইরে'

ভংড়া a pot, stone house > ভংড়া ; to move
উদাঃ — অমুন করি ভংড়ি বেড়াইস ক্যানে ?

ভংড়ীয়া, sons > of jesters and buffoons > ভংড়ীয়া ঃ ভংড়ীয়া ভংয়র করির ধইরচে।

ভরনি; dress, clothes > ভরনি ; to add some thing.—মোর কথাৎ ভরনি
দিস কেনে ?

ভরভরি, a swelling > ভরভরি ;expression of pride ; মানষিটার এ্যালা খুব ভরভরি হইচে।

ভাও intention > ভাও i) order ; মাও নাই যার ভাও নাই তার।
ii) price ; মসংয়ের ভাও কি ?

ভূমিচাল 7 ভুইচাল — ভইচাল আইসচে।

ভুকুনা 7 ভুকা — বাড়া ভুকায়

ঘুষ > ঘুষা — i) ঘুষ ঘুষানি জবর = ঘুষঘুষানি জবর খাব বেয়া জিনিস।
ii) ঘুষা to hide onself = এটি কোটে ঘুষালু ?

কুল মিলকর 7 কুল্যায় মিলি = কুল্যায় মিলি মোরটে দশে টাকা আছে।

ভেট 7 ভাটাইত — ঐ মানষিটা ভাটাইত গিরি করে।

বিতানা 7 বিতা — i) এতলা দিন বিতালু ফাকে ফাকে।
ii) বিতা কালি, yesterday

বীচ middle > বীচৎ in the middle — সগারে বীচৎ মুই এই কাথাটা রাখলুং।

বীচকাথ (mainly) = বীচকাথা উঙায় এই কাম করির পাবারে না হয়।

সংতরা > সন্তরা = orange.

বাই 7 বাই elden sister.

খাও 7 খাওয়া 7 খাউয়া

কানপট্টী 7 কানপাটি—কান পাটিত চওড়াইচে।

ভাবিজ্জী 7 ভাউজ্জী,

সান্তালী উপাদান

সান্তালী — কামতাপুরী

আঠকুড়িয়া (athkuriya) > athkuriya (আঠকুড়িয়া), অপুত্রক

ভিড়া (bhira) 7 ভিড়া (bhira), টিপি

উদাঃ— জাকন গুলা ভিড়া বান্দিচে।

ভুতকুড়া (bhutkura) 7 ভুটকা (bhutka); অল্প বয়স্ক।

—বীচ ভুটকাইল। ভুটকা বিরা ছাওয়া।

ধুমা ধুমা (dhumadhuma) > ধুম ধুমা (fully developed)
—রামের কইনা ছাওয়াটা ধুম ধুমা হয়া গেইচে, এলাও বিয়াও নাই দেয়।

ঘুট-মাট (ghut-mut) 7 ঘোটলা — জল ঘোটলাও।

মুণ্ড উপাদান

মুন্ডা — কামতাপুরী

অটম-টোকারি (atomtokari), ecomically 7 টম টমা — মাচা ধানে টমটমা।

বিলা bila 7 বিলা ঃ বিতরণ করা — আসুক পুষ কুলায় কুলায় বিলাইম তুষ।

ডেংগুয়া > ডেংয়ুয়া > ডাংয়ুয়া/ডাঙুয়া ; অবৈধ পতি,

গেদ্রা > গেদর dirty — তুই কেমন গেদরা মানষি রে।

হুকেরি > হুকারি response — মুই শোলক কং, তুই হুকারি দে।

জুনা > জনি, জুন্নি ; জুন্নি দেওয়া — সউগ কথাত জুন্নি দিস কেনে ?
জুন্নি থাকি সম্ভবত 'যোনি' শব্দর উপজন।

জুতি, a bird not (ফান বা জাল) 7 জুলি, যুক্তি — জোংয়ালের যুক্তি ;
জোংয়ালের জুলটি।

মাই > মাইয়, মাইয়া

মুগা > মুগা (silk cocoon)

মুঠন (muthon) 7 মুঠি (muthi)

উবুবিজা > উবুরিয়া > উবুরি (lie down on the belly)
—উবুরি দেওয়া ছাওয়া।

ওটাঙ্গাও (otaga) to be carried away by the wind > টাঙ্গাও
—কাপড় খান টাঙ্গেয়া দেও।

ঝেরেকা > স্যারেকা > স্যারকা, স্বাদহীন = পাতলা রঙ্
—স্যারকা পরা রঙ্

ঝোতা 7 সোতা — বাঁশবাড়ীর ওপাকে জলের সোতা' ছে।

যেটুবেই; যেটুওই 7 টাটায় — মাঘ মাসের শীতত গাও টাটায়।

ত্যাই উপাদান

তাই উপাদান খুব কম বুলি কওয়া যায়। নীচত্ নমুনা দেওয়া গেইল ঃ—

জান (zan) > যান (jan), নদীত্ বা নালাত্ মাছ ধরার ব্যবস্থা।
—উমরা নদীত্ যান ধইরচে।

ফাউ (phau) 7 ফাও (phao) 7 ফাও, গর্তার উপরত কোনো কিছু।
— এক পোন গুয়ার ভিতরত ৫টা ফাও দেওয়া নাগে।

থোংয়া (thonghan) 7 ঠোংয়া, ব্যাগ — সয়দাগুলা ঠোংয়াত্ নেক।

রংঘর (ranghar) 7 রংঘর

ডোগ° 7 ডোঙা 7 ডোং, জল যাবার নামদানি ঘাটা

মালোয়াসী শব্দ

জিত 7 যিত 7 ঝিত, নিঃশব্দ — ঝিত করি রলু কেনে ?

বিল 7 বিলা — বিতরণ করা

ভোঁদা 7 ভোদা, বোকা

সারা সাউল 7 কারা চাউল

সাপর 7 ছাপর > ছাপরা — টিনের ছাপরা

গোর 7 গোরা (heel) — ঠ্যাংয়ের গোরাত ঘাউয়া

হোলনা 7 হোলোং; বাঁশের তুরতুরা করা আগাল

খং > খেং উদঃ— খেং খ্যাংয়াইস কেনে ?

কুয়ান 7 কুয়াং (বনুয়া কুকুর), কুয়াং বাঘ

কেলা 7 কেলা; — আমটা কেলাও।

কমর 7 কামর ঃ কামড়ান

লিন্দগারা 7 গারা, খাল।

মেজ 7 ম্যাচ ম্যাচ করা — শরীল মোর ম্যাচ ম্যাচ করির ধইরচে।

ননন 7 নানা 7 নানান; বিভিন্ন পরকার

পগলা 7 পাগলা (পাগল)

ঝোলা > সোলা, — সোলা মুখ

ঝলা > সালা, — কাপড় সালাও

তুকুরা > টুকুরা — গছটা টুকরা টুকরা ছ্যাও কর।

টিঙ্ > টিং — টিং টিংয়াত্ চড়ি আচিস কেনে ?

টিক > টিকা ঃ সহ্য করা

তিলা > টিলা — পাহারের উচা জাগা

তোপা 7 টোপা — গরুর টোপা; ধান থোওয়া টোপা।

টিলাকান্তি, টিলকানি > তিলকানি > কিলকানি

বড়ো

জিরা > জিরা > বিশ্রাম নেওয়া

বাখেলিয়া, বাখলিয়া > বাখলা — গছের বাকলা।

গাব (রঙ) 7 গাব — কাপড় গাবাও।

সিলেক 7 চিলেক 7 ছালাও — গছটাক ছালাও।

ডুব্লী 7 ডাবরী (মাঠ) — ডাবধীত গরু আছে।

মৈথিলী শব্দের অনুপ্রবেশ

অগন্তি মৈথিলী ভাষার শব্দের অনুপ্রবেশ ঘইটছে এ ভাষাৎ।
কবি বিদ্যাপতির কবিতাত মেলা শব্দ আছে যেইলা এই ভাষাতও ঢুকি গেইচে ঃ—

১) সোই, কোকিল অব লাখ লাখ ডাকউ
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচবান অব লাখবান হোউ
মলয় পবন বহু মন্দা।
অব মুঝ যা পিয়া সঙ্গ হোয়ত
তবহু মানব নিজ দেহা
বিদ্যাপতি কহ অলপ ভাগি নহ
ধনি ধনি তুয়া নব লেহা

২) আজু রজনী হাম পোহায়লুঁ
পেখালু পিয়ামুখ চন্দা
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা

৩) .. গরুয়া নিতম্ব

মৈথিলী — কামতাপুরী

ভাকউ 7 ভাকাউ উদাঃ— খালি ভাকাউ ভাকাউ করিলে লাভ কি?
কাজত দেখাবার নাগে।

হোয়াৎ; হোউ>হোয়াৎ — তুই পাশ হোয়াৎ মুঞ ভাল পাইচং।
দেহা 7 দেহা — দেহাটা মোর নাজুক হইচে।
অলপ>অলপ — মোক অলপ দুধ দে।
ভাগি>ভাগি — কার পাপের ভাগি কায় হয়।
হাম 7 হামরা — হামরা এলা যামো।
পোহালুঁ>পোহালুঁ — উস্পিস করি নাত্যিটা কাটালুঁ
মানলুঁ 7 মানলুঁ
গুরুয়া 7 গুরুয়া — গুরুয়া ঢোংয়লত দৈচুড়া খাওয়ার ভাল।
নেপালী — কামতা
fuel — (wood)
দাউরা 7 দারুয়া
fugitive— ভগুবা 7 ভাগুয়া
frivolous— তুচ্ছ>হুলুং>হুলুং (ছিদ্র, ছেন্দা)
friction; (rubbing), দলাই 7 দলাই; কমলা দলাই
ঝগরা 7 ঝগরা (quarrel)
Fright এক্কাসিকোডর>এক্কাশি — এক্কাশি মানষিটা জেদ করির নাইগচে।
Frock জামা>জামা, ঘাগরি 7 ঘাগরা

Fuge গালনু> গলাউনু 7 গলালু; গলানুং — দাওয়া গলানুং।
Gorgious— ঝকমক>ঝকমক, ঝমককি।
Grass ঘাস> ঝার>ঝার=কোকরাঝার
Gaze চর্নু>চরাউনু 7 চরানুঁ — জঙ্গলত গরু চরানুঁ।
Sedan— পালকি; ডোলি>ডেলি (K.L.)
Sediment— থেক্রো>থ্যাকরা — গছ পড়ি পিঠিখান থ্যাকরে গেইচে।
মেরো>মোর — মোক ভোগ ধইরচে।
সং-ময়ি>মুই, মৈথিলী, নেপালী— মুঁ
Wound— ঘাউ 7 ঘাউ/ঘাউয়া
Conquer— জীতনু 7 জিতনু
Dispute— ঝগরা 7 ঝগরা
Easy (সহজ) হুলুং 7 হুলুং — হুলুং দিয়া জল পড়ে।
Ebb উত্রাই 7 উত্রি-যাওয়া
Earnings (কামাই) 7 কাম্মাই > কামাই
কহংনু>কনু, কথা কনু > কনু — মুঁই কথা কনু।
নজিক Near 7 নজিক=উয়ার নজিক না যাইমু।

খাসি শব্দ

কিংখাপ 7 কিংখাপ — এক নাকান কাপড়
খামস >খামক 7 খামটি : দাওয়াটা খামটি ধইরচে
ভিনা>ডিঙ্গা : নৌকা
ডন 7 ডং 7 ডোং — জল যাবার ঘাটা।
হৈন, হেন 7 হনা, হেনা i) ইয়া কওয়া হয়। ii) এমুন কওয়া হয়।
মুঁই হেনা যাঙ। এমুন কচিস হেনা?

জানজল > জঞ্জাল (জাবুরা) (অসুবিধা)।

i) ঘরের জঞ্জাল গুলা সারাও।

ভুর 7 ভুরা — কলার ভুরা, নদী পার হওয়ার বাদে নাগে।

বোন্দা > male cat 7 ভোন্দা। ভোন্দা বিলাই।

মৈনা bent, crooked > মেনা ; মেনা গাই;

উদাঃ— হাইচাও রে মেনা গাই

তোর কপালে দুধ ভাত নাই। (গোন্নাথের গান)।

হাওফাও unusual move of lungs > হাওফাও করে কলিজাটা।

বিদেশী শব্দ

বিদেশী শব্দ এই ভাষাত জাগাকরি নিচে আরো নিবার ধইরচে। আর পার্সি, ইংরেজী, ফরাসী, ওলন্দাজ ইত্যাদি ভাষার মেলা শব্দ এই ভাষাত ঢু গেইচে, আরো ঢুকির ধইরচে ঃ—

ফম, গিলাপ, আংচা, ছোলা, হরতন, রুইতন, ইস্কাবন, হাকিম, কা আমির, হুকুম, নমাজ, চেয়ার, টেবিল, ন্যালটেং, স্যাম্প, কাপ, ইস্কুল, দা আলমারি, বেকারি এই নাকান মেলা মেলা শব্দ এই ভাষাত ঢুকির ধইর এই শব্দলাক নিয়া কামতাপুরী ভাষাটা উন্নত করা যাবার পায়।

নিজস্ব শব্দ

কামতাপুরী ভাষার পরধান বৈশিষ্ট্য হইল ইয়ার শব্দ সম্ভার খুব বেশ বস্তু আরো ব্যক্তি সত্তার গতি প্রকৃতি ও ব্যবহারক লক্ষ্য করি এই ভাষার শ সম্ভার তৈরি হয়া থাকে। যার ফলত সৃষ্টিশীল বাচক গোষ্ঠীর সাথত আম নিয়তই দেখা দেখি হবার পাই।

যেমন— উড্ডাগাটি ছাওয়া

চেংরালা গিটগিটিয়ার ধইরচে

ডাং ডাংয়া ফাটা

কেল কেলেবার ধইরচে।

নেমসি পরা ছাওয়া।

উপরত বাক্য গুলাত

উড্ডাগাটি, গিটগিটা ডাং ডাংয়া

কেল কেলা নেমসি শব্দ ও ধাতুলা

কর্তার রকম আর ব্যবহার অনুসারত কওয়া হইচে। এই নাকান নয়া নয়া শব্দ সৃষ্টি হয়া থাকে। এই বাদে ভাষাটাক জীবন্ত ভাষা কওয়া হয়া থাকে।

১) মাছ ধরার যন্ত্র বাচক শব্দ ঃ— বুরুং, জংলা, ঠুঁসি, ধোরকা, জাকই, খলাই, চাক, ঝোকা, যান, ছ্যাচেলা, দেওয়া, খাদিনী, পাতা, হাড়িয়া জাকই, ঘুনি জাকই, কোচা, থোর কোচা, সিকটি জাল, টংসি জাল, টানাজাল, কেতাজাল, ঠেলা জাল, ফেরকি জাল।

২) কৃষি কাজের যন্ত্র ঃ— নাঙ্গল, জোংয়াল, মই, ফাল, বেদা, হাচকিনী, জুটকি, চুটকি, বাসা, খিলা, ডান্টি, ন্যাংরা, মুটি, প্যাস্টা, প্যান্টি, নব্দা, ডাকালি, ঠেঙা, ভোচলা ঠ্যাঙা, গাঠিয়া নব্দা, ইষ, পাসি, ডাকুয়া, কুষ্ঠি।

৩) ইটা, থুকুরা, জাবুরা, ভুসি, ঘুসুরা, জাকন।

৪) সোল, বোয়ালী, খইলসা, পুটি, সিঙ্গি, মাগুর, ডাইরকা, চেংটি, পুইঞা, গতা, করতেয়া, ইচলা, ধুতুরা, টেংনা, কুরস্যা, কুচিয়া, গড়াই, শাল, কাকড়া, টেপা, ইলসা, বালি, ঘোড়েয়া, রুই, কাতলা, চিতল, ভাংনা, গুজি, শাল ডাইরকা, পওনা, শাটি, গরাই, কই, ফেসা, শাল ধুতুরা। (মাছের নাম)

৫) ছাম, গাইন, উরুন, শামা, খোটাই, ঘাটা, নোটাই, ছামের গাল।

৬) চাইলন, কুলা, দোন, ডোল, চংয়াই, খই চাইলা চংয়াই, ধান ঝারা, চংয়াই, ঢোকসা, ব্যার, মাচা, গোলা।

৭) পিড়া, ডোকলা পিড়া, চ্যাপটা পিড়া, বড় পিড়া, চাকিপিড়া, ন্যাপটা পিড়া, উচাপিড়া

৮) হাতা, খন্তি, ঘুটুনি, ঝরকা, সরকা, তচলা, ডোকা, গামলা, নোটা, গিলাস, খোড়া, গারো খোড়া, খাসি, ডেসকি, হাড়ি, পসুন, সরেয়া, দিয়ারি, থিগারি, গছা, ন্যাম্পো, ন্যালটেং, পইলতা, সন্তা, ঠগা।

৯) কাঠিমালা. চন্দ্রহার, চাকিলী, ন্যৎ, ফেলাখাড়ু, তোলাখাড়ু, বাজু. মাখিরি, অন্তি, নোল, মুটা, আংটি, শ্রীআংটি, সুকিমালা, পুতিমালা, কানপাশা, চিকিগজমতি হার, চুড়ি, নুপর, তোলাখাড়ু।

১০) শাড়ি, পাটানি, বুকি, ওড়না. নেংটি, বিশনেংটি, জল গামচা, ফোড়া, এন্ডিফোতা, মুগাফোতা, উড়ির কাপড়, পরির কাপড়, চুসা, কম্বল, দাগিলা, কেতা, মুসুরি, বালুস, ঝোলঙা, ধুতি, শ্যামিচ, জামা, আংচা, গঞ্জি, পাগড়ী।

১১) নেডি খেলা, গুড় খেলা, চেমু, ভেটা, চিলা খেলা, ঘড়বুড়ি, বল, বৌপা-লাটি, গোল্লাছুট, নারিকেল দেওয়া খেলা, নাটিখেলা, ছোরা খেলা, বার পাইতা খেলা, ষোল পাইতা খেলা, কার খেলা, চটকু খেলা, মারবল খেলা, তাস খেলা, ফড় খেলা, নুকানুকি খেলা, ডুলকাভুলুক খেলা, দাড়িয়া বান্দা খেলা, ভেটা খেলা, চিলা খেলা, গুড্ডি উড়া খেলা, ভাতরান্দা, খেলা, পাশা খেলা, চুলাচুলি খেলা, চৈল ভৈল খেলা, ঝাপালি খেলা, জল খেলা, রং খেলা, গুটি খেলা।

১৩) কলাগাছের অংশগুলার নাম ঃ—

মুড়া, গছ, ঢোঙল, সোতর, ঢাকুনা, পাত, নেইচ পাত, ডান্ডি, মুঠি, মোকচ, খোল, সীপা, চোমসা, কলা, সিষ্টা, চোচা, ঝুকি, পিড়ি, ডিংরা, বোটা, ঝেল্লা

১৪) বিষ ঃ— পেটের বিষ ও দেহার বিষ

চিনচিনি বিষ, রমরমি বিষ, মটমটি বিষ, হাকাৎ হাকাৎ বিষ। পেট খোকড়া বিষ, ঝিম ঝিমানি বিষ। নাবি উবরা বিষ, ডোকরানি বিষ, টনটনি বিষ, টসর্টাস বিষ, সুলানি বিষ, টাটানি, গুতানি বিষ, মচরানি বিষ, ভাঙার বিষ, ডাঙ্গার বিষ, টকটকি।

১৫) জবর ঃ— শীত জবর, নাবিত জবর, কাপা জবর, গিটগিটি আইসা জবর, গাতা জবর, ভাত খাওরা জবর, কামাইর ভয়তু জবর, কাকো দেখি জবর, গুদগুদি মারা জবর, ঘুষণা জবর, কালা জবর, ম্যালেরিয়া জবর।

১৬) মন খুলবুলায়, কান্দে, কাউলায়, উসপিস করে, আউলায়, খোকরায় বেজার হয়, টেঙা করা, হোলক সোলক করা, ইগিল ডিগিল করা, উরাং বাইরাং করা; চিলাং ঝাটাং করে, কোচর মোচর হওয়া, টিকু টিকায়, টক টকায়।

দেহা ঃ—

ওরোস মোরস করে, মোচরায়, তকতকায়, গিটগিটায়, কাপে, ঢোলে, ন্যাঙেস প্যাঙেস করে, সুকটা নাগা হওয়া, ছলবলা হওয়া, নাদুস নুদুস হওয়া, উসপুসা, নুসপুসা, হোসপোসা, গলগলা হওয়া, চামটি নাগি যাওয়া।

চকু ঃ— চকুর পাতা, ভয়া, ছাওয়া, জল, নেবরাই পুজ, চকুর কোটা, কানি, ভুরু কালাডোর পরা।

কান ঃ— কান, উপরা কান তনানি কান, কানের নতা, কানের তালা, হাড়িয়া, পুজ, মইলা, কানের রস, কান ফোড়া

নাক ঃ নাক, নাকের ছেন্দা, নাকের বসটি, নাকের গোড়া আগাল, নাকের চুলি, নাক ফোড়া, নাকের তুলতুলা জাগা, বইসা নাক, ডন ডনা নাক

মুখ ঃ— উপরা ঠোঁট পিলাই দাঁত, সাইমনের দাঁত, ভেরা দাঁত, চিরল দাঁত, এন্দুর দাঁত, কোদাল দাঁত, তালু, দাতের গোড়া, জিবা. আলাজিবা. সোলা মুখ, বিজি মুখ, তুর তুরা মুখ, হা মেলা মুখ, বাটা মুখ, গোল মুখ, চাপা মুখ, থ্যাবরা মুখ, হোতলাই, গাল, গালাসি।

গালা ঃ— দীঘলা গালা, হাস গালা, খাটো গালা, সরু গালা, মোটা গালা।

পিটি ঃ— চেপটা পিটি, শুন পিটি, নামাপিটি. উপুরা পিটি, শক্ত পিটি, নরম পিটি, ছলছলা পিটি, ওদোর খোদর পিটি, ডাং সিদলা পিটি।

প্যাট ঃ— গণেশ প্যাট, ট্যাবপরা প্যাট, দীঘলা প্যাট, হোন্দোলা প্যাট, উচা প্যাট, খোকড়া নাগা প্যাট, নান্দুরা প্যাট, খলাই প্যাট

বুক ঃ— ওসার বুক, নরম বুক, ডাট বুক, ফুলা বুক, ভাঙা বুক, ভরা বুক, উদলা বুক

এমুন হাজার হাজার নিজস্ব শব্দে মাওয়ের ভাষার ভান্ডার পুর্ণ।

পদ ঃ

পদ পাচ নাকান

বিশেষ্য, বিশেষণ সর্বনাম ক্রিয়া অব্যয়

এইলার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ঃ—

বিশেষ্য পদ ঃ—

বাড়ি ঘর গছ নদী রায় প্রভৃতি হইলে বিশেষ্য এইলাক প্রাতি পদিকও কওয়া হয়। সেলা ইমার সাথত প্রথমাদি বিভক্তির যোগ করা হয় সেলা এইলা পদ হয়।

বিশেষণ পদ ঃ—

বিশেষ্য সর্বনাম ক্রিয়া ও বিশেষণের গুণ দোষ অবস্থা পরকাশ কইরলে বিশেষণ পদ হয়। বিশেষণ সাধারণত বিশেষ্যের বিশেষণের সর্বনাম ও ক্রিয়ার আগতে বইসে ॥

যেমুন— ভাল ছাওয়া,
টকটকা লাল ফুল
ভমরালা বোকা
আস্তে আস্তে কথা কও।

বিশেষণ ঃ— সংখ্যা বাচক
পুরণ বাচক
গুণ বাচক
পরিমান বাচক
ক্রিয়া বিশেষণ
ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ

১) সংখ্যা বাচক— এক দুই ইত্যাদি

পুরণ বাচক বিশেষণ ঃ— (ম, ঈয়, ঠ, অ) প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে হ থাকে।

যেমুন— পঞ্চ + ম = পঞ্চম
তৃতীয়া + ঈয় = তৃতীয়
ষট + ঠ = ষষ্ঠ
এক + দশ + ত = একাদশ।

গুণ বাচক = গুণ দোষ পরকাশ করে ঃ—

সুশীল ছাওয়া, কালা গাই।

ইয়াৎ ছাওয়া, গাইর গুণ দোষ পরকাশ কইরচে।

পরিমান বাচক ঃ— অত, এত, এতলা, কোনলা, ভাইল্যা, গাস্যেক

ঐ বিশেষণ শব্দলার সাথত টা, লা, গুলা, জন প্রত্যয় গুলার যোগত বিশেষণ পদ গঠিত হয়া থাকে।

অত + টা = অতটা ভইস !
অত + লা = অতলা ধান !
এত + লা = এতলা ছাওয়া !
কত + লা = কতলা জাবুরা
কত + জন = কতজন খেলটু

ক্রিয়া বিশেষণ ঃ—

ইয়াক দিয়া ক্রিয়া সম্পাদনার রকম নাতেন অবস্থা বাতলে দেওয়া হয়।

যেমন ঃ— ভারে চলে; সুস্থিরত বসি; নক্তে দেয়।

ভারে, সুস্থিরত, নক্তে পর্যায় ক্রমত বিশেষণ গুলা ক্রিয়া সম্পাদনার পদ্ধতি নির্ণয় করে।

ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ ঃ— (Adverb)

যেলা ক্রিয়া বিশেষণের, আরো বিশেষণে গুণ দোষ অবস্থা বাতায় সেলা ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ হয়।

উঃ উয়ায় খুব ভারে চলে।
মধুমাছিলা মধুর গুণ গুণ স্বরত গান কল্লির ধইরচে।
কইনাটা কি সুন্দর নাচ করিল !
অমুন ভৈ ভৈয়া জোনাক উঠিচে !

উপরত— খুব, মধুর, কি, অমুন, পদগুলা ক্রিয়া বিশেষণের বিশেষণ।

একক শব্দক দিয়া আরো শব্দদ্বিত্বের সাহায্যতও বিশেষণ পদ হবার পায়। শব্দ গুচ্ছের সাহায্যতও হবার পায়।

একক শব্দ দিয়া বিশেষণ ঃ—

ভাল কাথা

সুন্দর কইনা

শব্দ দ্বিত্বের সাহাষ্যত ঃ— গোল গোলা রস

টক টকা পাকা

গুজ গুজা আগাল

থুক থুকা কাটা

পুচ পুচা বেলা

শব্দ গুচ্ছের সাহায্যতও বিশেষণ পদ হয় ঃ

বাপ জোঙাতি ভিটা

ঘ্যান ঘুসুরি মানসি

মাই মুসুরি ছাওয়া

ওদর খাউপ সা বেটা ছাওয়া।

সংস্কৃতত সর্বনাম শব্দ মোট ৩৫টি

ঐলা ৫ ভাগত বিভক্ত

১) সর্বাদি ২) অন্যাদি

৩) পূর্বাদি ৪) যদাদি

৫) ইদমাদি

১) সর্বাদি— সর্ব, বিশ্ব, উভ, উভয়, এক, একতর, ত্বত্, ত্ব, সম, সিম্. নেম, দ্বি

২) অন্যাদি— অন, অনতর, ইতর, ততর, ততম, একতর কতর, কতম

৩) পূর্বাদি— পূর্ব, পর, অপর, অবর, (Western, Posterior) অধর (Posterior, Low), দক্ষিণ (south), উত্তর, স্ব (self) অন্তর।

৪) যদাদি— যদ্, তদ্, ত্যদ্ এতদ্ কিম্

৫) ইদমাদি— ইদম্, অদস্, যুস্মদ্, ও ভবৎ, অস্মদ্

এইলা সর্বনাম শব্দের মধ্যত নীচের সর্বনাম গুলার ব্যবহার এই ভাষাত দেখির পাওয়া যায় ঃ—

সংস্কৃত ঃ— কামতা পুরি ভাষাত

সর্ব 7 সউগ

বিশ্ব (all 7 বিশাল)

অস্মদ্ ঃ— অহম্ 7 হম্ 7 হমরা > হামরা 7 হামার (৬ষ্ঠী বিভক্তি)।

সং— ময়ি > মুঁ (মৈথিলী)

মুঁ > মঞ > মুই

যুস্মদ ঃ— সং-ত্বয়ি > তুঁ (মৈথিলী) > তুঞ > তুই (কাঃ পুঃ)

সং-ত্বম > ত্বম + রা > ত্বমরা, ত্বমার (৬ষ্ঠী) > ত্বমরালার (বহু বচন)

,, পূর্ব > পুব ; পুব দিক্

,, পর > পর ; পরাক দিয়া পর পর্শে

আষাঢ় শনি দেওয়া বর্ষে

,, অপর > অপর ; অপরক দিয়া ভর্সা পাওয়া যায় না।

,, অধর, (পরার বা নিচ) > অধরা > আধরা (বিশেষণ) ; আটুয়া ভাত

উঃ— পরার আধরা খায়া দিন কাটেবার নার্গাচস্ ?

,, দক্ষিণ > দাক্ষিণ ; কেশ আউলাইল মোর দাক্ষিণা বাতাসে।

,, স্ব > স্ব-ভাব

,, অন্তর > তিন দিনা অন্তরত

,, যদ্ > যত ; যত + লা, যতলা ; উঃ যতলা কাথা কলু মনতই থাইকবে না।

সং-কামতাপুরি ভাষাত

তদ তত ; তত + লা ; ততলা (বহু বচন)

যতলায় চাবু ততলায় পাবু

সং-এতদ > এত উঃ— ভগবান ভোগ ক্যানে মোক দিচেন ?

এত + লা 7 এতলা ; এতলা ভাত কেমুন করি খাং।

কিম্ > কি ; তুই কি করিস এলা ?

ইদম্ 7 এই ; ওই ভাবত কথা কইস ক্যানে ?

এইলা গান গওয়া না যায় ।

অদস্ 7 ঐ দিন যাবা 7 ঐলা শাক ভাল ।

মৈথিলী :— ওবে > উয়ে > উয় 7 উয়ায় ; তুচ্ছার্থে

উঃ— উয়ায় যায়

মৈথিলী :— ওমে > ওমে ৲ উমে 7 উম 7 উমায়

তুচ্ছার্থে— উমায় যায়

মান্যার্থে :— উমরা যায় ।

অব্যয় পদ

পদ দুই পরকার

নাম পদ— ক্রিয়া পদ

খেলা নাম পদ লিঙ্গ, বচন, কারক বিভক্তি ভেদে রূপ বদল করে না ঐলা অব্যয় পদ ।

যেমন :— নাইলে, বলি, বুলি, বাদে, তানে ইত্যাদি ।

এই ভাষার প্রচলিত অব্যয় গুলা :—

অতি বেথা, খুব অবশ্য বেশি, আজি, কম, হাঁ, আর যতক্ষণ, নানান, পুনঃ, কোনদিন, এলা, কালি, না, যত, তত, অত্যন্ত, খানেক, খালি, অতিশয়, সউগ, যো, থান, হেনে, ততখনে, হটাসে, পুনরায়, সাক্ষাৎ, এত নোঙার, নাই, হইতে, কলকল, টকটক্, নাকান, জন্যেকার, বিনে, ধুধু, শনশন, কুচকুচ্, সইতে, জন্যে ছাড়া, দিয়া, খাঁখাঁ, হন্ হন্, পরায়, সাথত, নিমিত্তৎ, থাকি, ঝলঝল কচ্‌কচ্ মতন সঙ্গত, দরুণ, এবঙ, তবু, যাদু, না হয়, যাই, অদি, সেই মতন, ও নাতেন, যেনে, সেই বাদে, তাই অদিনা, সেই নাকান আর, অথবা, না, কি, অতএব যেই, কুঠাৎ,

কিন্তুক, যদু, হয় হয়তোবা, ওকি যেইল, অমাইনস্যেৎ, ওলা, ভাইল্যা, গাস্যেক, কুল্লে, কোনটে, কুৎতি্য, হাতে, অতি্য, উতি্য, ওটে, আটি, হুতি্য, হেতি্য, এইসম, সেইসম,ঐসম, উদিস, আদুরা, নান্দুরা, হিটা, হেটা, সেটা, সেইটা, ঐটা, গোটা, গোটো, গুটি, সোটি, সেইলা, যেইলা, অমুক, তমুক ।

ক্রিয়া ও ক্রিয়ার রূপতন্ত্র বা ঢকতন্ত্র

কামতাপুরী ভাষাত ধাতুবর্গ

১) সংস্কৃত ধাতু :—

যা, কর, খা, দেখ, শুন, হান, পড়, বস, ভাঙ্, দর্প, তর্প, দে, ই, ভজ, গম, পত, ইত্যাদি ।

২) কামতাপুরী ধাতু :— উদাহরণ

ঠ্যাল, খোরা, ডুবা, চুবগা, থেবগা, হ্যাচকা, খেটকা, নেটকা, ঘোটকা, মটকা, উটকা, ধবগা, ভুকা, চুল্কা, পোচকা, ভুলকা, ধ্যান্দা, গেন্দা, গোন্দা, সোন্দা, ফরকা, ধমকা, চমকা, উজা, ভাইটা, বেড়া, ঘুরা, থাকা, ফিরা, ঠাওরা, নেদা, কোসা, নাগা, গুলা, ভুলা, হুলা, জোখা, ভজা, গোজা, ফোরা, গুড়া, ঢিসা, বিজলা, নুকা, মচকা, হোসকা, কোকসা, ভেসেরা বেসেরা, কোসা, হুসা, ঘুসা, নিন্দা, ছাবা, খেওয়া, ফেলা, আচরা ।

ঠ্যাল— ঠ্যালেক

খোড়া— খোরেক ; পাগার খোরেক/খোরে

ডুবা—উয়াক জলত ডুবাও

চুবগা— ছাওয়াটাক জলত চুবগাও

থেবগা— রোয়া থ্যাবগে থুইলে একদিন না একদিন ফল পাওয়া যাবে

হ্যাচকা— মানসিটা হ্যাচকায় কেনে ।

খেটকা— তুই কেনে দাত খেটকের ধরাচস

নেটকা— বারে বারে নেটকে বসিস কেনে ?
মটকা— ঘার মটকের ধইরচে।
উটকা— ভালখন থাকি উয়াক উটাকি বেড়ের ধইরচং
ধবগা— ধবগাইলে সউগ সময় কামাই আদায় করি নেওয়া না যায়।
ভুকা— মাথাত ভুকাইলে কথা খারাপ হইবে।
চুল্কা— ছাওয়াটা খালি গাও চুলকায়
পোচকা— ভয়তে মানসিটা পোচকা নাগি গেইচে
ভুল্কা— নদীত মাছ ভুল্কিবার ধইরচে।
ধ্যান্দা — ধ্যানন্দেয়া দেখেক দেখির পারু।
পেন্দা — কাপড় খান পেন্দেক।
গোন্দা— পচা কুমড়াটা গোন্দেবার ধইরচে।
সোন্দা — ঘরত সোন্দাইস ক্যানে, বিরাও।
ফরকা — চকু ফরকেবার ধইরচে।
ধমকা — অমুন করি ধমকাইস ক্যানে।
চমকা— দেওয়া চমকেবার ধইরচে।
উজা— বইন্যার জলত মাছ উজায়।
ভাইটা— বেকায়দায় পড়ি এলা ভাইটিবার ধরছিস।
বেড়া— বেলাভাটি বেড়েয়া আসিলু।
ঘুরি— ঘুরি বেড়েবার ধইরচে মানসিটা।
থাকা— ঘাটাত থাকি আচিস ক্যানে ?
ফিরা — ঘুরি ফিরি বারো বাড়িত বসি তেরো।
ঠাওরা— উয়ার কাছত ঠাওরা বড় দায়
নেদা— বলটা নেদাও
কোসা— দড়িখান কোসাও তো
নাগা— শুকুটা নাগচিস ক্যানে ?
গুলা— বাঘটাক গুলাও (গুলিকর) তো

হুলা— ডাকাইত টাক হুলাও।

ক্রিয়া রূপ :—

বচন, পুরুষ এবং কাল ভেদে ক্রিয়া বিভক্তির রূপ।

কামতাপুরী ভাষাত মোট নয় পরকার ক্রিয়ার কাল :—

১) সাধারণ বর্তমান
২) ঘটমান বর্তমান
৩) পুরাঘটিত বর্তমান
৪) আদেশ বা অনুজ্ঞা
৫) সাধারণ অতীত
৬) ঘটমান অতীত
৭) নিত্যবৃত্ত অতীত
৮) সাধারণ ভবিষ্যৎ
৯) ঘটমান ভবিষ্যৎ

পরাঘটিত ভবিষ্যৎ কালের প্রয়োগ দেখা যায় না।

বর্তমান (সাধারণ বর্তমান)

প্রথম পুরুষ— এক বচন— য়, এ
বহু বচন— য়, ও, এন
মধ্যম পুরুষ— এক বচন— ইসু
বহু বচন— এনু
উত্তম পুরুষ— এক বচন— অঙু/অং
বহু বচন— ই

ঘটমান বর্তমান কাল (Present Continuous)

মূল ক্রিয়ার সাথত সাহায্যকারী ক্রিয়া যোগত ঘটিত হয় এই কাল।

প্রথম পুরুষ এক বচন ঃ— নাইগচে/ধইরচে
বহু বচন— নাইগচে/ধইরচে
মধ্যম পুরুষ এক বচন— নাইগচিস্/ধইরচিস্
বহু বচন— নাইগচেন/ধইরচেন
উত্তম পুরুষ— একবচন— নাইগচং/ধইরচন
বহুবচন— নাগচি/ধইরচি।

পুরাঘটিত বর্তমান (Present perfect tense)

প্রথম পুরুষ— এক বচন— চে/ইলেক্
বহু বচন— ইলেক/ইলচে
গৌরবে— ইলেন
মধ্যম পুরুষ— এক বচন— লু/চিস্
বহু বচন— ইলেন/চেন
উত্তম পুরুষ এক বচন—লুং
বহু বচন— লং

আদেশ/অনুজ্ঞা (Imperative mood)

প্রথম পুরুষ (এক বচন)— উক
বহু বচন— উক্
মধ্যম পুরুষ এক বচন— অ, এক্
বহু বচন— ও
গৌরবে— অন্, এন্

অতীতকাল (Past Indefinite)

প্রথম পুরুষ এক বচন—ইচে
বহু বচন—ইচে
গৌরবে—ইচেন
মধ্যম পুরুষ এক বচন—ইচিস্, চিস্
বহু বচন—চেন, ইচেন
গৌরবে—ইচেন
উত্তম পুরুষ এক বচন--চং / ইচং
বহু বচন— চি / ইচি।

ঘটমান অতীত (Past Continous)

প্রথম পুরুষ এক বচন—চিল / চিলেক
বহু বচন—চিল / চিলেক
গৌরবে—চিলেন
মধ্যম পুরুষ এক বচন – চিলু
বহু বচন—চিলেন।

উত্তম পুরুষ এক বচন—চিলু
বহু বচন—চিলং

নিত্যবৃত্ত অতীত (Past habitual Tense)

সাধারণ অতীত কালের নাকান ইয়ার প্রয়োগ। **কিন্তুক ক্রিয়া বিশেষণের** সাথত যোগ হয়া ইয়ার পরকাশ হয়। উদাঃ—সদায় / প্রত্যিদিন।

প্রথম পুরুষ একৰচন সদায়—ইচে
বহুবচন—সদায় / পত্যিদিনে ইচে
মধ্যম পুরুষ একবচন—সদায় / পত্যিদিনে চিস্

বহুবচন— সদায় / পতিত্যদিনে ইচেন

উত্তম পুরুষ একবচন – সদায় ইচং / চং

বহুবচন—সদায় ইচি / চি

সাধারণ ভবিষ্যৎ (Future Indefinite Tense)

প্রথম পুরুষ একবচন—বে, ইবে

বহুবচন—বে, ইবে. ইবেন

মধ্যম পুরুষ একবচন – বু, ইবু

বহুবচন– বেন, ইবেন

উত্তম পুরুষ একবচন—ইমু

বহুবচন—ম, ইম

ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Continuous)

প্রথম পুরুষ একবচন—ইবে, ইকবে

বহুবচন—বে, ইবে

গৌরবে—ইবেন

মধ্যম পুরুষ একবচন—ইবু

বহুবচন—ইবেন

গৌরবে—ইবেন

উত্তম পুরুষ একবচন—ই/রইম / থাকিমু

বহুবচন—থাকম / থাকিম / ইম

ঘটমান ভবিষ্যৎ কালটাও প্রয়োজনাতিরিক্ত বলিয়া বিবেচনা করা যাওয়ার পায়, সাধারণ ভবিষ্যৎ কালক দিয়াই ইয়ার ভাব পরকাশ হওয়ার পায়।

ধাতু রূপ ঃ—

কর ধাতু ঃ—

বর্ত্তমান কাল (সাধারণ বর্ত্তমান) Present Indefinite

প্রথম পুরুষ একবচন— উয়ায় করে

বহুবচন—উমরা করে

গৌরবে – উমরা করেন

মধ্যম পুরুষ একবচন—তুই করিসু

বহুবচন—তোমরা করেন

গৌরবে—তোমরা করেন

উত্তম পুরুষ একবচন—মুই করং

বহুবচন—আমরা করি

ঘটমান বর্ত্তমান (Present Continuous)

প্রথম পুরুষ একবচন—উয়ায় / উমায় করির নাইগচে / ধইরচে

বহুবচন—উমরা করির নাইচেন / ধইরচে

গৌরবে—উমরা করির নইগচেন / ধইরচেন

মধ্যম পুরুষ একবচন—তুইঁ করির নাগাচসু / ধইরাচসু

বহুবচন— তোমরা করির নাইগচেন / ধইরচেন

গৌরবে— ,, ,, ,, ,,

উত্তম পুরুষ একবচন —মুইঁ করির নাইগচং / ধইরচং

বহুবচন— আমরা করির নাইগাচ / ধইরাচং

পুরাঘটিত বর্ত্তমান (Present perfect Tense)

প্রথম পুরুষ এক বচন— উয়ায় / উমায় করির নাইগলেক / ধইরলেক

বহুবচন—উমরা করির নাইগলেক / ধইরলেক

গৌরবে—উমরা করির নাইগলেন / ধইরলেন

মধ্যম পুরুষ একবচন— তুইং করির নাগলু / ধইরলু
বহুবচন— তোমরা করির নাইগলেন / ধইরলেন
গৌরবে— ঐ ঐ ঐ ”
উত্তম পুরুষ একবচন— মুই করির নাগলুং / ধইরলুং
বহুবচন— আমরা করির নাইগলং / ধইরলং

অনুজ্ঞা (Imperative mood)

প্রথম পুরুষ একবচন— উয়ায় / উমায় করুক
বহুবচন— উমরা করুক
গৌরবে— উমরা করুক
মধ্যম পুরুষ একবচন— তুইং করেক / কর
বহুবচন— তোমরা করেন / কর
গৌরবে— তোমরা করেন

অতীত কাল (সাধারণ অতীত) Past Indefinite)

প্রথম পুরুষ একবচন— উয়ায় / উমায় কইরচে
বহুবচন— উমরা কইরচেন / কইরচে
গৌরবে— উমরা কইরচেন
মধ্যম পুরুষ একবচন— তুই করচিস
বহুবচন— তোমরা কইরচেন
গৌরবে— তোমরা কইরচেন
উত্তম পুরুষ একবচন— মুইং কইরচুং / কইরচং
বহুবচন— আমরা করচি

ঘটমান অতীত (Past Continuous Tense)

প্রথম পুরুষ ১ বচন — উয়ায়/উমায় করির ধইরচিলেক/নাইগচিলেক/নাইগচিল।
বহু বচন — উমরা করির ধইরচিলেক / ধইচিলেন / নাইগচিলেন।
গৌরবে — ঐ
মধ্যম পুরুষ এক বচন — তুই করির নাগচিলু / ধইরচিলু।
বহু বচন — তোমরা করির নাগচিলেন
উত্তম পুরুষ এক বচন— মুই করির নাগচিলুং।
বহু বচন— আমরা করির নাগচিলং

নিত্যবৃত্ত অতীত (Habitual Past)

প্রথম পুরুষ একবচন—উয়ায় / উমায় সদায় / পতিদিন কইরচে
বহুবচন — উমরা সদায় / পত্যিদিন কইরচে।
গৌরবে — উমরা সদায় / পত্যিদিন কইরচেন।

ভবিষ্যৎ কাল (Future Tense)
সাধারণ ভবিষ্যৎ (Future Indefinite)

প্রথম পুরুষ একবচন — উয়ায় / উমায় কইরবে।
বহুবচন — উমরা কইরবে।
গৌরবে — উমরা কইরবেন।
মধ্যম পুরুষ একবচন — তুই করিবু / কইরবু।
বহুবচন — তোমরা কইরবেন।
গৌরবে — ঐ
উত্তম পুরুষ একবচন — মুই করিমু।
” বহুবচন — আমরা কইরম / করম।

ঘটমান ভবিষ্যৎ (Future Continuous)

প্রথম পুরুষ একবচন— উমায় / উয়ায় করির ধইরবে।
" বহুবচন — উমরা করির ধইরবে।
গোরবে — উমরা করির ধইরবেন।
মধ্যম পুরুষ একবচন — তুই করিবু / করির ধরিবু।
বহুবচন — তোমরা কইরবেন / করির ধইরবেন।
উত্তম পুরুষ একবচন — মুঁই করির ধরিম।
" বহুবচন — আমরা করির ধরম / ধরিম।

ধাতুক বা ক্রিয়াক পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয় ঃ—

i) নিজন্ত ধাতু
ii) নাম ধাতু
iii) ধ্বন্যাত্মক ধাতু
iv) সংযোগমূলক ধাতু
v) যৌগিক বা মিশ্র ধাতু

নিজন্ত ক্রিয়া / ধাতু (Conative Verbs)

আন আনুষক দিয়া কোন কাজ করেয়া নেওয়ার বাদে যেই ক্রিয়া ব্যবহার করা হয় তাক নিজন্ত ক্রিয়া কয়।

√দেখা + ও = দেখাও — ছাওয়াটাক চান দেখাও।
√শোন + ও = শোনাও — উমাক গান শোনাও।
√হাটা + ও = হাটাও — বাচ্চাটাক হাটাও।
√খোয়া + ও = খোয়াও — ছাওয়াটাক দুধ খোয়াও।
√ভাজা + ও = ভাজাও — বেতটাক ভাজাও তো।

√নাচা + ও = নাচাও — পুতুলা নাচাও।
√হাসা + ও = হাসাও — বাপইটাক হাসাও।
√ঢুকা + ও = ঢুকাও — আসামীটাক জেলত ঢুকাও।
√পেন্দা + ও = পেন্দাও — কইনাটাক কাপড় পেন্দাও তো।
√লেখা + ও = লেখাও — ছাত্রটাক লেখাও।
√ছ্যাকা + ও = ছ্যাকাও — উয়াক দিয়া দুধ ছ্যাকাও।

নাম ধাতু (Verbal Noun)

বিশেষ্য পদ যেলা ক্রিয়ার নাকান ব্যবহৃত হয় সেলা তাক নাম ধাতু কওয়া হয়। নাম ধাতুর ব্যবহার কামতাপুরী ভাষাত দেখির পাওয়া যায়।

যেমুন— কাশ—কাশায়, মরুচের ধক বড় কাশায়।
হাত—হাতায়, মোক হাতেয়া বোঝেক তো ?
ঘিন—ঘিনায়, নিঘিনাক ঘিনায় না
আসমানক ও ডরায় না।
ঝলক—ঝলকায়, দেওয়া ঝলকায়।
ফরকা—ফরকায়, চকু ফরকাইস কেনে ?
খুজলা—খুজলায়, বারে বারে খুজলায় কেনে ?
ঘোল—ঘোলা, গুড়াগুলা জলত ঘোলাও।
গোলা—গোলায়, রং জলত গোলাও।
ধমক—ধমকায়, অমুন করি ধমকেবার নাগচিস্ ক্যানে ?
ভুকি—ভুকাও, মোর পিঠিত ভুকাও ত।
লাঠি—লাঠায়, চোরটাক লাঠাও ত।
বেত—বেতাও, দুষ্ট ছাওয়াটাক বেতাও।
ঠেঙ্গা—ঠেঙ্গাও, সাপটাক ঠেঙ্গাও।

ধ্বন্যাত্মক ধাতু ঃ

ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধাতরূপত ব্যবহৃত হয়া থাকে।

হ্যাসপ্যাসা > হ্যাসপ্যাসায়, মানষিটা আসি হ্যাসপ্যাসের ধরিল।
ফোঁস 7 ফোঁস ফোঁসায়, সাপটা ফোস ফোসায়।
টনটন 7 টনটনায়, ঠ্যাঙটা বিষতে টন টনায়।
ভনভন 7 ভনভনায়, মাছিটা ভনভনেবার ধরিল।
চড়চড়া 7 চড়চড়ায়, গাওটা চড়চড়েবার ধরিল।
হুরহুড়া 7 হুরহুরায়, হুরকা হুরহুরি আসিলেক।
গুরগুড়া 7 গুরগুরায়, বাঘটা গুরগুরির ধরিল।
দেওয়াটা গুরগুরায়।
খুলখুলা 7 খুলখুলায়, জলত খুলখুলিবার ধরচিস ক্যানে ?
গুণ-গুণা 7 গুনগুনায়, অমুন করি গনগুনাইস ক্যানে ?
খুলখুলা > খুলখুলায়, খুলিৎ মাছটা খুলখুলির ধইরচে।
প্যান প্যানি > প্যানপ্যানায়, মশা কানের গোড়ত প্যানপ্যানায়।
ঘ্যাচ ঘ্যাচি > ঘ্যাচঘ্যাচায়, মাওটা কেমুন করি ঘ্যাচঘ্যাচেবার ধইরচে।
প্যাক প্যাকি > প্যাকপ্যাকায়, অমুন করি প্যাকপ্যাকাইস ক্যানে ?
হুক হুকা > হুকহুকায়, শুয়রের নাকান হুকহুকায়।
গজ গজা > গজগজায়, মানষিটা রাগত গজগজেবার ধইরচে।

সংযোগমূলক ধাতু

পসকার > পসকার পাওয়া, এমুন করি ভাজ করা খাইবে যেনে কাওো পসকারে না পায়।
উল্টাটি > উলটি দেখা, টাকাটা উলটি দ্যাখেক।
বারাম > বারাম দেয়, ঠাকুরক বারাম দেয়।

ভোগা দেওয়া > ভোগা দেয়, কাতিক মাসের সাংরান্তিত মানষিলা ঘিউয়ের ভোগা দেয়।
তুলতি > তুলতি ধরা, খালি নিজের ছাওয়াক তুলতি ধরিস, কারো ভিতি চাইস না।
শুনতি > শুনতি দেওয়া, এক কথাত শুনতি দিবার চায় না মানষিটা।
বিলাই > বিলাই পরা, বেয়া কথা শুনি উয়ার বিলাই পড়ি গেইল।
পিলাই খরা > পিলাই খরায়, বাজে কথা শুনি মোর পিলাই খরে গেইল।
সরমথা > সরম খাওয়া, সরম খাওয়া ভাল নোঙায়।
দুকুস পা > দুকস পাওয়া, তোর ব্যবহারত আমরা দুকুস পাচি।
বিষম খা > বিষম খাওয়া, অমুন করি আজি বিষম খাওয়ার নাগচুং ক্যানে ?
ধুন্দধর 7 ধুন্দধরা, লোকটা ধুন্দ ধইরচে।
গোন্দবিরা > গোন্দবিরায়, পচা মাছের গোন্দ বিরির নাইগচে।
ভুটকি বিরা > ভুটকি বিরায়, চারাগুলা এলা ভুটকি বিরির নাইগচে।
উটকি বেরা > উটকি বেরায়, গোটায় দিন তোমাক উটকি বেরেবার ধইরচে।

দেহার অংশগুলার নাম ঃ—

চুলি—খাড়া চুলি, থরথরা চুলি, কোকরা চুলি, থুবরি নাগা চুলি, মটুক চুলি, ভোমরা চুলি, লালপাতিয়া চুলি, দীঘলা চুলি, ঝাপুর ঝুপুর চুলি, ঢাঙা চুলি, বান্নির খাটি চুলি, রেশমি চুলি, ম্যাঘের নাকান চুলি।
মাথা—দীঘলা মাথা, চ্যাপটা মাথা, গোলেয়া মাথা, নাড়িয়া মাথা, চুলিয়া মাথা, গুটুমা মাথা।
চকু— ক] ভুরু—উপুরা ভুরু, নামা ভুরু।
খ] কোটা—উপুরা কোটা, নামা কোটা।

চকুর ভয়া, চকুর ছাওয়া, চকুর পাতা, কোনা, চকুর নেবরাই, চকুর জল, চকুর মসং, কালছাই চকু, হলদিয়া চকু, লাল চকু, খারা চকু, উপরা চকু, মিরমিরা চকু, গোরগোরা চকু।

কপাল—ডিয়া কপাল, লক্ষ্মী কপাল, টেরিয়া কপাল, খুটা কপাল, কুন্দা কপাল, চান্দা কপাল, ফাটা কপাল।

নাক—ডনডনা নাক, বোচেয়া নাক, থ্যাবরা নাক, চ্যাপ্টা নাক, বিনবিনা নাক, টেরিয়া নাক, মোটা নাক, দীঘল নাসা / নাক।

কান—কানের লতা, কান কাসি, উপ্রা কান, কান নাটা কান তালা, কানের পর্দা। কানের হাড়িয়া।

মুখ—থ্যাবরা মুখ, মেলা মুখ, ওসার মুখ, বাটা মুখ, গোলেয়া মুখ, গোজা মুখ তুরতুরা মুখ, দীঘলা মুখ, কালা মুখ, হাসি মুখ, গোমটা মুখ।

দাঁত—কোদাল দাঁত, চিরল দাঁত, এন্দুর দাঁত, চ্যাপ্টা দাঁত, লম্বা দাঁত, খাটো দাঁত, পেরির দাঁত, সামনের দাঁত, কানির দাঁত।

ঠোঁট—উপ্রা ঠোঁট, নামা ঠোঁট, মোটা ঠোঁট, পাতলা ঠোঁট, কাটা ঠোঁট।

গাল—গাল, গালসি, চেম্রা নাগা গাল, ভাউকসা গাল, টনটনা গাল।

হোতলাই—দীঘলা হোতলাই, খাটো হোতলাই, সরু হোতলাই।

গালা—দীঘলা গালা, খাটো গালা, হাস গালা।

ধর—বুক, বুকের ছাতি, বুকের টারুয়া, দুধ, প্যাট, নাসটি, নামা প্যাট, উপ্রা প্যাট, পাজরা, কমর, চরপ্যাটা, হাটু, ঠ্যাং, গোড়ালি, পাতা, নগুল, বড়া নগুল, কানি নগুল, মধ্যের নগুল, কিলকানি, পত্তির, হাতের তালা ঠ্যাংয়ের তালা, ঘাইন, চামড়া, গোটা চামড়া, ঢিল চামরা, টান চামরা, তেল তেলা চামড়া, নুসপুসা চামড়া, খোস খোসা চামড়া, আচলাই, তিল, চুলি।

প্যাটের বিষ:—চিন চিনি বিষ, ছম ছমি বিষ,, হাকাৎ করি ওঠা বিষ। কামড়া বিষ। বালাউ বালাউ করা বিষ। মোচড়া বিষ। বিন্দ হানা বিষ। চিন্নিৎ করি ওঠা বিষ, কোর কোড়া বিষ, উমলি উমলি ওঠা বিষ।

বুকের বিষ:—বুক ধাকাৎ ধাকাৎ করা, ছম ছমা, পোড়া যাওয়া, ধকর ধকর করা, ধপ ধপ, ফাং ফাংয়া হওয়া, ছ্যাং ছ্যাংয়া হওয়া, গরম হওয়া, ঢিপিস ঢিপিস করা, বিল বিলা, ধরফরায়

মন—খুলবুলা, নালায়, আউলায়, বান্দা, আচাং ছ্যাং করা, উরাং বাইরাং করা, ধরপড়ায়, আটকুরায়, উষখুসায়, উসপুসায়, খোসখোসা, গেলগেলা হওয়া, কান্দে, নাচে, ছলবলায়, ঘেংরায়, ডোকরায়, ভরা, ঠান্ডা হওয়া, জুরায়, ঝুরি থাকে, খোকরায়।

কৃষি যন্ত্র—নাঙল, ইস, ফাল, বেঙফাল, দাঁশ, পেন্টা, ঘাট, ছেন্দা, বাসা, পাশি, ডাকুরা, মই, বেদা, হাচাকিন, জাউনি, জোঙাল, ফুটকি, জোড়ন, নাকড়া, ভাকুরা।

মাছ ধরার যন্ত্র—জাকই, খলাই, বুরুং, জংলা, ঠুঁসি, ঢোকসা, ধোরকা, ষান, পাতা ছ্যাচলা, খাদিন, ঝোকা, চাক, থোরকা, কোচা, পাচখাটিয়া, টেপাই টেমাই।

বাঁশের ব্যবহারিক বস্তু—ডোল, কুলা, চাইলন, চংয়াই, ঢোকসা, চেলা, দোন টালা, খুচি।

ঝারু দিবার যন্ত্র—বান্নি, ঝাটা, চেল্ল।

কৃষি ক্ষেত—খুলখুলা, ওদোর খোদর, ইটা, খুকরা, জাবুরা, ঢেলা, কাদো, ভ্যার মাইটাল, বালাসি, দোখন্দি, একখন্দি, মরাজমি, আইটাল জমি।

একটা গছের বিভিন্ন ভাগের নাম কেমুন হয় উয়ার নমুনা :—

কলার গছ—কলার গোর, আগাল, খোল, ঢোঙল, ঢাগুনা, পাত, নেইচপাত, সোতর, পিড়ি, কলা, মোকচ, ঝেল্লা, ঝুকি, সিন্টা, চোচা, বিচি, চোমসা, ডিংরা, মোকচের ঢোঙল, সীপা, মাঝি পাত, পটুয়া, কলার গাজা, লোকা।

শব্দ ঢক তত্ত্ব (রূপতত্ত্ব)

দিনাজপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কুচবেহার, গোয়াল পাড়ার শব্দ রূপের খানেক ব্যাগলতা বিদ্যমান—বিভক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রত উল্লেখযোগ্য বিষয় হৈল — উত্তর দিনাজপুরত ১মা বিভক্তির বহুবচনত লা, ভেল্লা; তৃতীয়ার দেনে, পঞ্চমীর একবচনত ত্যাক্যা, বহুবচনত ত্যাক্যা; সপ্তমী বিভক্তির—মাঝত; জলপাইগুড়ির পঞ্চমী বিভক্তির একবচনত তক্রা, বহুবচনত আক, সগাকে তক্রা, সপ্তমীর এর মাঝত হার সগার মাঝত, দক্ষিণ দার্জিলিং এর পঞ্চমী এক বচনত লোকটারঠ্যান তোকা, বহুবচনত লোকলারঠ্যান তোকা, সপ্তমীর এর মিঝত, লার মিঝত, কুচবেহারের প্রথমা বহুবচন — ঘর, সকল, দ্বিতীয়া অক বহুবচনত আক, তৃতীয়া অক দিয়া, বহুবচনত আক / আক দিয়া, পঞ্চমী—হাতে; থাকি; ৭মী অৎ, বহুবচনত আত্।

গোয়াল পাড়ার প্রথমার বহুবচনত সকল, পঞ্চমীত টে হাতে পারি / পারা; বহুবচনত গিলার পারা / গিলার পারি, লারটে হাতে, ৭মী এরটে, বহুবচন লারটে।

রংপুরের — প্রথমা একবচন এ বহুবচন গুলান, দ্বিতীয়া বহুবচন গুলানেক, তৃতীয়া বহুবচন গুলান দ্বারা/দিয়া, পঞ্চমী একবচন থেকি বহুবচনত গুলানের থেকি, ষষ্ঠী বহুবচন গুলানের; ৭মী এর মইধ্যে, বহুবচনত গুলানের মইধ্যে।

শব্দরূপের (বিশেষ্যর) হাইলচা : (দক্ষিণ দার্জিলিং)

মানষি

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মানষি	মানষিলা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মানষিটাক	মানষিলাক
তৃতীয়া বিভক্তি	মানষিটাক দিয়া	মানষিলাক দিয়া

	একবচন	বহুবচন
চতুর্থ বিভক্তি	মানষিটাক	মানষিলাক
পঞ্চমী বিভক্তি	মানষিটার ঠ্যান তোকা	মানষিলায় ঠ্যান তোকা
৬ষ্ঠী বিভক্তি	মানষির	মানষিলার
৭মী বিভক্তি	মানষির মিঝত	মানষিলার মিঝত

উত্তর দিনাজপুরের বিশেষ্য শব্দরূপের নমুনা :—

মানুষ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মানুষ	ভেল্লা মানুষ/ মানুষলা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মানুষটাক	মানুষলাক
তৃতীয়া বিভক্তি	মানুষটার দেনে	মানুষলার দেনে
চতুর্থী বিভক্তি	মানুষটাক	মানুষলাক
পঞ্চমী বিভক্তি	মানুষের ত্যাকা	মানুষলার ত্যাকা
৬ষ্ঠী বিভক্তি	মানুষের	মানুষলার
৭মী বিভক্তি	মানুষের মাঝত	মানুষলার মাঝত

জলপাই গুড়ির বিশেষ্য শব্দরূপের রূপ

মানুষ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মানষি	মানষি গিলা / মানষিলা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মানষিটাক	মানষি গিলাক
তৃতীয়া বিভক্তি	মানষিটাক দিয়া	মানষিলাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	মানষিটাক	মানষিলাক
পঞ্চমী বিভক্তি	মানষি টার তকা	মানষি গিলার তকা

	একবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী বিভক্তি	মানষির	মানষি গিলার
সপ্তমী বিভক্তি	মানষির মাঝত	মানষি গিলার মাঝত

কুচবেহারের শব্দরূপের নমুনা :—

মানুষ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মানষি	মানষিগুলা, মানষিলা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মানষিক	মানষি গুলাক
তৃতীয়া বিভক্তি	মানষিক দিয়া	মানষিগুলাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	মানষিক	মানষিগুলাক
পঞ্চমী বিভক্তি	মানষির থাকি / হাতে / ঠে	মানষিগুলার থাকি/হাতে / ঠে
ষষ্ঠী বিভক্তি	মানষির	মানষিগুলার
সপ্তমী বিভক্তি	মানষির মইদ্দে / ঠাই / মানষিৎ	মানষিগুলার মইদ্দে / ঠাই মানষিগুলাত

গোয়াল পাড়ার শব্দ রূপের নমুনা :—

মানুষ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মানষি	মানষিগিলা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মানষিক	মানষিগিলাক
তৃতীয়া বিভক্তি	মানষিক দিয়া	মানষিগিলাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	মানষিক	মানষিগিলাক দিয়া
পঞ্চমী বিভক্তি	মাইনষের পারি / পার	মানষিগিলার পারি/পারা
ষষ্ঠী বিভক্তি	মাইনষের	মাইনষি গিলার
সপ্তমী বিভক্তি	মানষিটার ভিতরত / মাজত	মানষিগিলার ভিতরত/মাজত

রংপুরের শব্দরূপের নমুনা :—

মানুষ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মাইনষে	মাইনষেরা / মানষিগুলান
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মাইনষেক	মাইনষিগুলানেক
তৃতীয়া বিভক্তি	মাইনষের দিয়া	মাইনষিগুলান দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	মাইনষেক	মাইনষিগুলানেক
পঞ্চমী বিভক্তি	মাইনষের থেকি	মাইনষিগুলানের থেকি
ষষ্ঠী বিভক্তি	মাইনষের	মাইনষিগুলানের
সপ্তমী বিভক্তি	মাইনষের মইধ্যে / মাঝত	মাইনষিগুলানের মইদ্দে/মাঝত

সর্বনাম শব্দের রূপ : (দক্ষিণ দার্জিলিং)

মৈথিলী— মৈঁ > মঞ > মুইঁ > মুই (বাংলা — আমি)

মুই (উত্তম পুরুষ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মুই	হামা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মোক	হামাক
তৃতীয়া বিভক্তি	মোক দিয়া	হামাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	মোক	হামাক
পঞ্চমী বিভক্তি	মোরঠ্যে তোকা	হামার ঘর তোকা / হামার ঠ্যে তোকা
ষষ্ঠী বিভক্তি	মোর	হামার
সপ্তমী বিভক্তি	মোর মিঝত	হামার মিঝত

মালদহের শব্দরূপ কুচবেহারের শব্দরূপের মত :— শুধু তৃতীয়া বিভক্তির একবচনে ও বহুবচনে দি এই বিভক্তির চিহ্ন সংযোজিত হয়া থাকে।

দক্ষিণ দার্জিলিং

তোমহা > তুই শব্দ (সর্বনাম শব্দ)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	তোমহা, তুই	তোমহরা, তোমহা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	তোমহাক, তোক	তোমহরালাক,
তৃতীয়া বিভক্তি	তোমহার দিয়া, তোর দিয়া	তোমহরালাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	তোমহাক তোক	তোমহারালাক
পঞ্চমী বিভক্তি	তোমহারঠ্যান তোকা তোরঠ্যান তোকা	তোমহরালঠ্যান তোকা তোমহারঠ্যান তোকা
ষষ্ঠী বিভক্তি	তোমহার, তোর	তোমহরালার, তোমহার
সপ্তমী বিভক্তি	তোমহার মিঝত তোর মিঝত	তোমহরালা মিঝত তোমাহার মিঝত

অয় > সে শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	অয়	অমহা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	অক	অমহাক
তৃতীয়া বিভক্তি	অকদিয়া	অমহাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	অক	অমহাক
পঞ্চমী বিভক্তি	অরঠ্যান তোকা	অমহারঠ্যান তোকা
ষষ্ঠী বিভক্তি	অর	অমহার
সপ্তমী বিভক্তি	অর মিঝত	অমহার মিঝত

উত্তর দিনাজপুর, সর্বনাম শব্দের রূপ : মুই শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মুই	হামা

	একবচন	বহুবচন
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মোক	হামাক
তৃতীয়া বিভক্তি	মোর দেনে	হামার দেনে
চতুর্থী বিভক্তি	মোক	হামাক
পঞ্চমী বিভক্তি	মোর ত্যাক্যা	হামার ত্যাক্যা
ষষ্ঠী বিভক্তি	মোর	হামার
সপ্তমী বিভক্তি	মোর মাঝত	হামার মাঝত

তুই শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	তুই	তোম্ভরা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	তোক	তোম্ভরাক
তৃতীয়া বিভক্তি	তোর দেনে	তোম্ভরাক দেনে
চতুর্থী বিভক্তি	তোক	তোম্ভরাক
পঞ্চমী বিভক্তি	তোর ত্যাক্যা	তোম্ভহার ত্যাক্যা
ষষ্ঠী বিভক্তি	তোর	তোমহার
সপ্তমী বিভক্তি	তোর মাঝত	তোমহার মাঝত

অয় (সে) শব্দ, উত্তর দিনাজপুর

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	অয়	অম্ভরা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	অক	অমহাক
তৃতীয়া বিভক্তি	অর দেনে	অম্ভরাক দেনে
চতুর্থী বিভক্তি	অক	অমহাক
পঞ্চমী বিভক্তি	অর ত্যাক্যা	অমহার ত্যাক্যা
ষষ্ঠী বিভক্তি	অর	অমহার
সপ্তমী বিভক্তি	অর মাঝত	অমহার মাঝত

জলপাইগুড়ি—সর্বনাম শব্দ রূপ—'মুই' শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মুই	হামা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মোক	হামাক
তৃতীয়া বিভক্তি	মোক দিয়া	হামাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	মোক	হামাক
পঞ্চমী বিভক্তি	মোরঠে তকা	হামারলারঠে তকা
ষষ্ঠী বিভক্তি	মোর	হামার লার
সপ্তমী বিভক্তি	মোর মাঝত	হামারলার মাঝত

জলপাইগুড়ি—'তুই' শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	তুই	তোমা সগায়, তোমহা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	তোক	তোমাক সগাকে / তোমহাক
তৃতীয়া বিভক্তি	তোক দিয়া	তোমাক সগাকে / তোমহাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	তোক	তোমাক সগাকে / তোমহাক তকা
পঞ্চমী বিভক্তি	তোরঠে তকা	তোমারলারঠে তকা / তোমহার তকা
ষষ্ঠী বিভক্তি	তোর	তোমারলার / তোমহার
সপ্তমী বিভক্তি	তোর মাঝত	তোমরালার মাঝত, তোমহারলার মাঝত

জলপাইগুড়ি— 'অয়' (সে) শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	অয়	অমরা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	অক	অমহাক
তৃতীয়া বিভক্তি	অক দিয়া	অমহাক দিয়া

	একবচন	বহুবচন
চতুর্থী বিভক্তি	অক	অমহাক
পঞ্চমী বিভক্তি	অরঠে তকা	অমহারঠে তকা
ষষ্ঠী বিভক্তি	তার	অমহার
সপ্তমী বিভক্তি	তার মাঝত	অমহার মাঝত

রংপুর—সর্বনাম শব্দ

'মুই' শব্দ

	একবচন	বচুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মুই	হামরা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	হামাকে, মোকে, মোক	হামারগুলানেক, আমারগুলানেক
তৃতীয়া বিভক্তি	মোর দ্বারা	হামারগুলানেক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	হামাকে, মোকে মোক	হামারগুলানেক. আমারগুলানেক
পঞ্চমী বিভক্তি	মোর / হামার থেকি	হামারগুলানের থেকি
ষষ্ঠী বিভক্তি	হামার / মোর	হামার গুলানের
সপ্তমী বিভক্তি	মোর মইধ্যে	হামরাগুলানের মইধ্যে

'তুই' / তুমি শব্দ

তুচ্ছার্থে তুই, সম্মান বোধক অর্থে 'তুমি' (বাংলায় আপনি)

	একবচন	বহুবচন
থমা বিভক্তি	তুমি / তুই	তোমরা
তীয়া বিভক্তি	তোমাক / তোক	তোমরাগুলানেক
ীয়া বিভক্তি	তোমাক দিয়া / তোক দিয়া	তোমার গুলানেক দিয়া
র্থী বিভক্তি	তোমাকে/তোক	তোমারগুলানেক
মী বিভক্তি	তোমার থেকি /তোর থেকি	তোমারগুলানেক / তোমার গুলানের থেকি

	একবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী বিভক্তি	তোমার, তোর	তোমার গুলানের
সপ্তমী বিভক্তি	তোমার মইধ্যে / তোর মইধ্যে	তোমার গুলানের মইধ্যে / তোমারগুলানের

তাঁয় / অয়—(সে) শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	তাঁয়, অয়	তামরা / উমরা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	তাক, উয়াক	তামরাক, উমরাক
তৃতীয়া বিভক্তি	তাক দিয়া / উয়াক দিয়া	তামরাক দিয়া / উমরাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	তাক / উয়াক	তামরাক / উমরাক
পঞ্চমী বিভক্তি	তার / উয়ার থেকি	তামরার থেকি / উমরার থেকি
ষষ্ঠী বিভক্তি	তার / উয়ার	তামরার / উমরার
সপ্তমী বিভক্তি	তার মইধ্যে / উয়ার মইধ্যে	তামরার মইধ্যে / উমরার মইধ্যে

কুচবেহার

মুঁ > মুঞ > মুঁই শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	মুই	হামরা, আমরালা, আমরাগুলা, আমরা গিলা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মোকে, আমাক, মোক	আমাকগুলাক, হামরাগুলাক
তৃতীয়া বিভক্তি	মোকদিয়া / মোকে দিয়া আমাক দিয়া	হামরাগুলাক দিয়া, আমরাগুলাক দিয়া / আমরাগুলার দ্বারা
চতুর্থী বিভক্তি	মোকে, আমাক, মোক	আমাকগুলাক, হামরাগুলাক
পঞ্চমী বিভক্তি	মোর থাকি, মোর চাইতে, মোর চারা, মোর থাকিয়া, হামার থাকিয়া	আমারগুলার থাকি/ হামারগুলার চাইতে

	একবচন	বহুবচন
ষষ্ঠী বিভক্তি	মোর, হামার	আমারগুলার, হামারগুলার
সপ্তমী বিভক্তি	মোতে / আমাতে মোর কাছত, মোর ঠাঁইত, মোর গোরৎ, মোর লগত	আমাগুলাতে, আমারগুলার মাঝত, আমার গুলার ঠাঁইত, হামারগুলার গোরৎ

কুচবেহার—সর্বনাম শব্দ

মৈথিলী — তুঁ > তুঁঞ > তুঁই > তুই— কামতা পুরী ভাষা

তুঁই নাতেন তুই

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	তুঁই, তায়	তোমরা, তোমরাগুলা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	তোক, তোমাক (গৌরবে)	তোমাক, তোমাক গুলাক
তৃতীয়া বিভক্তি	তোক দিয়া, তোকে দিয়া, তোমাক দিয়া	তোমাক দিয়া, তোমাকগুলাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	তোক, তোমাক	তোমাক, তোমাকগুলাক
পঞ্চমী বিভক্তি	তোর থাকি, তোর চায়া ত্বমার থাকি	তোমরাগুলা থাকি, তোমার থাকি ত্বমরাগুলার থাকি
ষষ্ঠী বিভক্তি	তোর, তোমার, ত্বমার	তোমাগুলার, ত্বমরালার
সপ্তমী বিভক্তি	তোর মাঝত, তোতে তোর কাছত, তোর গোরৎ	তোমারগুলার মাঝত / তোমার গুলাতে, তোমার কাছত

সংস্কৃত 'তদ্'>ওয়ে, Hindi—উ মৈথিলী > উমায়, উয়ায় (বাংলা—সে)

মৈথিলী— ওয়ে > ওয় > উয় > উয়ায় / উমায়

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	উয়ায় / উমায়	উমরা, উমরালা

	একবচন	বহুবচন
দ্বিতীয়া বিভক্তি	উয়াক্ / উমাক	উমাগুলাক, উমরালাক
তৃতীয়া বিভক্তি	উয়াক দিয়া / উমাক দিয়া	উমাকগুলাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	উয়াক / উমাক	উমারগুলাক
পঞ্চমী বিভক্তি	উয়ার থাকি / চায়া উ'য়ার হাতে / চাইতে / থাকি	উমার গুলার থাকি / চাইতে / হাতে
ষষ্ঠী বিভক্তি	উয়ার, উমার	উমারগুলার
সপ্তমী বিভক্তি	উয়াতে, উমাতে উমার ভিতরা / মাঝত	উমারগুলাতে উমারগুলাৎ

গোয়ালপাড়ার সর্বনাম শব্দের রূপ—'ময়' (বাংলা—আমি)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	ময়	আমি
দ্বিতীয়া বিভক্তি	মোক্	আমাক্
তৃতীয়া বিভক্তি	মোক দিয়া	আমাক দিয়া, আমার গিলাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	মোক	আমাক
পঞ্চমী বিভক্তি	মোর পারি / পারা	আমার / আমার গিলার পারা
ষষ্ঠী বিভক্তি	মোর	আমার, আমার গিলার
সপ্তমী বিভক্তি	মোত	আমার ভিতরত / মাঝত

'তুই' শব্দ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	তুই	তুমরা গিলা / তুমিরা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	তোক্	তুমাক্
তৃতীয়া বিভক্তি	তোক দিয়া	তুমাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	তোক্	তুমাক্

	একবচন	বহুবচন
পঞ্চমী বিভক্তি	তোর পারা	তুমার গিলার পারা
ষষ্ঠী বিভক্তি	তোর	তুমার গিলার / তুমার ঘরের
সপ্তমী বিভক্তি	তোর ভিতরত তোর মাঝত	তুমার গিলার ভিতরত / তুমার গিলার মাঝত

গোয়াল পাড়িয়া ভাষাত্ মধ্যম পুরুষত্ 'আপুনি' এই সম্মানসূচক সর্বনাম শব্দের ব্যবহার দেখা যায়।

'আপুনি' শব্দ রূপ

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	আপুনি	আপুনাঘর, আপুনা সকল
দ্বিতীয়া বিভক্তি	আপুনাক	আপুনাঘরক, অপুনা সকলক
তৃতীয়া বিভক্তি	আপুনাক দিয়া	আপুনাঘরক দিয়া, আপুনা সকলক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	আপুনাক্	আপুনাঘরক আপুনাসকলক
পঞ্চমী বিভক্তি	আপুনার দ্বারা	আপনাঘরর / আপনা সকলর পারি / পারা।
ষষ্ঠী বিভক্তি	আপুনার	আপুনা সকলর, আপুনা ঘরর
সপ্তমী বিভক্তি	আপুনার ভিতরত/মাঝত	আপুনাঘরর / আপুনাসকলর আপুনা লোকর ভিতরত / মাঝত

'অয়ে' শব্দরূপ (সে)

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	অয়ে	উমিরা
দ্বিতীয়া বিভক্তি	অক	উমাক্

	একবচন	বহুবচন
তৃতীয়া বিভক্তি	অর দ্বারা / অরদিয়া	উমার দ্বারা / দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	অক	উমাক্
পঞ্চমী বিভক্তি	অর পারা / পারি	উমার পারা / পারি
ষষ্ঠী বিভক্তি	অর	উমার
সপ্তমী বিভক্তি	অর ভিতরত, অর মাজত	উমার ভিতরত, উমার মাজত

দক্ষিণ দার্জিলিংয়ে ধাতুরূপক্ষেত্রত্ কামতাপুরী ভাষার অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার ব্যাগলতা লক্ষনীয়

ধাতু বিভক্তির নমুনা দেওয়া হইল ঃ—

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ বা প্রথম পুরুষ
	একবচন	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থেতি	
সাধারণ বর্তমান	চু	কর	ওএক	চে
ঘটমান বর্তমান	চু	চন	চিস্	চে
পুরাঘটিত বর্তমান	ইচু	ইচন্	ইচিস্	ইচে
সাধারন অতীত	ইচু	লেন	ইচিস্	ইল
নিত্যবৃত্ত অতীত	ইসুনু	চন্	ইস্লে	এচে
সাধারণ ভবিষ্যৎ	ইম্	ইবন্	ইব	ইবে
ঘটমান ভবিষ্যৎ	ইতে রহম্	ইতে রহন্	ইতে রহিস্	ইতে রহবে

অনুজ্ঞা বা আদেশের বিভক্তি

	মধ্যম পুরুষ	তৃতীয় পুরুষ (প্রথম পুরুষ)
সাধারন বর্তমান	অ (মন্যার্থেতি) ওএক (তুচ্ছার্থেতি)	ওক
ভবিষ্যৎ	বণ (মন্যার্থেতি) ইস্ (তুচ্ছার্থেতি)	ইবে

দক্ষিণ দার্জিলিং

'কর' ধাতুর রূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ (প্রথম পুরুষ)
		মান্যার্থেতি	তুচ্ছার্থেতি	
সাধারণ বর্তমান	মুই করচু	তোমহা কর	তুই কোরেক্	অয় করচে
ঘটমান বর্তমান	মুই করচু	তোমহা করচন	তুই করচিস্	অয় করচে
পুরাঘটিত বর্তমান	মুই করিচু	তোমহা করিচন	তুই করিচিস্	অয় করিচে
সাধারণ অতীত	মুই করিচু	তোমহা করলেন	তুই করিচিস	অয় করিল
নিত্যবৃত্ত অতীত	মুই করিসুনু	তোমহা করচন্	তুই করিসলে	অয় করেচে
সাধারণ ভবিষ্যৎ	মুই করিম্	তোমহা করিবন্	তুই করিব	অয় করিবে
ঘটমান ভবিষ্যৎ	মুই করিতে রহম্	তোমহা করিতে রহন্	তুই করিতে রহিস্	অয় করিতে রহবে

অনুজ্ঞার বিভক্তি

	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ (প্রথম পুরুষ)
	মান্যার্থেৎ	তুচ্ছার্থেতি	
সাধারণ বর্তমান	তোমহা কর	তুই কোরেক	অয় করোক
ভবিষ্যৎ	তোমহা করণ	তুই করিস্	অয় করিবে

দিনাজপুর — ধাতু বিভক্তি

'কর' ধাতু

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
		মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
সাধারণ বর্তমান	ও	ও	অ	এ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
		মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
ঘটমান বর্তমান	চু	চোন	চিস	চে
পুরাঘটিত বর্তমান	ইচ	ইচেন	ইচিস	ইচে
সাধারণ অতীত	নু	লোন	লো	ইল
নিত্যবৃত্ত অতীত	ন হলে	তোন	তো	তো
সাধারণ ভবিষ্যৎ	ইম	বোন	ইস	বে

অনুজ্ঞার বিভক্তি

	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
সাধারণ বর্তমান	এ	—	ওক
ভবিষ্যৎ	বোন	ইস	বে

'কর' ধাতুর রূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
		মন্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
সাধারণ বর্তমান	মুই করো	তোম্রা করো	তুই কর	অয় করে
ঘটমান বর্তমান	মুই করচু	তোম্রা করচোন	তুই করচিস	অয় করছে
পুরাঘটিত বর্তমান	মুই করিচ	তোম্রা করিচেন	তুই করিচিস	অয় করিচে
সাধারণ অতীত	মুই করনু	তোমরা করলোন	তুই করলো	অয় করিল
নিত্যবৃত্ত অতীত	মুই করনু হলে	তোম্রা করতোন	তুই করতো	অয় করতো
সাধারণ ভবিষ্যৎ	মুই করিম	তোম্রা করবোন	তুই করবো	অয় করবে

অনুজ্ঞা বা আদেশের বিভক্তি

	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
নিত্য বর্তমান	তোম্রা করো	তুই কর	অয় করোক
ভবিষ্যৎ	তোম্রা করবোন	তুই করিস	অয় করবে

মালদহ

মালদহতে ক্রিয়ার বিভিন্ন কালের বিভক্তিতে 'ছ'-এর প্রাধান্য লক্ষণীয়

ক্রিয়ার বিভক্তি

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
নিত্যবর্তমান	ও	এন	এ	—
ঘটমান বর্তমান	ছোঁ	ওছেন	ওছি	ওছে
পুরাঘটিত বর্তমান	ছু	ছেন	ছি	ছে
সাধারণ অতীত	নু	লেন	লু	লি
নিত্যবৃত্ত অতীত	ছুনু	ছেলেন	ছুলু	ছেলো

অনুজ্ঞার বিভক্তি

	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	তৃতীয় পুরুষ
সাধারণ বর্তমান	ইও	—	উক
সাধারণ ভবিষ্যৎ	কেন	ইস	বে

'কর' ধাতুর রূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
		মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
নিত্যবর্তমান	মুই করো	তোমরা করেন	তুই কর	অয় করে

ঘটমান বর্তমান	মুই করছোঁ	তোমরা করোছেন	তুই করোছি	অয় করোছে
পুরাঘটিত বর্তমান	মুই কোছু	তোমরা কোছেন	তুই কাছি	অয় কোছে।
সাধারণ অতীত	মুই করনু	তোমরা কোলেন	তুই করলু	অয় কোলি
সাধারণ ভবিষ্যৎ	মুই করমু	তোমরা করিবেন	তুই করবু	অয় করিবে
ঘটমান ভবিষ্যৎ	মুই করি থাকুম্	তোমরা করি থাকবেন	তুই করি থাকবু	অয় করি থাকিবি,

অনুজ্ঞা

	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
নিত্যবর্তমান	তোমরা করিও	তুই কর	অয় করুক
ভবিষ্যৎ	তোমরা করবেন	তুই করিস্	অয় করবে

জলপাই গুড়ি — ক্রিয়া বিভক্তি

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
		মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
নিত্যবর্তমান	উ	এন	ইস্	এ
ঘটমান বর্তমান	এছু	এছেন	এছিস্	এছে
পুরাঘটিত বর্তমান	ইছু	ইছেন	ইছিস্	ইছে
সাধারণ অতীত	ইনু	ইলেন	ইলো	ইল্
সাধারণ ভবিষ্যৎ	ইম্	ইবেন	ইবো	ইবে
ঘটমান ভবিষ্যৎ	ইবার ধরিম্	ইবার লাগবে	ইবার লাগক	ইবার লাগবে

অনুজ্ঞা

	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
	মান্যার্থে	0	
নিত্য বর্তমান	এন	—	উক্
ভবিষ্যৎ	ইবেন	ইস	ইবে

জলপাইগুড়ি — 'কর' ধাতুর রূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
		মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
নিত্য বর্তমান	মুই করু	তোমহা করেন	তুই করিস্	অয় করে
ঘটমান বর্তমান	মুই করছু	তোমহা করছেন	তুই করছিস্	অয় করছে
পুরাঘটিত বর্তমান	মুই করিছু	তোমহা করিছেন	তুই করিছিস	অয় করিছে
সাধারণ অতীত	মুই করিনু	তোমহা করিলেন	তুই করিলু	অয় করিলেক
সাধারণ ভবিষ্যৎ	মুই করিমু, করির ধরিমু	তোমহা করিবেন, তোমহা করির ধরিবেন	তুই করিবো তুই করির ধইরবু	অয় করিবে, অয় করির ধইরবে

অনুজ্ঞার বিভক্তি

	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	
নিত্য বর্তমান	তোমহা করেন	তুই করিস্	অয় করুক
ভবিষ্যৎ	তোমহা করিবেন	তুই করিস্	অয় করিবে

কুচবেহার ও রংপুরের ধাতু বিভক্তির রূপ পরায় একই রকম। যেকুনা ব্যাগলতা তা উচ্চারণের হের-ফেরের জন্যে। মূলত একই ক্রিয়া বিভক্তি। ফলে এক্টে ক্রিয়ার রূপ দেওয়া হইল।

ক্রিয়া বিভক্তি

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
নিত্য বর্তমান	ওং/ওঁ	এন	ইস	এ
ঘটমান বর্তমান	ইর ধইরচং/ ধরিচং	ইর ধইরচেন /ধরিচেন	ইর ধচ্চিস/ /চিস	ইর ধচ্চে /বার ধইরচে
পুরাঘটিত বর্তমান	চোঁ/চং	চেন	চিস	চে
সাধারণ অতীত	লোঁ/নু	লেন/ইলেন	লু	লে/ইলেক
ঘটমান অতীত	চিনু/লোঁ	চিচলেন/চিলেন	চিলু	চিলে/চিলেক
সাধারণ ভবিষ্যৎ	মো/ইম	বেন/ইবেন	বু/ইবু	বে/ইবে
ঘটমান ভবিষ্যৎ	থাকমু/থাকিম	থাকবেন/	থাকবু/	থাকবে

অনুজ্ঞা বিভক্তি

	মান্যার্থে	তুচ্ছার্থে	তৃতীয় পুরুষ
নিত্য বর্তমান	এন	এক	উক
ভবিষ্যৎ	বেন	ইস	বে

ক্রিয়া বিভক্তি

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ — মান্যার্থে	মধ্যম পুরুষ — তুচ্ছার্থে	তৃতীয় পুরুষ
নিত্য বর্তমান	মুই করোং/ করো	তোমরা করেন	তুই কর	উম্নায়/উমায় তায়—করে

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ — মান্যার্থে	মধ্যম পুরুষ — তুচ্ছার্থে	তৃতীয় পুরুষ
ঘটমান বর্তমান	মুই করির ধইরচং/ধরিচং	তোমরা করির ধইরচেন/ ধরিচেন	তুই করির ধইরচিস ধরিচিস	উয়ায়/উমায় তায় করির ধইরচে/ধরিচে
পুরাঘটিত বর্তমান	মুই কইরচং /করিচং	তোমরা কইরচেন /করিচেন	তুই কইরচিস/ করিচিস	উয়ায়/উমায় তায় কইরচে/ করিচে
সাধারণ অতীত	মুই করিলং/ করিনু	তোমরা করিলেন /কইরলেন	তুই কইরলু করিলু	উয়ায়/উমায় তায় কইরলেক
ঘটমান অতীত	মুই করির ধইরছিনু/ ধইরছিলুং	তোমরা করির ধইরছিলেন	তুই করির ধরছিলু	উয়ায়/উমায় তায় করির ধরচিলেক/ ধরছিলেক
সাধারণ ভবিষ্যৎ	মুই করিম	তোমরা কইরবেন	তুই কইরবু	উয়ায়/উমায় কইরবে
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	মুই করি থাকিম	তোমরা করি থাইকবেন	তুই করি থাইকবু	উয়ায়/উমায় করি থাইকবে

অনুজ্ঞার বিভক্তি

	মধ্যম পুরুষ	—	তৃতীয় পুরুষ
সাধারণ বর্তমান	তোমরা করো/ করেন	তুই কর	উয়ায়/উমায় তায় করুক
সাধারণ ভবিষ্যৎ	তোমরা কইরবেন	তুই করিস	উয়ায়/উমায়/ তায় কইরবে

গোয়াল পাড়া

ক্রিয়া বিভক্তি

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		তৃতীয় পুরুষ
নিত্য বর্তমান	উং	এ	ইস্	এ
ঘটমান বর্তমান	ইবা ধইরচুং ইবা লাইগচুং	ইবা ধইরচে /লাইগচে	ইবা ধইরচিস	ইবা ধইরচে/ লাইগচে
পুরাঘটিত বর্তমান	লুং	লেন	লি	ইল
সাধারণ অতীত	ছিলুং	ছিলেন	ছিলি	ছিল
নিত্য বৃত্ত অতীত	লুং হয়/ হেনা	লেন হয়/ হেনা	লু হয়/ হেনা	ইল হয়/ হেনা
পুরাঘটিত অতীত	ছিলং	ছিলু	ছিলি	ছিল
সাধারণ ভবিষ্যৎ	ইমু	বেন	বি	ইব
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	ইয়া থাকিমু	ইয়া থাকবেন	ইয়া থাকিবি	ইয়া থাকিব

অনুজ্ঞা বিভক্তি

	মধ্যম পুরুষ	—	তৃতীয় পুরুষ
সাধারণ ভবিষ্যৎ	এন	অ	অক
ভবিষ্যৎ	ইচেন	ইবি / ইসু	ইব (অ)

গোয়ালপাড়া — 'কর' ধাতুর রূপ

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ — মান্যার্থে	মধ্যম পুরুষ — তুচ্ছার্থে	তৃতীয় পুরুষ
নিত্য বর্তমান	মুই করুং/ মুই করং	তোমরা করে	তুই করিস	অয়ে করে

	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ — মান্যার্থে	মধ্যম পুরুষ — তুচ্ছার্থে	তৃতীয় পুরুষ
ঘটমান বর্তমান	মুই করিবা ধইরচুং/করিবা লাইগচুং	তোমরা করিবার ধইরচেন / লাইগচেন	তুই করিবা ধইরচিস/ লাইগচিস	অয় করিবা ধইরচে/ লাইগচে
পুরাঘটিত বর্তমান	মুই কইরলুং	তোমরা কইরলেন	তুই কইরলি	অয় করিলু
সাধারণ অতীত	মুই কইরছিলুং	তোমরা কইরছিলেন	তুই কইরছিলি	অয় কইরছিল
নিত্যবৃত্ত অতীত	মুই করলুং হয়/ করলুং হেনা	তোমরা কইরলেন হয়/হেনা	তুই কইরলু হয় / হেনা	অয় করিল হয় /হেনা
পুরাঘটিত অতীত	মুই করছিলং	তোমরা কইরছিল	তুই কইরছিলি	অয় করছিল
সাধারণ ভবিষ্যৎ	মুই করিমু	তোমরা কইরবেন	তুই করিবি	অয় কইরবে / করিবে
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	মুই করি থাকিম/ করিয়া থাকিম	তোমরা করিয়া থাইকবেন	তুই করিয়া থাকিবি	অয় করিয়া থাকিবে

অনুজ্ঞা

	মধ্যম পুরুষ — মান্যার্থে	মধ্যম পুরুষ — তুচ্ছার্থে	তৃতীয় পুরুষ
সাধারণ বর্তমান	তোমরা করেন	তুই কর	অয় করকু
সাধারণ ভবিষ্যৎ	তোমরা করিবেন	তুই করিবি/করিসু	অয় করিবে (অ)

প্রকৃতি

আগতে কওয়া হইচে, প্রকৃতি হইল্ দুই নাকান :—

১) শব্দ প্রকৃতি বা নাম প্রকৃতি। ২) ধাতু প্রকৃতি।

শব্দ প্রকৃতিক নাম বা প্রতি পদিক কয়।

যেমন— জল, গছ, আগুন, ঘাটা এইলা।

কর্, যা, শোন্, বিরা, সোন্দা — এইলা ধাতু প্রকৃতি বা ধাতু প্রতিপদিক। শব্দ বা ধাতুর নগত বর্ণ সমষ্টি যোগ হয়া নয়া শব্দর সিজ্জন হইলে এই বর্ণ সমষ্টিক প্রত্যয় কওয়া হয়।

প্রত্যয় দুই নাকান — তদ্ধিত প্রত্যয় আর কৃৎপ্রত্যয়। সংস্কৃত তদ্ধিত আরো কৃৎ প্রত্যয় গুলাক দেখেবার প্রয়োজন বোধ না হওয়াৎ খালি কামতাপুরী ভাষার প্রত্যয়গুলাক দেখা হইল।

তদ্ধিত প্রত্যয় :—

গছ + উয়া = গছুয়া ঢাক + উয়া = ঢাকুয়া

ভার + উয়া = ভারুয়া হার + উয়া = হারুয়া

ঝাক + উয়া = ঝাকুয়া নাটা + রু = নাটারু

রাজা + ইয়া = রাজাইয়া সিজা + ইয়া = সিজ্জাইয়া

গড়া + ইয়া = গড়াইয়া দেওয়ান + ঈ = দেওয়ানী

বুড়া + আই = বুড়াই জ্যেঠ + আই = জ্যেঠাই

খুড়া + আই = খুড়াই ধোপা + আনী = ধোপানী

চাড়াল + ইনী = চাড়াললিনী

উয়া, রু, ইয়া, ঈ, আই, আনী, ইনী — এইলা তদ্ধিত প্রত্যয়।

কৃৎ প্রত্যয় :—

ধাতু প্রতিপদিকের সাথত যোগ হয়া যে বর্ণ সমষ্টি শব্দ সিজ্জায়, ঐ বর্ণ সমষ্টিলা হইল কৃৎ প্রত্যয়। যেমন :—

কর + আ = করা ভুক্ + আ = ভুকা

দেখ্ + আ = দেখা খোন্দ + আ = খোন্দা

কৃ + ন্যৎ = কার্য ধৃ + ন্যৎ = ধার্য

দৃশ্ + অনীয় = দর্শনীয় সেব + শানচ = সেবমান

ধাব + শানচ্ = ধাবমান

এই নাকান আ, ন্যৎ, অনীয়, শানচ্ ইত্যাদি কৃৎ প্রত্যয় ধাতু প্রকৃতির সাথত যোগ হয়া নয়া শব্দগুলাক সিজ্জাইচে।

কামতাপুরী ভাষাত্ তদ্ধির ও কৃৎ দোনো পরকার প্রত্যয় দেখা যায়। সংস্কৃত প্রত্যয়ন্ত শব্দ ও এই ভাষাত ব্যবহৃত হয়। এইলাক বাদ দিয়াও স্ত্রীলিঙ্গ বাচক শব্দ বুঝিবার বাদে তি, ই, ঈ, আনি, আতি — এইলা প্রত্যয়ের ব্যবহারও দেখির পাওয়া যায়। যেমন :—

শাখা + তি = শাখাতি বারা + তি = বারাতি

ভাতার + তি = ভাতারতি শুদ্ধ + ই = শুদ্ধি

বুধ + ই = বুদ্ধি ঋদ্ + ই = ঋদ্ধি

নদ + ঈ = নদী মালী + আনি = মাইলানী

গোয়ালা + আনি = গোয়ালিনী ধাইর + আনি = ধাইরানী

শব্দ বিভক্তি

শব্দগুলার সাথত বিভক্তি যোগ হয়া নাম পদের সিজ্জন করে। এই বিভক্তিগুলাক শব্দ বিভক্তি কওয়া হয়। শব্দ বিভক্তি দিয়া ভিন্ ভিন্ কারক বুঝা হয়। শব্দ বিভক্তিক দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

১) বিভক্তি ২) অনুসর্গ

ফির বিভক্তি ভাগ করা যায় সাত ভাগে : যেমন :—

প্রথমা বিভক্তি, দ্বিতীয়া বিভক্তি, তৃতীয়া বিভক্তি, চতুর্থী বিভক্তি পঞ্চমী বিভক্তি, ষষ্ঠী বিভক্তি এবং সপ্তমী বিভক্তি।

কারক ছয় পরকার। পাঁত্য পরকার কারকের গোনে সাধারণত আলাদা বিভক্তি নির্ধারিত হয়া থাকে।

যেমুন— কর্তৃকারকত	—	প্রথমা বিভক্তি
কর্মকারকত	—	দ্বিতীয়া বিভক্তি
করণ কারকত	—	তৃতীয়া বিভক্তি
সম্প্রদান কারকত	—	চতুর্থী বিভক্তি
অপাদান কারকত	—	পঞ্চমী বিভক্তি
অধিকরণ কারকত	—	সপ্তমী বিভক্তি
সম্বন্ধ পদত	—	ষষ্ঠী বিভক্তি

ষষ্ঠী বিভক্তির সাথত ক্রিয়ার কোন সম্বন্ধ হয় না। সেই বাদে ইয়াক **সম্বন্ধ** পদ কওয়া হয়।

বিভক্তিলার চিহ্ন নমুনা :— শব্দর বচন বা সংখ্যা অনুযায়ী বিভক্তিলার পরিবর্তন লইক্ষ্য করিব্র বিষয় :—

	একবচন	বহুবচন
প্রথমা বিভক্তি	অ, য়া	— লা, গিলা, ঘর, গুলা, সকল
দ্বিতীয়া বিভক্তি	অক, আক	— আক, ঘরক, গিলাক, সকলক
তৃতীয়া বিভক্তি	অকদিয়া	— আক্‌দিয়া, গিলাক দিয়া
চতুর্থী বিভক্তি	অক্	— আক্, ঘরক্, গিলাক
পঞ্চমী বিভক্তি	হাতে, থাকি, তকা পারা	— গুলা হাতে, গুলার থাকি, ঘরের তকা, গিলার পারা
ষষ্ঠী বিভক্তি	অর, এর	— গিলার, ঘরের
সপ্তমী বিভক্তি	অৎ	— আৎ, ঘরৎ, ভিতরত্, মাঝত, বাঁচত

তৃতীয়া আরো পঞ্চমী বিভক্তি 'গুলাত্' 'দিয়া' 'হাতে থাকি' পাছত্ ইত্যাদি শব্দলা অর্থবহ। এইলা কিন্তুক অব্যয় শব্দ। এইলা বিভক্তির সাথত যোগ হয়া বিশেষ্যের মতন সর্বনামের পাছত বসিয়া ঐলাক অন্বিত করে—

সেলা অর্থযুক্ত হয়। এই গোনে এইলাক অনুসর্গ কওয়া হয়। ইংরাজী ভাষার এইলাক Post-Position কওয়া হয়। ইয়াক কর্মপ্রবচনীয়-ও কওয়া হয়।

যেমুন —

১) হাত দিয়া খায়, ৩) গছ থাকি ফল পড়ে, ৩) খাওয়ার পাছত্ ঝড়ি পড়িল।

এটিকার 'দিয়া' 'থাকি' এবং 'পাছত' ইত্যাদি কর্মপ্রবচনীয়র উদাহরণ।

কারক

সংস্কৃতের কারকের সংজ্ঞা হইল 'ক্রিয়ান্বয়ী কারকম্'।

ক্রিয়ার সাথত যার সম্বন্ধ হয় তাক কারক কয়। আর এই সম্বন্ধ ছয় পরকার।

১) কর্তৃ সম্বন্ধ বুঝাইলে হয়	কর্তৃকারক
২) কর্ম সম্বন্ধ হইলে	কর্মকারক
৩) করণ সম্বন্ধ হইলে	করণ কারক
৪) সম্প্রদান সম্বন্ধ হইলে	সম্প্রদান কারক
৫) অপাদান সম্বন্ধ হইলে	অপাদান কারক
৬) অধিকরণ সম্বন্ধ হইলে হয়	অধিকরণ কারক।

কর্তৃকারক :—

এই কারকত্ ক্রিয়া কর্তার অধীন হয়।

যেমুন— ক) মানষিটা যায়, খ) তুই যা, গ) মুই যাং।

এই জাগাত কর্তা মানষি, তুই, মুই হওয়ার তানে ক্রিয়ারূপ যথাক্রমত যায়, যা, এবং যাং হইচে।

কর্মকারক :—

যাক লক্ষ্য করি ক্রিয়া সম্পাদিত হয় — অর্থাৎ যাক শোনা যায়, দেখা যায়, খাওয়া যায় ইত্যাদি এইলা ক্ষেত্রত্ কর্মকারক হয়।

যথা— উষায় গান শোনে, ছাওয়া ছবি দেখে, উমরা ভাত খায়।

গান, ছবি, ভাত — এইলা স্থলত কর্মকারত দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

কতলা সকর্মক ক্রিয়ার দুইটা কর্ম থাকে।

যেমন ঃ— ১) মুখ্য কর্ম (Direct object) — বস্তুবাচক

২) গৌণ কর্ম (Indirect object) — ব্যক্তি বাচক

মুখ্য কর্ম হয় বস্তুবাচক। দ্বিকর্মক ক্রিয়ায় গৌণ কর্মত বিভক্তি থাকে, কিন্তুক মুখ্য কর্মর বিভক্তি লোপ পায়া যায়।

উদাহরণ ঃ— রাজা দুখীয়াক শাস্তি দেয়।

'দুখীয়াক' গৌণ কর্ম, এবং 'শাস্তি' মুখ্য কর্ম। সেই বাদে 'দুখীয়াক' স্থলত 'অক' বিভক্তি যোগ হইচে।

ধাত্বর্থক কর্ম বা সমধাতুজ কর্ম

কোন সময়ত ক্রিয়া আর কর্ম একার্থক হইলে অকর্মক ধাতুও সকর্মক হয়া যায়।

যেমন— ১) আগের দিনত কেমন খাওয়া খাচি !

২) কি ডাং ডাঙ্গালুরে, ছাওয়াটা এলা কান্দির ধইরলেক।

'খাওয়া খাচি' 'ডাং ডাঙ্গা' — এই দুই জাগাতে কর্মআর ক্রিয়া সমার্থক এক-ধাতু থাকি উপজা, সেই বাদে এই কর্মক সমধাতুজ কর্ম কওয়া হয়।

ভিন ভিন বিভক্তির কর্মকারকের ঃ—

১) কওয়ার কাথা শুনির ভাল।

২) গান-গান করি সর্বনাশ

৩) মানষি খোয়া কি লাভ।

ক) কাথা = কাথাক — ২য়া বিভক্তির স্থলত > ১মা বিভক্তি

খ) গান-গান = গানক গয়া গয়া — দ্বিতীয়া স্থলত > প্রথমা বিভক্তি

গ) মানষি = মানষিক — দ্বিতীয়া স্থলত > প্রথমা বিভক্তি

করণ কারক

১) অক্ দিয়া — এক বচন

২) আক দিয়া — বহু বচন

উদাহরণ ঃ— ১) ছাত্রক দিয়া ২) ছাত্রলাক দিয়া

কিন্তুক কোন কোন সময়ত এই বিভক্তির চিহ্ন থাকে না। খালি অর্থ করি বুঝিবার নাগে।

১) যেমন— কাড়ুয়া হাতের ডাং বাচ্চাটা সওয়ার পাইল না।

'কাড়ুয়া হাতের ডাঙ' অর্থ 'কাড়ুয়া হাত দিয়া ডাঙ'।

২) অনুরূপ— চেমু খেলা ভালু নাগে। = চেমু দিয়া খেলা।

৩) তুই যে কাজ কইরচিস্। হাসিয়া ভোলাইলে কি চইলবে ?

'হাসিয়া ভোলাইলে' — হাসি দিয়া ভোলাইলে।

৪) মোর চৌখৎ দেখা জিনিসটাক নিয়া ভাবির পাবু !

'চৌখৎ দেখা' — চৌখ দিয়া দেখা

৫) তোর কাথাটা মুই মনত্ গাতিচং।

'মনত্ গাতিচং' — মনত দিয়া গাতিচং

'দিয়া' একটা অর্থবহ অব্যয় শব্দ। অক্ এই দ্বিতীয়া বিভক্তির সাথত যোগ হয়া তৃতীয়া বিভক্তির অর্থ পরকাশ করে। কিন্তুক কর্মত ইয়ায় বিভক্তি নোওায়। ইয়াক কর্ম প্রবচনীয় বা অনুসর্গ কওয়া হয়। ইংরাজীর অনুকরণত এই বিভক্তির সৃজন হইচে বুলি ধারনা হয়।

যেমন— With hand > হাত দিয়া

By letter > চিঠি দিয়া

With ball > বল দিয়া

সংস্কৃতত্ কিন্তুক এই বিভক্তি প্রকাশক কোন কর্মপ্রবচনীয় বা অনুসর্গর দৃষ্টান্ত দেখির পাওয়া যায় না। শব্দ বিভক্তি দিয়ায় এই বিভক্তি পরকাশ পায়।

যেমন— নরেন — মনাষিক দিয়া
হস্তেন — হাত দিয়া
লগুড়েন — লাটি দিয়া

সম্প্রদান কারক

সম্প্রদান কারকের বিভক্তির দ্বিতীয়া নাকান। কর্মকারকের সঙ্গত প্রয়োগগত আর রূপগত দিগত্ এই কারকের কোন তফাৎ পাই।

ক) নিবুধিয়াক গেয়ান দেইনা।

খ) নিধনীয়াক ধন আটে না।

উপরাত 'নিবুধিয়াক গেয়ান দেইনা' বাক্যত নিবুধিয়াক পদটাত্ সম্প্রদান কারক হইচে। আর 'নিধনীয়াক আটেনা' বাক্যত নিধনীয়াক পদত্ দ্বিতীয়া বিভক্তি যুক্ত হইচে।

অনুরূপ :— ক) ভিক্ষুকক ভিক্ষা দেক।

খ) ধোপাক কাপড় দেক।

এই দুইটা বাক্যত দেওয়ার মাঝত পার্থক্য মেলা। ধোপার ক্ষেত্রত কাপড় ফিরি পাওয়ার ব্যাপার থাকি যায়। কিন্তুক ভিক্ষুকের ক্ষেত্রত্ সেইটা হয় না। সেই বাদে অর্থর সাহায্যত্ সম্প্রদান কারক বুঝির নাইগবে। স্বার্থ ত্যাগ করি দেওয়ার ক্ষেত্রত খালি সম্প্রদান কারক হয়। অন্যথায় কর্মকারক।

অপাদান কারক

কোন জাগা থাকি বিযুক্ত, ভীত, চলিত, মুক্ত, উৎকর্ষ এইলা বুঝাইলে সেই জাগাত অপাদান কারক হয়। অপাদান কারকত পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

পঞ্চমী বিভক্তির চিহ্ন — থাকি, চায়া, হাতে, চাইতে তকা ইত্যাদি। এই শব্দগুলা কিন্তুক অব্যয়।

উদাহরণ— ১) কুচবেহার হাতে তুফানগঞ্জর দূরত্ব হইল ষোল মাইল।

২) রাম নাপরা থাকি বাঁচি উঠিল।

৩) ধনের চায়া মান বড়।

৪) মধুর চাইতে যদু ভালেমান ঢাঙা।

এই উপরার বাক্য চাইরটাত্ হাতে, চায়া এবং চাইতে অব্যয়গুলা পদের বিভক্তির সাথত্ যুক্ত হয়া অপাদান কারক সিজ্জাইচে। এইলাক অনুসর্গ কওয়া হয়। যেমন— নাপরা 'অ' বিভক্তির সাথত 'থাকি' অব্যয় শব্দর যোগ হইচে।

কুচবেহার—'অ' বিভক্তির সাথত 'হাতে'-র যোগ।

ধনের—'এর' বিভক্তির সাথত 'চায়া' অব্যয় পদের যোগ।

মধুর—'র' বিভক্তির সাথত 'চাইতে' এই অব্যয় পদের যোগ।

ভিন ভিন বিভক্তিতও অপাদান কারকের অর্থ পরকাশ পাওয়ার পায়।

যেমন— ১) মোর কুমির টুমিরের ভয় নাই।

ইয়াত 'কুমিরের টুমিরের' শব্দত 'এর' এই ষষ্ঠী বিভক্তি আছে। কিন্তুক ইয়াত 'হাতে' এই পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ নিহিত আছে। অর্থাৎ ষষ্ঠী > পঞ্চমী বিভক্তি।

২) ভুতক ভয় করি লাভ ?

ইয়াত্ 'ভুতক', এই শব্দত্ 'অক' দ্বিতীয়া বিভক্তি আছে। আর ইয়ার অর্থ হইল — ভুত হাতে ভয়। অর্থাৎ—ভুত হাতে ভয়। পঞ্চমী বিভক্তি।

৩) গছের ফল পড়ে।

গছের (এর) = ষষ্ঠী > পঞ্চমী। অর্থ = গছ হাতে ফল পড়ে।

৪) তিলত্ তেল পাওয়া যায়। তিলত্ (অৎ) = সপ্তমী বিভক্তি।

কিন্তুক তিল হাতে তেল পাওয়া যায় — এই অর্থও বুঝায়। সেই বাদে সপ্তমী স্থানত্ পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

৫) কাইন্টা কাইন্টা ভরা নদী।

অর্থাৎ—কাইন্টা কাইন্টা থাকি ভরা — পঞ্চমী স্থলে প্রথমা বিভক্তি।

অধিকরণ কারক

ক্রিয়ার আধারক অধিকরণ কারক কয়। অধিকরণ কারকত্ সপ্তমী বিভক্তি হয়। এই বিভক্তির চিন্ হইল্ অৎ, আৎ ইত্যাদি।

যেমন্ — রাম ঘরৎ গেইল, তিলৎ ত্যাল আছে,

ঐ জাগাগুলাৎ ভাল্ জল পাওয়া যায়।

চর্যাপদত ঃ— টালত মোর ঘর তাই পরবেষী।

হান্ডিত মোর ভাত নাই নিতি আবেসী।

টালৎ, হাড়িৎ—সপ্তমী বিভক্তি অধিকরণ কারক।

কোন কোন জাগাত্ বিভক্তির লোপ হয়—

যেমন্— মুই দেওবার কলিকাতা যাইম।

'দেওবার' = দেওবারত্ — 'অৎ' এই সপ্তমী বিভক্তি চিন্ উহ্য আছে। সেইবাদে এটি সপ্তমীর জাগাৎ প্রথমা হইচে। সপ্তমী—প্রথমা।

একশ বছর ধরি বাংলা ভাষার প্রভাবত কামতাপুরী বা কামতাবেহারী ভাষার বিভক্তির ব্যাপারত্ খানিক পরিবর্তন হইচে। অৎ-এর জাগাত 'এ' বিভক্তির প্রয়োগও দেখির পাওয়া যায়। বিশেষ করি গান বা দীঘলা শব্দ উচ্চারণত এই প্রয়োগ পন্ট।

আষাঢ়ও শাওন মাসে

দেওয়া ঝরে কানাই মধুর রসে

কেমন্ন করি হইম মুই দরিয়া পার।

মাসে— 'এ' বিভক্তি যুক্ত হইচে।

সম্বন্ধ পদ

বাক্যর বিশেষ্য, সর্বনাম পদের সাথত ক্রিয়াপদের সমন্বন্ধ না হয়া আন আন বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সাথত সমবন্ধ স্থাপন হইলে সেই পদক সমবন্ধ পদ কয়।

যেমন্— ১) রাম উয়ার বাড়ি যায়।

উয়ার বাড়ি = উয়ার সাথত বাড়ির সমবন্ধ। সেই বাদে 'উয়ার' সমবন্ধ পদ। এই বাক্যত 'যায়' এই ক্রিয়া পদের নগত 'উয়ার' এই সর্বনাম পদের কোন সাক্ষাৎ সমবন্ধ গড়ি ওঠে নাই। বাড়ী এই বিশেষ্য পদের সোদে এই সমবন্ধ।

২) গুনের ভাই লক্ষ্মণ যায়।

গুনের ভাই = বিশেষণের সোদে বিশেষ্যর সমবন্ধ।

সম্বোধন পদ

যাক ডেকা যায় তার উত্তর সম্বোধন পদ হয়।

উদাহরণ ঃ— ছাওয়া, এত্তি আইসেক। মাও, কোটে গেলু।

উপুরা বাক্য দুইটাৎ 'ছাওয়া' আরো 'মাও' সমবধন পদ।

সম্বোধন পদের সোদে ক্রিয়ার কোনয় সমবন্ধ নাই। সেইবাদে ইয়াক পদ কওয়া হয়া থাকে। সম্বোধন পদত প্রথমা বিভক্তি হয়। এই পদত্ আন কোন বিভক্তি না থাকাত মোট সাত পরকার বিভক্তিই ব্যবহার হয়া থাকে।

সংস্কৃত ভাষাত বিভক্তিগুলা পদের সোদে অবিচ্ছেদ্য সমবন্ধ মানি চলে।

যেমন্— রাম (প্রথমা বিভক্তি) রামস্ (দ্বিতীয়া বিভক্তি)

রামেন (তৃতীয়া বিভক্তি) রামায় (চতুর্থ বিভক্তি)

রামাৎ (পঞ্চমী বিভক্তি) রামস্য (ষষ্ঠী বিভক্তি)

রামে (সপ্তমী বিভক্তি)

কিন্তুক কামতাপুরী ভাষাত্ তৃতীয়া, পঞ্চমী বিভক্তি বোধক অব্যয় পদ ব্যবহার হয়া থাকে। এইলা মুল পদের সাথত অবিচ্ছেদ্য সমবন্ধযুক্ত নোওয়ায়। পৃথক স্বত্বা জীয়া রাখে। এই তানে ইমাক বিভক্তি পাঠত গণা যাবার পায় না।

যেমন্—তৃতীয়ার 'সোদে' 'দিয়া' ইত্যাদি।

পঞ্চমী 'সোদে' 'হাতে' 'তকা' 'থাকি' ইত্যাদি।

সম্প্রদান কারকত ব্যাগল কোন বিভক্তি না থাকাত্‌ ইয়াক পৃথক কারক বুলি ধরা ঠিক না হয়। দ্বিতীয়া বিভক্তির 'অক' 'আক' চতুর্থী বিভক্তির ক্ষেত্রত যোগ হয়। সেই বাদে চতুর্থী বিভক্তির পৃথক কোন অবস্থান হওয়ার পায় না। দান করা অর্থাত্‌ কর্মকারকের দ্বিতীয়া বিভক্তি এই নাকান হয়। এই বাদে পৃথক সম্প্রদান কারক স্বীকার করার দরকার কি?

মূলত কারক তিন ঢকের ধরা যাবার পায়:—

১) কর্তৃকারক ২) কর্ম কারক ৩) অধিকরণ কারক

করণ কারক আর অপাদান কারকক পদ কইলে যেনে ঠিক কওয়া হয়। কারণ ক্রিয়ার সাথত কারক পদলায় কোনয় সমন্ধ থাকির পায় না।

যেমন:—হাত দিয়া ডাঙ্গায়। নাটি দিয়া মারে।

হাত বা নাটি — এই পদগুলার সাথত দিয়া এই বিভক্তির সম্বন্ধ। কিন্তুক দিয়া ক্রিয়াপদ নোঙায়। সেই বাদে ইয়াক করণ কারক কওয়া না যায়।

ঐ নাকান অপাদান কারকত্‌ 'হাতে', 'থাকি', 'তকা' ইত্যাদি বিভক্তিগুলা ক্রিয়া নোঙায়। যার ফলত অপাদান কারকক কারক কওয়া না যায়।

যেমন—গছ থাকি পড়িল। কালি হাতে আসিম। গেরাম তকা গেইচে।

ক্রিয়ার সাথত সমন্ধ না হওয়াৎ এইলাক পদ-এ কওয়া ঠিক।

কিন্তুক ইংরাজীত ক্রিয়ার সাথত সমন্ধ না হইলেও কারক হওয়ার পায়।

যেমন— i) By Ram (Instrumental case)
ii) From the tree (Ablative case)
iii) Ram's brother (Possessive case)

কিন্তুক সংস্কৃতানুযায়ী ভাষালাত ইংরাজীর এই নিয়ম প্রযোজ্য হওয়া উচিৎ কাজ হবার পায় না।

সমাস

দুই বা বহুপদের এক পদত পরিণত হওয়াক সমাস কয়। সংস্কৃত ভাষাত সমাস অপরিহার্য। কিন্তুক প্রাকৃত ভাষালাত পদলার ব্যাগল ব্যাগল অবস্থান-এ বেশী দেখা যায়। কামতা পুরী ভাষাত এই নিয়ম চলা।

যেমন— বাপ ও মাও = বাপ মাও

বাপ-মাও হইবে না। যেমন— ছাওয়া পোয়া, রাম সীতা।

সেই বাদে দ্বন্দ্ব সমাস এই ভাষাত বেশী দেখা যায় না।

তৎ পুরুষ সমাস

এই সমাসের পূর্বপদের বিভক্তির লোপ হয়। কিন্তুক লোপ পাইলেও পর পদের সাথত একপদত পরিণত হয় না।

যেমন:—১) এমন করি দুঃখ দিস ক্যানে?

দুঃখক দিস = দুঃখ দিস। এই জাগাত 'অক' বিভক্তির লোপ। কিন্তুক 'দুঃখ দিস' এক পদত পরিণত হয় নাই।

২) 'গছের পাকা ফল' আর 'গছ পাকা ফল' — দুই নাকান ব্যবহার হওয়ার পায়।

গছের পাকা ফল —'এই বাক্যত গছের এই ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ নাই হয়। ফলত সমাস হয় নাই। কিন্তুক 'গছত পাকা ফল' — এই ভাবত সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হওয়ার পায়। কিন্তুক এমন প্রয়োগ সংস্কৃতের অনুকরণত ব্যবহৃত হয়।

৩) মোর বাঘের ভয় নাই।

সংস্কৃতে — ব্যাঘ্র ভয় = ব্যাঘ্র হাতে ভয় — পঞ্চমী তৎপুরুষ। কিন্তুক কামতাপুরী ভাষাত্‌ ব্যাঘ্রভয় বা বাঘভয় বুলি কোন শব্দর ব্যবহার দেখির পাওয়া যায় না। কাজে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস কইলেও সেটা হইবে কষ্টকল্পিত।

৪) মানষিটার ধনের লোভ আছে।

'ধনের লোভ' এবং বদলিত 'ধনলোভ' করা যাবার পায়। 'ধনলোভ' সংস্কৃতের অনুকরণত করা যাওয়ার পায়। কিন্তুক এটা এই ভাষাত অচল।

৫) মোর এলা দুস্কের দিন।

'দুস্কের দিন'—এর বদলিত দুস্ক দিন করা যায় না। সংস্কৃত: 'দুর্দিন' শব্দর চল আছে।

কর্মধারয় সমাস

বিশেষণ আরো বিশেষ্য পদের সমাস হইলে যদি বিশেষ্য পদের অর্থয় প্রাধান্য পায় তা হইলে সেই সমাসক কর্মধারয় সমাস কয়। বিশেষ্য বিশেষণেও কর্মধারয় সমাস হয়।

সংস্কৃত: কর্মধারয় সমাসের উদাহরণ—

নীলোৎপল, তুষারধবল, মহাবীর ইত্যাদি।

কামতাপুরী ভাষাৎ ইয়ার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়—

বিশেষ্য ও বিশেষণে ঃ— টেংয়া আম, ছনুয়া বাড়ী, দনুয়া রাজা।

কর্মধারয় সমাস— ১) টেংয়া যে আম। ২) ছনুয়া যে বাড়ী।
৩) দনুয়া যে রাজা।

বিশেষণে বিশেষণে— মাই মুসুরী, ঘ্যান ঘুগুরী, জালাং জালাং, ইচিং বিচিং, ঢুসুম ঢাসাম, ন্যালোৎ প্যালোৎ, আজাং গাজাং, প্যান্যেৎ পোন্যেৎ।

বিশেষ্যে বিশেষ্যেও কর্মধারয় সমাস হয়— কুমার সাইব, মাহুত বন্ধু, গাড়িয়াল ভাই, বাজার দর ইত্যাদি।

যায় কুমার তায় সাইব। যায় মাহুত তায় বন্ধু।
যায় গাড়িয়াল তায় ভাই। বাজার যে দর।

বহুব্রীহি সমাস

যেইলা পদের সমাস হয় সমাস বদ্ধ পদত ঐলার অর্থ না বুঝিয়া আন পদের অর্থক প্রধান ভাবত বুঝায়, তাক বহুব্রীহি সমাস কয়।

যেমুন— দশানন। দশ আনন যার — রাবন।

ব্যাসবাক্যের 'দশ' আর 'আনন' এই দুই পদক না বুঝিয়া সমস্ত পদত রাবনক বুঝায় যা হইল অন্য পদ। সেইবাদে ইয়াক বহুব্রীহি সমাস কয়।

বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ— নিখাত খাতি, দশ হাতি, সোনামুখী, নিসাঙাতি, সিকটানাগা, খোটকে খাওয়া, ধান্দা নাগা, ঘড়িয়ালডাঙ্গা, হাতি ডোবা, সিয়ানি ভেল্টা, কুজল-ঢ্যাং ইত্যাদি।

নিখাত খাতি— নিখাত হয়াও খাতি যায়। (খায়না এমুন ভাবত খায় যায়)

দশ হাতি— দশ হাত জোখা যে লমবা। (দড়ি বা কাপড়)

নিসাঙাতি— নাই সাঙা (অভিভাবক) যার।

সোনা মুখী— সোনার রঙের নাকান মুখ যার।

সিকটা নাগা— সিকটা (শুকান অবস্থাত যার দেহা) তায় সিকটা নাগা (সিকটা যার দেহা)

ধান্দা নাগা— ধান্দা নাইগুচে যার।

গোবর নেটা— গোবর নেটায় যায়।

সিয়ানি ভেল্টা = সিয়ানি (নাকের কফ) যায় মাখে।

কুজল ঢ্যাং— কুজলের নাকান ঢ্যাং ধরে যায়।

হাতি ডোবা— হাতি ডুবিচে যেটি (খাল বা নদী)।

দিগু সমাস

সংখ্যা বাচক শব্দ আগত থাকিয়া যে কর্মধারয় সমাস হয় এবং সমাহারাদি অর্থ পরকাশ করে তাক দিগু সমাস কওয়া হয়।

সমাস বদ্ধ পদ যেলা সমষ্টি বুঝায় সেলা সমাহার দিগু সমাস হয়।

উদাহরণ :— পাচ কইনা, তিন আলি, তেমাথা, পঞ্চ গুড়ি, ত্রিফলা, তিন দিনিয়া, এক মাসিয়া, দোমাসকি।

পাচ কইনা— যে পালা গানত পাচ কইনার কথা কওয়া হইচে।

তিন আলি— তিন আলি (রাস্তা) মিলিচে যেই জাগাত।

তেমাথা— তিনটা মাথা যেটি থুনা মিশিচে।

পঞ্চগুড়ি— পঞ্চগুড়ির (গুড়ার) সমাহার।

ত্রিফলা— ত্রি (তিন) ফলের সমাহার।

এক মাসিয়া— এক মাসের বয়স / সংকল্প।

দোমাসকি— দুই মাসের পাছত যে কাজ।

অব্যয়ী ভাব সমাস

অব্যয়ীভাব সমাসত অব্যয়ের অর্থ প্রধান রূপত প্রতিয়মান হইবে আরো পূর্ব পদটা হইবে অব্যয়। সামীপ্য, বীপ্সা, অনতিক্রম, অভাব, সীমা, পশ্চাৎ, সাদৃশ্য, বৈপরীত্য প্রভৃতি অর্থ্য অব্যয়ী ভাব সমাস হয়।

সামিপ্য— কূলের সমীপত — উপকূল

বীপ্সা— বারে বারে প্রয়ত্ন বুঝাইলে বীপ্সা হয়—

দিন দিন — প্রতি দিন, ঘর ঘর — প্রতিঘর।

অনতিক্রম— সম্ভবক অতিক্রম না করি — যথা সম্ভব।

অভাব— ভাতের অভাব — হাভাতিয়া।

উদাহরণ— লক্ষ্মী না যায় হাভাতিয়া পাড়া

দয়ার অভাব — নিদয়া। উদাহরণ— তুই মোরে নিদয়ার কালিয়া রে।

সামালের অভাব — বেসামাল

ফাসের অভাব — বেফাস

অবধি— মরণ পর্যন্তক — আমরণ উদাহরণ— আমরণ মোক জ্বালাবু।

লিপি

ভারতবর্ষত ব্রাহ্মী লিপি প্রাচীনতম লিপি। এই লিপি থাকি যাবতীয় লিপির সিরজন। কিন্তুক পন্ডিত ম্যাক্স মুলারের মতে এই ব্রাহ্মী লিপির আগোত আর এক কিচিমের লিপি আছিল যাক যবনী লিপি কওয়া হইছে। গ্রীকগুলাক যবন কওয়া হইছে। উমার ব্যবহার করা লিপি এই লিপি। ম্যাক্সমুলার কৈছেন যে যবনী লিপির প্রভাব ব্রাহ্মী লিপির উপুরা পড়িছিল। কারণ পানিনির আগোত এই যবনী লিপির ব্যবহার আছিল।

কিন্তুক এই মতের বিরুদ্ধবাদী ফাইক পন্ডিতে কৈছেন যে গ্রীকলা আসিবার ভালুদিন আগোতে এমুনকি নয়া আর্যলার এই দ্যাশত আসিবার ভালুদিন আগতে এই দ্যাশত আল্পীয় আর্যলার বাস আছিল। উমাক পনিস কওয়া হৈছে। পাছোত উমরা নয়া আর্যলার খেদান খায়া পশ্চিম এশিয়া যায়া বসবাস করা শুরু করিল। অটিখিনা উমরা পনিসীয় জাতি বুলি পরিচিত। উমরা এক লিপি ব্যবহার করিছিল। সেই লিপিটায় হৈল পনিসীয় লিপি। এই লিপি খৃষ্টপূর্ব ৮ম শতাব্দীত পূর্বভারতত সোন্দায় এবং ব্রাহ্মী লিপি সিরজনত সাহায্য করে। সিন্ধুসভ্যতাও এই পনিসীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হইছে।

ভারতবর্ষর চালু লিপিলার মোটামুটি এক সাধারণ গোত্র থাকি উপজন। কামরূপের বা প্রাচীন কামতার লিপি এক-এ ঠাঁই থাকি উপজিলেও ইঙার বৈশিষ্ট্য প্রাচীন কাল থাকি দেখির পাওয়া যায়। দেবনাগরী লিপি রামায়ণ ও মহাভারতের আগতে এই অঞ্চলত সেন্দোইলেও এই অঞ্চলের প্রাচীন লিপিক গোটালে গিলি থুবার নাই পায়।

---

1. The scholars of tyre always maintained and it was accepted by the Greek historians also, that the phonecians went to the east coast of the Maditerranians from the east via sea. The Rigvedia Evidences indicate the origin of the Phonecians. The lack of similarities between the Phonecian Alphabets and the semetic characters of western Asia also

ঐতরেয় ব্রাহ্মণের 'চরৈবেতি' মন্ত্রত্ আমরা বৈদিক ব্রাহ্মণলার চলার বা [2]ভ্রমণের কাহিনী জানির পাই। বৈদিক ব্রাহ্মণলা পশ্চিম সমুদ্র থাকি পূর্ব সমুদ্র তক ভ্রমন করিছিল। 'চলায় সমৃদ্ধির ঘাটা এবং বসি রওয়ায় ধ্বংসের ঘাটা' — এই বিশ্বাস আর্য্য ঋষিলার মাঝত আছিল্।

ঋষি বৈশিষ্ঠ্য আরো বৌদ্ধায়নের ধর্মশাস্ত্রত উমার পরস্পর আলোচনাত আর্যাবর্তের উল্লেখ পাওয়া গেইছে। সেই আলোচনাত্ গোট-গোট করি কওয়া [3]হৈছে যে, পশ্চিমে সিন্ধুনদের উপত্যকা আরো পূব পাকে সূরজ উদয়ের দ্যাশ যেটি কালা হরিণ সোগ সমায় দেখা যায় — সেই জাগা হইল্ আর্যাবর্ত। অর্থাৎ পশ্চিম পাকে সিন্ধু নদের উপত্যকা হাতে পূব পাকে পৌরাণিক কামরূপের পূব সীমা তক আছিল্ আর্য্যলার চলাফেরার দ্যাশ। যাজ্ঞবল্ক আরো 'মানব ধর্মশাস্ত্রত্' আর্যাবর্তের এমুনে সীমা দেওয়া আছে।

এই আর্যাবর্তত বৈদিক ঋষিলা তপস্যা কইরুছেন। ব্রহ্মচারীলা জলপূর্ণ ঘটি হাতত নিয়া এই প্রাচীন কামরূপতে তপস্যা কইরুছেন। অথর্ববেদত কওয়া হৈছে যে, ঢাঙা দাড়িওলা ব্রহ্মচারিলা সমিধ খুটা হাতত্ নিয়া, কালা হরিণের ছালটা পিন্দিয়া আর্যাবর্তের এই অঞ্চলতে সাধনা কইরুছেন। পূব থাকি উত্তর কাইন্টা — এই অঞ্চলত ওলামেলা করি ঘুরি বেড়াইছেন। খালি ইমরায় নোঙায় দেবতালাও ব্রহ্মচারীলার নগত্ যোগ রক্ষা কইরুছেন। শতপথ ব্রাহ্মণত কওয়া হইছে যে, আর্যাবর্তর পূবপাকে দেবতালার বাসস্থান আছিল্।

খ্রীষ্ট পূর্ব ৭ম বা ৮ম শতাব্দীত্ বৈদিক ভাষা এবং উঙার পাছোত সংস্কৃত ভাষা কামরূপত সোন্দাইলেও এই জাগার লৌকিক ভাষার চল বন্ধ নাই হয়। কঠিন বৈদিক আরো সংস্কৃত ভাষা কবার না পায়া লৌকিক ভাষার চল

suggests that the Phonecians were immigrants there from outside. Thus it became very probable that phonecian Alphabets were carried from India to the shores of Meditcrranian.

From : R.B. Pandey's book Indian 'Palaeography'. P.—42.

হইছিল। এই লৌকিক ভাষা পাছত্ লিখিত রূপ নিছিল। এই জাগার প্রাচীন শিলা লিপিলা, মুদ্রালা আরো পাণ্ডুলিপিলা প্রমাণ দেয় ইঙার লিখিত রূপের। তেজপুরত্ ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর পাখে উদ্যানত শিল থাম্বার উপরা কতলা লেখা ১৯৭৭ সালত্ দ্যাখার সৌভাগ্য মোর হৈছে। সেইলার পঠোদ্ধার করির যায়া বহু পন্ডিত হেরাসনি পেরাসনি ভুগছেন। কিন্তু ঠিক নাখান পাঠোদ্ধার ঐলার আজিও নাই হয়। এই ঢক প্রাচীন কামরূপের নানান অঞ্চলত্ সুপ্রাচীন শিলালিপি, মুদ্রা, তাম্রলিপি প্রভৃতি ছিল্লি আছে এটিসেটি। তেঙু সুপ্রাচীন লিপির ওনাষ বেশি পাওয়া না গেইলেও ৭ম শতাব্দী আরো ইঙার পাছের শতাব্দীলাত্ এই জাগাত্ নানা ঢকের লিপি পাওয়া যায়

এই লিপিলাক মেলা নামত ভাগ করা হৈছে। যেমুন উমাচল লিপি, বর গঙ্গা লিপি, ভাস্কর লিপি, হর্জর লিপি, বনমালা লিপি, বলবর্মন লিপি, রত্নপাল লিপি, ইন্দ্র পাল লিপি ইত্যাদি। এই লিপিলার একটার নগত আর আর একটার খানেক মিল থাকিলেও পার্থক্য কম নোঙায়। নাগর লিপি ও মৈথিলী লিপির প্রভাব এই লিপিলার উপুরা পইড়ছে। ১৬শ শতাব্দীত্ মহারাজ নর নারায়ণ-এর প্রচলিত মুদ্রাত আঁকা লিপিত নাগর লিপির প্রভাব দ্যাখা যায়।

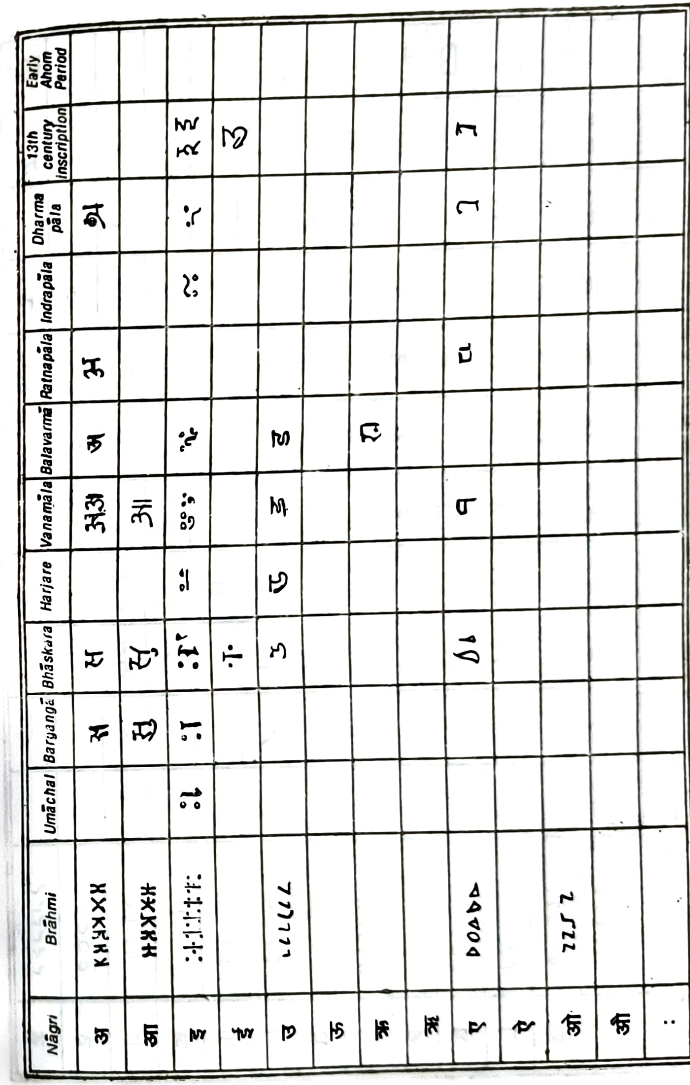
খালি এইটায় নোঙায়, এই জাগাত ২০০ / ২৫০ বছরের পুরানী পুঁথিলাতও (ভালে কয়খান সংগ্রীত আছে) উপুরাত উল্লিখিত লিপিলার প্রভাব জীয়া আছে। তবে যেমন মৈথিলি লিপির প্রভাব কুটিল লিপির উপুরা পইড়ছে, ঠিক সেই নাখান কামতা পুরী ভাষার লিপির উপুরাও পইড়ছে। এই প্রভাবের কারন হৈল যে, কামরূপের সীমা বিহারের কোশী নদী তক ওসার আছিল। তার বাদে মৈথিল কৃষ্টি আরো সংস্কৃতি এই অঞ্চলত পুরাণী কালত সোন্দাইছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দত। সেলা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাত্ পড়ে উত্তরবঙ্গ আরো আসাম এলাকা। এই বাদে কুটিল লিপি সোন্দায় এই এলাকাত। কিন্তুক ত্যাঙো এই অঞ্চলের

প্রাচীন লিপি একেবারে ভুক্তি না যায় — বত্তি-বাঁচ থাকে নানান লেখাইয়ার নানান লেখাত। আর কুটিল লিপি শিক্ষা নিকেতনলার সৌজন্যত সহজ ভাবত চালু হবার ধইরছে। এই "কুটিল" আধুনিক কালের আবিস্কৃত একটা নয়া লিপি। ইণ্ডার আবিস্কারক হৈল উলকিন্স সাইব। দিনাজপুরোত পাওয়া লিপি সংস্কার করি সিৰজন হয় এই লিপির। পাছোত পঞ্চানন কর্মকার এই লিপিলার ডাইস গড়ান। এই কুটিল লিপি সিৰজনত এই কামতাপুর অঞ্চলর পরভাব স্বীকার করাই খাইবে।

২। বাতস্যাশ্বো বায়োঃ সখাথো দেবোষিতো মুনিঃ
উভৌ সমুদ্রাবাক্ষেতি যশ্চ পূর্ব উতাপরঃ ।। (৪ ঋগ্বেদ)
অনুবাদ :— বায়ুঅশ্ব আরো বায়ুসখা মুনি দেবতালার অনুপ্রেরণা পায়া দোনোজনে পূর্ব সমুদ্র থাকি পশ্চিম সমুদ্র ভ্রমন করে।

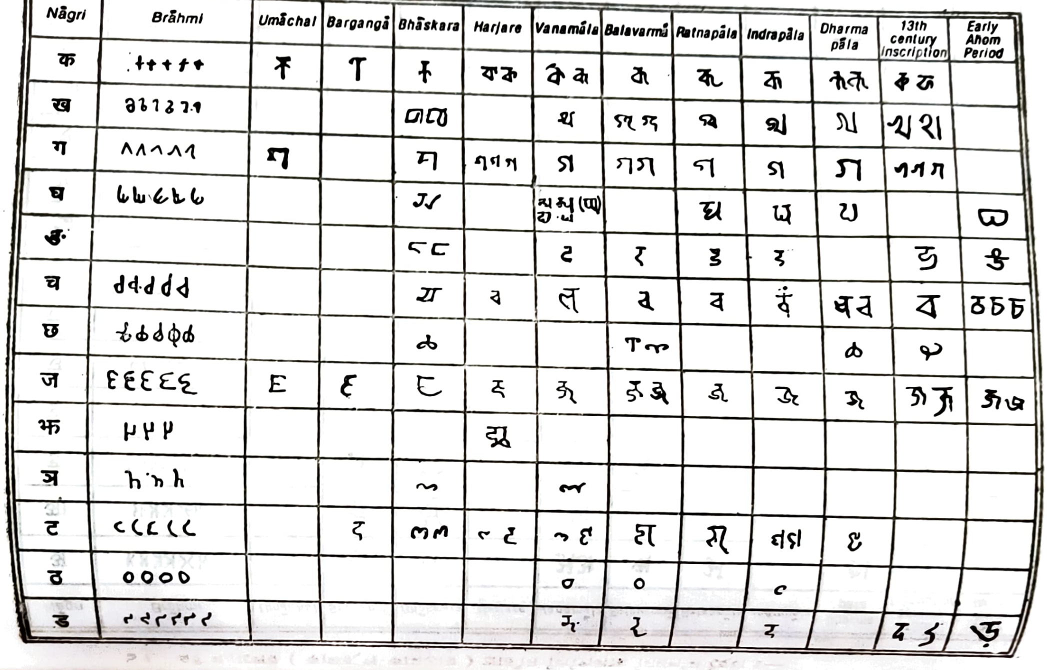
৩। কৃষ্ণঃ সারন্ত চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
সঃ জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়ো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ ।। (২৩/১ মাঃ ধর্ম শাস্ত্র)

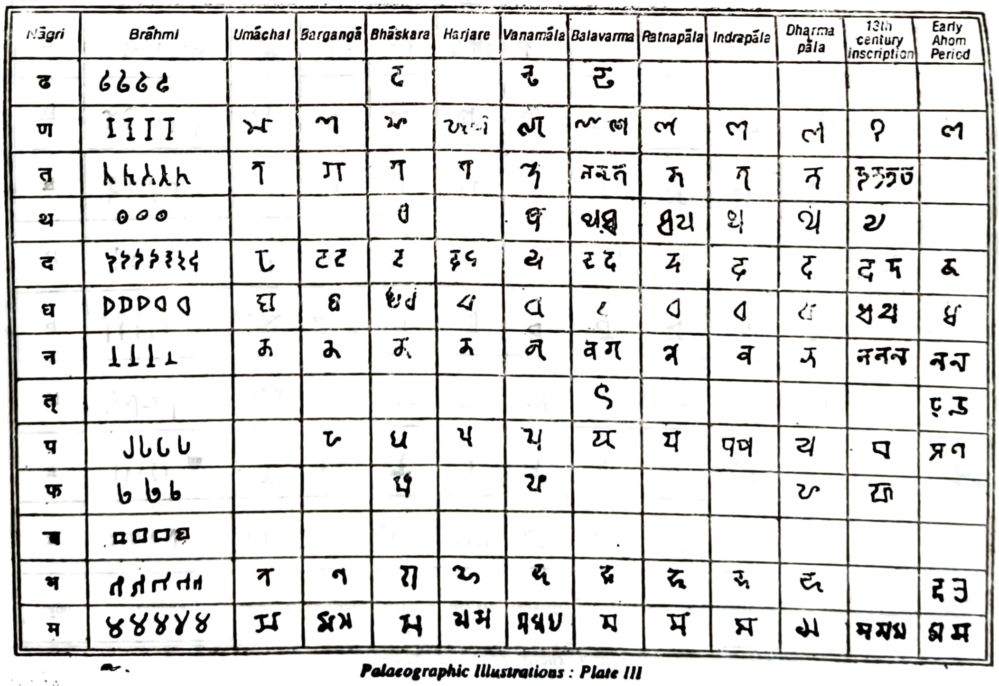
১। এই ময়ালের (কামরূপ-কামতার) প্রাচীন লিপিলার নিদর্শন হৈল :—



Palaeographic Illustrations : Plate I

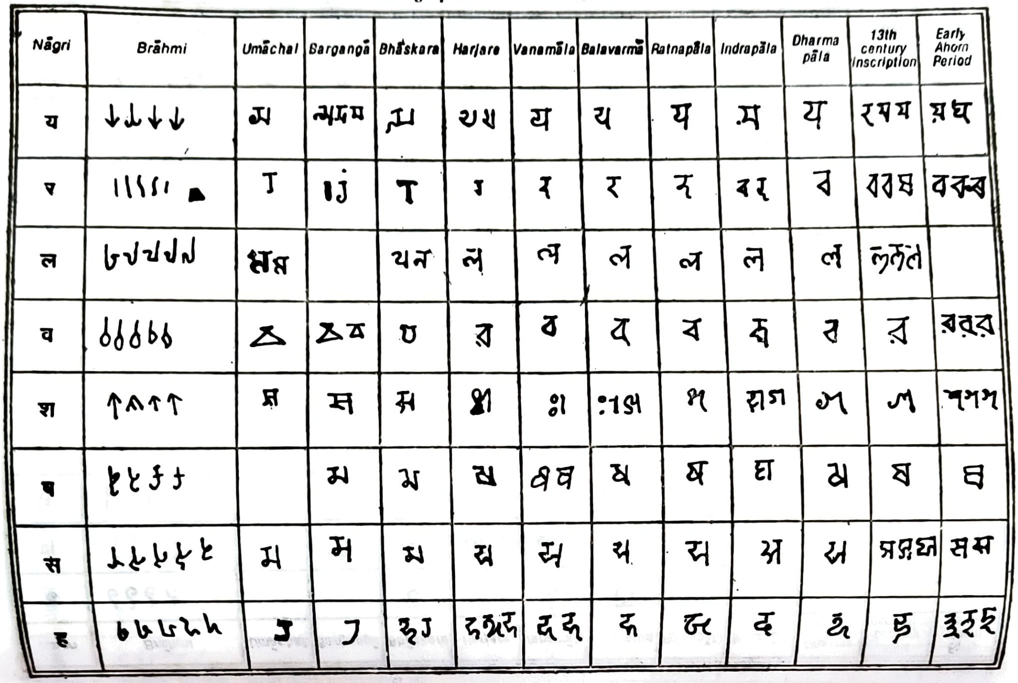
Palaeographic Illustrations : Plate II

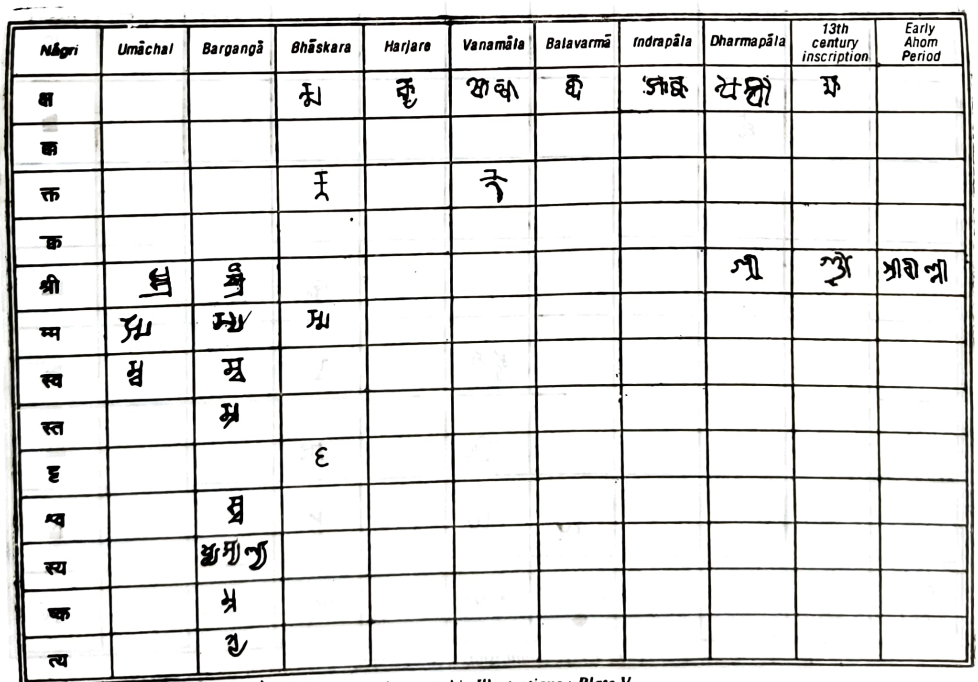




Palaeographic Illustrations : Plate III

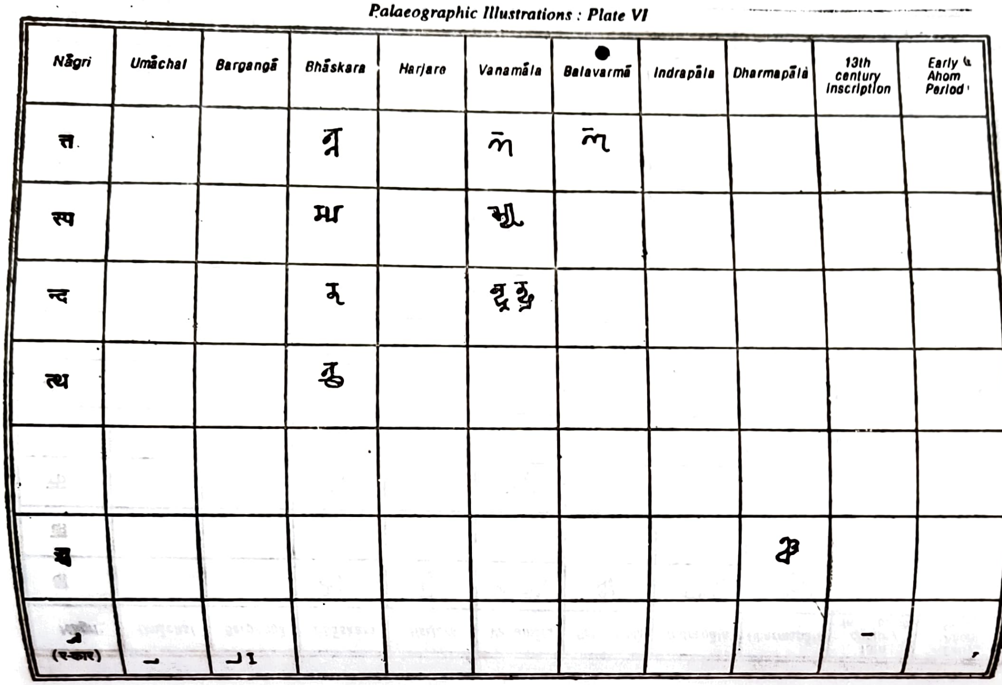
Palaeographic Illustrations : Plate IV

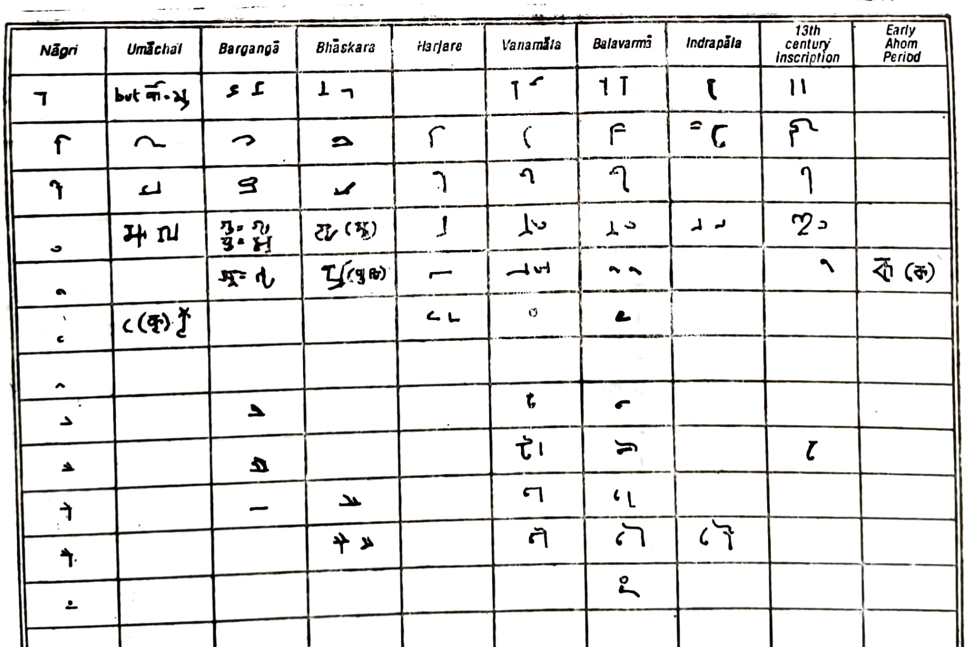




Palaeographic Illustrations : Plate V

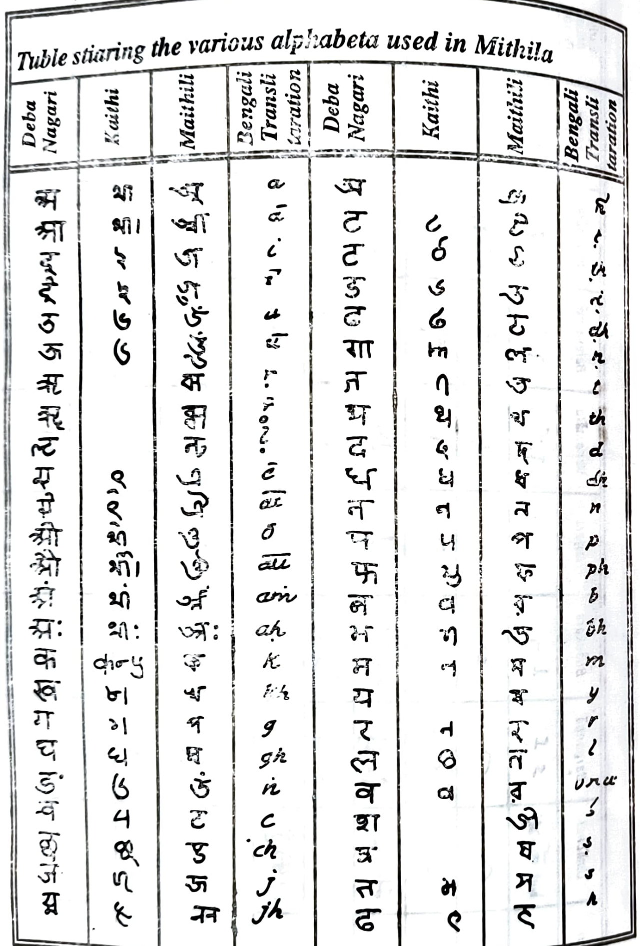
Palaeographic Illustrations : Plate VI





Palaeographic Illustrations : Plate VII

See APPENDIX



The semi vowel a is not used by Kayasths in writing Mathula the vowels being Substituted fornt

কামত্তাপুরী ভাষার লিপির রূপ

কামরূপের লিপিলা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর শ্যাষত খানেক নয়া ঢক্ নিচে। সপ্তদশ থাকি উনবিংশ শতাব্দীতক্ পান্ডুলিপিলাত ঐ লিপিলার নয়া ঢকের হিস্যা মেলে। বৃটিশ সরকারের পরামর্শত আরো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমত উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী থাকি স্কুল কলেজত এমনকি সরকারি কার্যালয়ত বাংলা হরফ সোন্দায়। সেইবাদে এই ঠাকার পুরাণী লিপিলা পরায় তলেয়া যাবার ধরিল। খালি পান্ডুলিপিত্ বান্দা পড়ি থাকিল ঐলা।

সেইলা লিপিক (হরফক্) কামতাপুরী ভাষার আগিলা দিনের লিপি বুলি ধরি নিবার পাই। অপর পাতাত্ লিপিলার নমুনা দেওয়া হইলেক।

স্বরবর্ণ —

অ আ ই ঈ উ ঊ
ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ
ও ঔ অং অঃ

ব্যঞ্জন বর্ণ —

ক খ গ ঘ ঙ
চ ছ জ ঝ ঞ
ট ঠ ড ঢ ণ
ত থ দ ধ ন
প ফ ব ভ ম
য ৱ ল র শ (স)
ষ স হ ক্ষ ড়
ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ

কামতাপুরী ভাষা সাহিত্যর প্রাচীন নিদর্শন

এই ভাষার সাহিত্যক তিন পর্যায়ত ভাগ করির পাওয়া যায় ঃ—

১) প্রাক্ নরনারায়ণ যুগ — অষ্টম শতাব্দী হাতে —চতুর্দশ শতাব্দী তক্।
২) বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণ যুগ — পঞ্চদশ হাতে—সপ্তদশ শতাব্দী তক্।
২) আধুনিক যুগ — অষ্টাদশ শতাব্দীর পাছত থাকি আরম্ভ।

প্রাক্ নরনারায়ণের যুগক দুই ভাগত ভাগ করির পাওয়া যায় ঃ—

(ক) ১) চর্যাপদ ২) গোন্নাথের গান
(খ) ৩) গোপী চন্দ্রের গান / ময়নামতির গান।
৪) প্রহ্লাদ চরিত্র / কবি হেম সরস্বতী।
৫) মহাভারত / হরিহর বিপ্র।
৬) জয়দ্রথ বধ / কবিরত্ন সরস্বতী।

গোন্নাথের গান (গোরক্ষনাথ)

চর্যাপদের অব্যবহিত পরত এই গানগুলার সিষ্জন বুলি কওয়া যায়। কিন্তুক চলমান এই গানগুলা অলিখিত অবস্থাত থাকায় ইয়াত শব্দবিকৃতি অধিক মাত্রাত ঘটি গেইচে। তেঙও এইলার মূল কাঠামো আইজও টিকি আছে। নাথ ধর্মের সাথত এই গানের সমন্ধ আছে বুলি কওয়া যায়। গোরক্ষনাথ বা গোন্নাথের পূজাত — বাড়ীতে বাড়ীতে গান গয়া ভিক্ষা মাগা হয় — তাকে দিয়া 'গোন্নাথ' ঠাকুরের পূজা হয়।

আমার পিতৃব্য ৺ভুবনেশ্বর বর্মার কাছ থাকি মেচকোকা গ্রাম নিবাসী খোকা বর্মণ এই গান যোগার করিছিল। উঙার কাছত থাকি গানগুলাক তুলি নেওয়া হইল। গরুর সুস্বাস্থ্য কামনাত এই গান গয়া মাগন করা হয়। তাকে দিয়া গো-দেবতার পূজা হয়। দুধ, দৈ, চুড়া, কলা এইলা উপকরণ দিয়া পূজা হয়। 'গোয়ালী' পূজাও ইয়াক কওয়া হয়। এই অঞ্চলত এই পূজা আর গানের বাহার দেখির পাওয়া যায়।

গানগুলার নমুনা দেওয়া হইল ঃ—

(১)

থুবে নানা থুবে সাজে
কানা করি ঝুমুর বাজে
বাজুক ঝুমুর বাজুক তাল
এই গিরিটা দেখির ভাল
দেখির ভালা ছোটেরে
গীত্যানি ভালা কাটেরে।
কেনে গীত্যানী বিরস মন
আমাক দিবেন কতই ধান।
খাবার চাই না নিবার চাই
গোন্নাথ পুজিবার চাই।
গোন্নাথ গেইল গাঙের কূল
পিন্দি আসিল সুন্দি ফুল।
সুন্দি না হয় ভত্তমান
হাসিয়া হাসিয়া কর দান।
থুবে।

(২)

থুবে নানা থুবে সাজে
কানা কড়ি ঝুমুর বাজে
বাজুক ঝুমুর বাজুক তাল
এই গিরিটা জগৎ মাল
জগৎ মালের উনিঝুনি
সোনা বান্দং পাচ কুড়ি

সোনারে বেরুয়া বান
আসদুয়ারে লেখং হাল
হাল লেখিয়া লেখং পায়রা
পায়রা হইল বত্রিশ জোড়া
পায়রারে ডাক শুয়া
আমার গরু খায় গুয়া
গুয়া খায়া তার নাখায় চুন
সেগুয়ার কিবা গুণ,
অদিয়া গেইল বাশামপুর
বাশামপুরের পাইক পাড়া
তিন ছয় আঠার ঘোড়া
ঘোড়ায় ঘোড়ায় জুঝাইলু
বাইশ বলদা হারালং
বাইশ বলদা গাজিগুজি
অবডায়াং করি কি ?
ঘারে মুরে শান্তি !
থুবে ... ।

(৩)

আইলাম রে অরণে
মাও লক্ষ্মীর চরণে
মাও লক্ষ্মী দিবে বর
ধান কড়ি ঘর কর
ধান না দিয়া দিবে কড়ি
তাক করিম মুই নরি ঝরি

নরি ঝরি করিম রে
সোনার কড়ি পাইম রে
সোনার কড়ি রুপার ফাল
ঘরজেয়া বেটা বয় হাল
হাল থো পাল থো
চালের বাতাত পেন্টি থো
অধিয়া যা ঘরের পাচ
কাটিয়া আনেক মাঝি পাত
ঢালিয়া দেং বলবলা ভাত
বলবলা ভাতে রাখাল কাজি
বুকের মাঝি হাড়ুয়া টারুয়া
তাতে চড়ি আছে নয় কুড়ি কাউয়া
নয় কুড়ি কাউয়াক মারিম রে
দশ বামুনক ভোজাইম রে
দশ বামুন নেবিরি
গিরির বৌ থেবিরি
খায় দায় বিলাই দোষে
ভাল ঠুমাটা আপন পোষে
ভাল ঠুমাটা না পায়া
বিলাইক মাইরলেক থ্যাবগেয়া ।
থুবে ... ।

(৪)

হ ন্যারে হণ্যি
ধান খায় গণ্যি

ধান খায় আর গোদগোদায়
আইল পাতার পুজিবার চায়
বিশ করম পুজিয়া
বিশ করমের বিশালাভে
আজকা লাভে খাড়া লাভে
খাড়া লাভে আইনলেক ধান
মাইগ্যের ব্যাটা বাড়া বান
খুদি খাইশ তা মালাই আন
মালাই নিয়া গেইল শিয়ালে
বুড়া মইল বিয়ানে
বুড়া মইল ভালে হইল
দাগিলা নেতা পড়ি রইল।
থুবে —।

(৫)

আইলামরে গাইরস্থের বাড়ী
ভোজকুড়াখান কলাবাড়ী
কলা বাড়ীর ধওলা নাউ
তাৎ চড়িয়া নুন ফেলাও
নুন কেনে রসাইয়া
ছয় কুড়ি চম্পা ভাসাইয়া
ছয় কুড়ি চম্পার নয়কুড়ি ফুল
নারীর মাথাৎ নাই চুল
যেবা নারী ফুল পেন্দে
ছেদার কাটায় কান ফোড়ে

ছেদার কাটা লোহারি
মাগিয়া পাইল ধান বিশ
ধান বিশা বিশ পায়রে
ভেন্ডি রইলেক চায়ারে
ভেন্ডির মাইয়া মাইরলেক ঠার
আর না আসিবে তার ভাতার
থুবে —।

এমুন আরো এই গানের দীঘলা অংশ আছে।

কাওয়ালী সম্প্রদায় গোরক্ষনাথের গান করে। উমার গোরক্ষনাথের গান গয়া চাউল সইরস্যা ভিক্ষা করি বেড়ায়। গোয়ালী ঘরের দুয়ারত বসি উমরা গান করি থাকে। কিন্তুক উমার গানের সাথত এই অঞ্চলের গোন্নাথের গানের ফারাক দেখা যায়। মালদহ, দিনাজপুর থাকি এই কাওয়ালীর ঘর এই জাগাত আসি গান গয়া ভিক্ষা করে। কাওয়ালী ঘরের গানের কয়টা পংক্তি ঃ—

শনিবারে মঙ্গলবারে গোবর বিলায়
তার গইলের গরু ছাড়িয়া পালায়।
গোবর গোলাইতে নারী করে ঘিন ঘিন
তার গইলের গরু টিকে অল্প দিন।
গুয়া খায়া যেবা নারী গোয়ালতে যায়
সেই গইলের গরুর রক্তসাব হয়।
ধান দিতে চাউল দিতে যায় কইরবে মানা
আগা হালের গরু সউগ হইবে কানা।

এমুন নিয়ম নীতি বাখানি গান করি কাওয়ালী ঘর বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করি বেড়ায়।

গোপী চন্দ্রের গান / ময়নামতী / মানিক চন্দ্রের গান ঃ—

এই গানের উৎপত্তি কালনিয়া মেলা মত দেখির পাওয়া যায়। এই গান প্রাচীন কামতাপুরের বিভিন্ন জাগাত মানষির মুখে মুখে চালু আছিল। ১৮৭৮ অব্দত স্যার গ্রীয়ারসন এই গান সংগ্রহ করি এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালত্— 'মানিক চান্দ রাজার গান' নামত পরথম সংকলন করিছিল। তার পাছত ১৯০৮ সালত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য এই গানের আর এক পাঠ সংগ্রহ কইরলেন। এই গান — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকাত পরকাশ পায়। ইয়ার পাছত ভবানী দাস আরো সুকুর মামুদ গোপী চন্দ্রের গান নামত দুইখান পুস্তক পরকাশ করেন।

১৯২২ শে বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্যের 'গোপীচন্দ্রের' গান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরকাশ পায়। ৺হেমন্ত কুমার বর্মার মতত এই গ্রন্থখানের প্রথম খন্ড উত্তর বঙ্গের ভাষাত রচিত হয় — আর দ্বিতীয় খন্ড মিশ্রিত ভাষাত সম্পাদিত হয়। ইয়ার কারণ হইল সংকলক এই অঞ্চলের লোক নোঙায়।

সময় বা কাল ঃ—

ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন কইচেন — এই গান খ্রীষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীত উপজিছিল। উমার এই মত মানির পাওয়া যায় না। এই গান ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্যাষের দিকত উপজিছে বুলি কওয়া যায়। কারণ হইল এই গানের মধ্যত দেখা যায় রাজা মানিক চাঁদের রাজ্যত পরজাগুলার সুখ শান্তির নেখা জোখা না আছিল। জমির খাজনা আছিল 'হালখানায় দেড় বুড়ি কড়ি'। "খেতত ধান উপছিয়া পড়িছিল সেইবাদে পরজারঘর আথাইলের ধান কড়ি পাথাইলে শুকায়"। 'সোনার ভাটা দিয়া রাইয়তের ছাওয়ালে খেলায়'। কিন্তুক পরজার কপালত ঐনাকান সুখ থায়ী হইল না। কারণটা হইল ঃ—

দকখিন হইতে আইল বাঙাল লম্বা লম্বা দাড়ি।
সেই বাঙ্গাল আসিয়া মুলুকত কৈল কড়ি।

দেওয়ান গিরি চাকরী সেই বাঙ্গালক দিল
দেড় কুড়ি আছিল খাজনা পনর গন্ডা নিল।

সেলা দেশত নিদারুণ মঙ্গা নাগি গেইল। লাঙ্গল, জোংয়াল এমুন কি দুধের ছাওয়াল বেচেয়া খাজনা দিবার ধরিল। রাজার খাজনার ভয়ত মানষির ঘর দ্যাশ ছাড়িয়া পরদেশী হবার ধরিল। সেইবাদে দেইখতে দেইখতে গাওগুলা ছন হয়া গেইল।

লমবা দাড়ি পাঠান মোছলমানগুলার আছিল। মুসলমান নবাব বকতিয়ার ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দত গৌড় জয় কইরছিল। গৌড় বিজয়ের ঢেইল দিন পাছত মুসলমানের ঘর কর্মব্যপদেশে কামতাপুরত আসিছিল। অনুমান করা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা শ্যাষত কামতাপুরত মোসলমানগুলার আনাগোনা হয়।

বস্তুতঃ ময়নামতীর গানত আমরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর কামতাপুরের ভ ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা জানির পাই।

ময়নামতি সতী রমনী। যোগিনী। মহাজ্ঞানী। সিংহাসন রক্ষার থাইতত যুজ্জ কইরচেন ধর্মপালের সাথত। প্রাচ্যবিদ্যা মহার্নব নগেন্দ্র নাথ বসুর মতত ধর্মপাল আছিলেন মানিকচন্দ্রের ছোট ভাই।

ত্রয়োদশ শতাব্দীত এই অঞ্চলত বৈদিক ধর্মের পরভাব স্তিমিত হইছিল। আন দিকত বৌদ্ধ-তন্ত্র সাধনার বা যোগ সাধনার প্রচলন ঘটিছিল ভালেমানে।

এই যুগত আন কোন প্রাকৃত ভাষাত এই নাকান কাব্য বা মহাকাব্য দেখাই টান। এই কাব্যের একটা পংক্তি ঃ —

বার গাঠিয়া নেংটি ডাঙ্গাত খসেয়া থুইল।
একখান জিগার ছাল নিল পরিধান করিয়া
গাও ধুইচে মহারাজ গঙ্গাত্ নামিয়া।
চকখু মুজি মহারাজ দৌড়িয়া ঝম্প দিল।
পাংখা দিয়া জল পংখি ছেকিবার নাগিল।

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুব দিল
রাজার ন্যাংটি চিলা উড়িয়া নিগ্যাইল।
রাজার কান্দনে গঙ্গামাতার দয়া মিল জন
শূন্যে করি ধবল বস্ত্র দিলত ভাসেয়া।

এই গোপী চন্দ্র বা ময়নামতীর গানত করুণ, বাৎসল্য, বীর হাস্য এই নাকান রসের সমাবেশত ঘাটতি নাই। ইয়ার উপমা সংস্কৃত সাহিত্যের উপমা থাকি কোন পাকে নিম্নমানের হবার পায় না।

উদা :— মাছে চিনে গুহিন গাঙু পকুখি চিনে ডাল।
মাএ চিনে পুতের মায়া যার বক্ষে শ্যাল ॥
জখন ধর্মিরাজা জননিক কটুবাক্য বলিলু।
কাটা বিরিখের নাখান ময়না ঢলিয়া পড়িল ॥
হাট করে হাটুয়া যেমুন পথের পরিচয়।
হাটখানা ভাঙ্গিয়া গেইলে কারো কাঙো নোয়ায় ॥

ইয়াতে কওয়া যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীত প্রাকৃত ভাষাত এই নাকান অনুপম কাইব্য কোন ভাষাতই রচিত নাই হয়। মহাকাইব্যের সউগ নিদর্শন এই গোপীচন্দ্রের গানত দেখির পাওয়া যায়। সেইবাদে ইয়াক খন্ড কাইব্য না কয়া মহাকাইব্যই কওয়া যুক্তিযুক্ত।

কবি হেম সরস্বতী :—

কবি হেম সরস্বতী আরো হরিহর বিপ্র ত্রয়োদশ শতাব্দীত জন্মিচেন। কামতাপুরের রাজা দুর্লভনারায়ণের সময়ত উমার সাহিত্যকৃতি বিকাশ লাভ করিছিল। কবি হেমসরস্বতী ‘প্রহ্লাদ চরিত্র’ (নীতি কাইব্য) বামন পুরাণক অবলম্বন করি রচনা কইরচেন।

উমার রচিত কাইব্যত নিজের পরিচয় দিচেন :—

কামতা মন্ডল দুর্লভ নারায়ণ
নৃপবর অনুপম

তাহার রাজ্যত রুদ্র সরস্বতী
দেবযানী কন্যা নাম
তাহার তনয় হে সরস্বতী
ধ্রুবর অনুজ ভাই
পদবন্ধে তেহন প্রচার করিলা
বামন পুরাণ চাই।

ভক্তি মতবাদক প্রচার করায় এই পুস্তকের মূল কথা। হিরণ্য কশিপুর নির্মম অত্যাচার সহ্য করি নারায়ণত অবিচল ভক্তি নিবেদন করাত এবং পরিশ্যাষতু নারায়ণের কৃপাদৃষ্টি লাভ, ভক্ত প্রহ্লাদের জয়লাভ আর দানব হিরণ্য কশিপুর মৃত্যু (নৃশিংহ কর্তৃক) এইটাই বর্নিত হইচে এ গীতি কাইব্যত।

হরিহয় বিপ্র :—

হেম সরস্বতীর জুটিয়া কবি। কবি হরিহর বিপ্র কামতাপুর রাজসভার কবি আছিলেক। উমায় মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব কামতা ভাষাত অনুবাদ কইরছিলেক। কবি শক্তির অনুরাগী আছিলেক। সেই বাদে রাজার উপুরাত তার শ্রদ্ধা অতি মাত্রাত আছিল। তার লেখাত ঐটা পরকাশ পাইছিল।

তিনি লেখিচেন :—

জয় জয় নৃপবর
দুর্লভ নারায়ণ রাজা।
কামতাপুরের ভৈলা বীরবর।

কবিরত্ন সরস্বতী :—

জাতি কায়স্থ। কামতাপুর রাজ্যের ছোটশীলা নামের জাগাত তার কাইব্যকীর্তির নিশিনা পাওয়া যায়। উমরা মহাভারতের দ্রোণপর্বের ‘জয়দ্রথবধ’ পর্ব কামতাপুরী ভাষাত অনুবাদ কইরছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শ্যাষতু

উমরা আছিলেক বুলি আন্দাজ করা যায়। উমরা 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ের' কবি মালাধর বসু আরো 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের' রচয়িতা বরুচন্ডীদাসের আগিলা কবি।

দেববংশীয় সুমতি নাম এক রাজা সন্ধ্যা নাম নিয়া রাজা হইচেন। উমার সভাকবি প্রশস্তি গীতি রচনা কইরচেন ঃ—

সন্ধ্যাৎ জন্মিলা পদে ভৈলা সন্ধ্যা নাম।
পাইলা মন্মথ নাম সিদ্ধি ভৈলা কাম।
যেহেতু বরত ভৈলা, তাতে একেশ্বর
পরম ধর্মিষ্ঠো সিতো, ভৈলা গৌড়েশ্বর।

সন্ধ্যা রায় গৌড় দেশ জয় কইছিলেন বুলি এই কবিতাত জানির পাওয়া যায়। 'একেশ্বর'—সম্রাট বুঝায়। কামতারাজ সন্ধ্যা গৌড় জয় করি সাম্রাজ্যের পত্তন করিছিলেক।

ডাকের বচন ঃ— ডাক গান, ডাক গণনা।

কবি ডাক ১৬ শতাব্দীর বুলিয়া মেলা মানষির মত।

ডাক গান ঃ— এই বিস্তীর্ণ কামতাপুর অঞ্চলত অল্পমান দিন আগতও ডাক গানের চল ছিল। ডাক গান খুব চলমান আছিল। এই গান আসরত বসিয়া গিদালের ঘর গয় নাই। খাড়া অবস্থাত গাওয়াই রীতি আছিল এই গানের। চড়া সুরত গাওয়া এই গান। ভগবান হরিক বা বিষ্ণুক কেন্দ্র করিয়া এই গানের রচনা। হরিক বা ভগবানক ডাকা, উয়ার গুণ কীর্ত্তন করা আর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনের বাদেই এই গানের সিজ্জন।

ডাক গানের একটা পদক এটি তুলি ধরা যায় ঃ—

হরি তোর লীলা বুঝা ভার।
অনিত্য সংসার মাঝত হরি
তুঞ কর্ণধার
তোর লীলা বুঝা ভার।

ডাক গণনা ঃ— এই গণনা এই অঞ্চলত এলাও ভালেমান চালু আছে। গণকের ঘর গণাইয়াক ফুলের নাম বা ফলের নাম বা বারের নাম করায় কইবেন। যেলা কইবে সেলা অঙ্ক কষি গণনার ফলাফল কইবে। কিন্তুক এলা এই গণনার চৈল দিনে দিনে ভুত্তি যাওয়ার ধইরচে।

ডাকের বচন ঃ— স্বাধীনতা পূর্ব যুগতও ডাকের বচন এই জাগাত শোনা গেইচে। বিষহরা কুশান গানের দলের দোয়ারীর ঘর গানের ফ্যাশা করা সমাইত এই বচন গুলা আওড়াইচে। দুঃখের বিষয় হইল এই মণি মুক্তার নাকান দামী বস্তুলা এলা হারেয়া যাওয়ার ধইরচে বা হারাইচে।

উদাহরণ ঃ—

(১) জারে না জানে আথান থান,
গরুই না জানে গারহস্থের ধান,
যমে না জানে একটি পো,
কামারে না জানে ঢাকের লো
দুস্তে না জানে শাস্তর বোল।
বিলাই না জানে মরকিয়ার মোল।

(২) বাই না গলে কিসের লাঠি।
মাছ না হলে কিসের কাঠি,
স্নেহ না হলে কিসের সোদর
ভার্যা না হলে কিসের ঘর।

দুর্গাবর ঃ—

মহারাজ বিশ্বসিংহর সময়ত ইমার আবির্ভাব। কবি দুর্গাবর পদ্মপুরাণ রচেন। এই পদ্মপুরাণক দুর্গাবরী পদ্মপুরাণ কয়। এই পদ্মপুরাণের ভাষা এই অঞ্চলের চলমান ভাষা।

যেমুন ঃ—

(১) হাতত চঙ্গলা বেত পলিত গোত ধারি,
নামিলা উত্তর হাতে ওঝা ধনন্তরী॥

(২) শোনেকার বাক্যশুনি বান্দি ছয় বউ
দীপ জ্বালি চাহিবাক লইলা লাহুলাহু।

(৩) লাজ নাহি মুখত আমাক বোল ছেড়ি।
থুকুরাক কিসক তুলিয়া দিব খারি।

(৪) বেহুলাই বোলে ভরসা করিস বুকত
কেন্হেরা ভারক দেখং তোর শরীরৎ।

মানকর ঃ—

সমজুটিয়া কবি মানকর। উমরাও পদ্মপুরাণ রচনা কইরচেন। উমার কাব্যকৃতি যেমুন একটা আগবাড়ায় নাই।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী কামতাপুরের ভাগ্যৎ এক অতুলনীয় অধ্যায় আনিদিছিলেক। কি রাজনীতি ক্ষেত্রত, কি ধর্ম আরো সাহিত্যচর্চা ক্ষেত্রত এই যুগ চিরস্মরণীয় হয়া থাইকবে। এক শরণম বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক মহাপুরুষ শঙ্করদেব কামতাপুরের 'কোহিনুর মনি'। ইঙার চাইরো পাশত আছিলেক ডাঙ্গর ডাঙ্গর পন্ডিতগুলার সমাবেশ। মহাপুরুষ শঙ্করদেব সম্রাট নরনারায়ণের রাজসভার জৌলুস বাড়াইচেন। তা বাদে কবি রামসরস্বতী, পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশ পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী পন্ডিত মন্ডলী কামতাপুরে রেনেসাঁ আইনছিলেন।

ষোড়শ শতাব্দীর কামতা সাহিত্যত দুইটা ধারা দেখির পাওয়া যায়। একটা হইলেক অনুবাদ সাহিত্য আন ধারা হইল সৃষ্টি-ধর্মী কাব্য, গীত, নাটক, গদ্য রচনা প্রভৃতির।

অনুবাদ সাহিত্য ঃ— প্রাচীন পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি বিষয়ক অবলম্বন করি সৃষ্টি হইচে। ঐগুলাৎ তৎসম আর তদ্ভব শব্দগুলার শেষত নিজস্ব বিভক্তির যোগ মাত্র। এই অনুবাদ সাহিত্যত দেশীয় শব্দ যোগ হইলেও সংখ্যাত খুবই নগণ্য। কামতাপুরের রাজসভার পন্ডিতের ঘর এই অনুবাদ সাহিত্যের জনক বুলি ধরা যায়।

সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ঃ— সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের ভাষা এই জাগার মাটির সাথত ওতপ্রোতভাবত সম্পৃক্ত। সেইলাই খাটি কামতা ভাষার নিদর্শন।

শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের জন্ম ১৪৪৯—মৃত্যু ১৫৫৯ খ্রীষ্টাব্দত। উমার কাইব্য, নাটক, গীত কামতা ভাষার সাহিত্য ভান্ডার পরিপূর্ণ।

উমার রচিত গ্রন্থাবলী ঃ— অজামিল উপখ্যান, আদিদশম (দশমস্কন্দ ভাগবত), উৎকলমালা, উদ্ধব সংবাদ, কুরুক্ষেত্র, গুণমালা, নিমিনব সিদ্ধ, প্রেম কলসী ঘোষা, বলী ছলন, বৈষ্ণবমৃত, ভক্তি প্রদীপ, ভক্তি রত্নাকর, রামায়ণ (উত্তর কান্ড) রুক্নিনী হরণ, হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান, বারিষা বর্ণনা।

নাটক ঃ— কালীয় দমন, পারিজাত হরণ, রাসক্রিড়া, রাম বিজয়, সীতা সয়ম্বর, পত্নী প্রসাদ, কেলি-গোপাল, সীতাহরণ।

শঙ্করদেবের রামবিজয় নাট শুক্লধ্বজের আনুকূল্যত নরনারায়ণের রাজসভাত মঞ্চস্থ হইছিলেক। ইয়ার বাদে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি শঙ্করদেব পয়ার রচনা করছিলেন ঃ—

১) রামক পরম ভকতি রসজ্ঞান
শ্রীশুক্লধ্বজ নৃপতি প্রধান।

রামকা বিজয় যো করায়লি নাট
মিলাহ্ তাহেকা বৈকুন্ঠক বাট ॥

(২) পরম রসিক গুরু শ্রীশুক্লধ্বজ
রাজা নৃপতি প্রধান।
জয়তু জয়তু নিত্য ঈশ্বর কৃষ্ণক
কেলিলীলা রসজন।

শুক্লধ্বজের নাম কেনে চিলারায় হইচে তার ব্যাখ্যা দিয়া শঙ্করদেব পয়ার রচনা করচিলেন ঃ—

ঘোরে চরি চিলারায় যেন ঝম্পে রণমাঝে
এতেকেসে চিলারাই বোলে সবে রাজ্যে ॥

ভারতবর্ষের আন প্রাকৃত ভাষাত সেলাও (ষোড়শ শতাব্দীত) কুন নাটক রচিত হয় নাই। এমন কি ইউরোপোতও ইয়ার আগত নাটক মঞ্চস্থ হইচে বুলি কওয়া না যায়। সেক্সপীয়ারের নাটকের ভুংতুকাও সেলা কাঙো পায় নাই। ডাঃ রমেন্দ্র নাথ অধিকারীও এই মতের সমর্থক। এই ঘটনা কামতা ভাষার গর্বের আরো গৌরব বাখানের বিষয়।

রামবিজয় নাটকের অংশ ঃ—

পরশুরাম— (দশ নখ মুখে লৈয়া তরাসে) হে স্বামি ! তোহার ধর্ম্মক পুত্র ভেলো। হামাক প্রাণ দান দেহু।

শ্রীরাম— (বিহসি বোল) অয়ে ভার্গব ! তুহু নির্ভয়ে রহ। তোহার জীব রাখলো। কিন্তু হামার বাণ ব্যর্থ নোহে। তোহার স্বর্গপথ ছেদ করোছো। (গগণক লাগি বাণ খেপল)

পরশুরাম— (শ্রীরামক আলিঙ্গি) হে বাপ ! তোহারি প্রসাদে আজু প্রাণ রহল। আঃ পুনর্ব্বার উপজল। (তপোবনে প্রবেশ)

উত্তর-পূর্ব ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেব। উমার ধর্মক মহাপুরুষীয়া ধর্ম কয়। শাক্ত আরো শৈব ধর্মর প্রভাবক খাটো করি বৈষ্ণব

ধর্মক আগবারেয়া দিবার চেষ্টা কইরচেন উমরা। কামতাপুরত মহাপুরুষীয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করার বিষয়। একেশ্বরবাদ এই ধর্মের মূল কাথা। রাধা-বিহীন কুচবেহারের মদনমোহন এই একেশ্বরবাদের (Monisin) প্রতীক কওয়া যায়। দাস্য আরো বাৎসল্য ভাবই এই বৈষব ধর্মের মূল ভাব।

অনন্তকন্দলী ঃ—

শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের শিষ্য ও শঙ্করীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারক আছিলেন। গীতা কামতা ভাষাত অনুবাদ করছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের প্রশস্তি গয়া বৈষ্ণবামৃত রচনা কইরচেন। ডঃ অজয় চক্রবর্ত্তীর মতত উমরাই হইলেন জয়দেবের গীত গোবিন্দের পরথম অনুবাদক। উমরা সম্রাট নরনারায়নের সভাকবি আছিলেন। নিজের বিবরণ করি এই নাকান দিচেন ঃ—

শ্রীমন্ত শঙ্কর আপনি ঈশ্বর
নররূপজাত ভৈলা।
তাহানকা না সহি ব্রাহ্ম সকলি
রাজাসে কহল দিলা।
যদুকুলে হরি জন্মিয়া আসিয়া
ক্ষিতিভার দূর কৈলা।
এই মানে গুণি ব্রাহ্মণ সার
কিছু কোপ মনে রইলা।
হিনে মহন্ত নরনারায়ণ
নৃপতি শূর শ্রেষ্ঠতর
আমারে আনিয়া আজ্ঞা করিলেক
পদ কর ভারতের।

মাধবদেব ঃ—

জন্ম ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দত। মৃত্যু কামতাপুর রাজধানীত ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দত। জন্মস্থান রংপুর। উমার কুলদেবতা আছিলেক দুর্গা। পাছত বৈষ্ণবধর্ম

গ্ৰহণ করি শঙ্করদেবের পরধান শিষ্য হইছিলেন।

নাম ঘোষনাত্ লিখচেন ঃ—

হৃরি নাম রসে বৈকুণ্ঠ প্রকাশে
প্রেম অমৃতর নদী
শঙ্কর স্বরূপে পার ভাঙ্গি দিলা
বহে ব্রহ্মান্ডক ভেদি।

কবি মাধব একজন দার্শনিক আছিলেন। উমার বরগীত কাব্য সুষমদং মন্ডিত আরো নাম ঘোষা দার্শনিক তত্ত্বত মহিমামন্ডিত।

যেমন ঃ— তুমি চিত্তবৃত্তি মোর প্রবর্তক নারায়ণ
তুমি নাথ মুঞ্র নাথ বন্ত।

ভক্তিরত্নবলী, ভট্টিমা, আরো বরগীত উমরা রচনা কইরচেন।

কবি রাম সরস্বতী ঃ—

মহারাজ নরনারায়ণের সভাকবি আছিলেক। মহারাজার আদেশত কামতা ভাষাত মহাভারতের অনুবাদ করছিলেন। শঙ্করদেবক ভগবানের অবতার বুলি মান্য করিছিলেন। বাঘাসুরবধ, মহাভারত, ব্যাধচরিত উমার শ্রেষ্ঠ রচনা। উমার কাব্যের খানিক অংশ ঃ—

১) পূর্ব রচিল মুঞ্র পদ অনুপম।
উদ্যোগর আদ্যকথা ভগবত রাম ।।
ভীষ্ম পর্ব নির্বান্ধিল ভীষ্মর নির্মাণ।
পাছে ঘোষ যাত্রা বনপর্ব যার নাম ॥
জয়দেব নামে কাব্য বিরচিল সার।
শুক্লধ্বজ রাজা টীকা করিলন্ত যার ॥

২) শুনো বুধজন তেজি আন মন।
তরিবার করা কাম।

রাম সরস্বতী করিলো বিনতি
ডাকিত বোলা রাম রাম ॥

কবি জয়দেবর গীতগোবিন্দ এই অঞ্চলের বহু কবিক ও লেখকক প্রভাবিত কইরচে। শুক্লধ্বজ (চিলারায়) স্বয়ং গীতগোবিন্দের উপরত সংস্কৃত ভাষাত অমূল্য 'সারাবতী' টীকা রচনা কইরচেন। ভারতত পরায় ৩২ খানা এই গ্রন্থের ভাষ্য দেখির পাওয়া যায়। এইলার মধ্যত চিলারায়ের 'সারাবতী টীকা অন্যতম'। নরনারায়ণ আরো চিলারায় দুজনেই উচ্চমানের সংস্কৃত ভাষাত পান্ডিত্য অর্জন করিছিলেন। মহারাজ নরনারায়ণ উমার রাজসভাত মাধ্যম ভাষা হিসাবত সংস্কৃতক পছন্দ কইছিলেন। ১৭শ শতাব্দীর কবি দিবজভূষণের লেখাত এই কথার সমর্থন পাওয়া যায়।

উমরা লিখচেন ঃ— নরনারায়ণের ঘোষণা—

সংস্কৃত বিনে কেহ মত না মাতায়
সামান্য কথাগো সবে সংস্কৃতে কহিও।

(কথাগুরু চরিত ও সংকর চরিত, পৃষ্ঠা—১৬৮)

ভট্টদেব ঃ—

গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা। উমার কথাগীতা আরো কথা ভাগবত সমৃদ্ধ সাহিত্যের নিদর্শন বহন করে।

পিতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশ ঃ—

বিশ্বসিংহের সমসাময়িক আছিলেন। উমরা যুবরাজ চিলারায়ের আদেশত 'মার্কেন্ডেয় চন্ডী' রচনা কইরচিলেন। নলদময়ন্তী আরো উষা পরিণয় উমার রচনা। রচিত গ্রন্থত উমরা লেইখচেন ঃ—

যেনা মতে যুবরাজ আজ্ঞা কইলা মোরে
যার আজ্ঞা অন্য অন্য রাজা ধরে শিরে
তাহার আদেশে আমি স্থির করি মন
বিশেষ ভবানী পদ করি বিরোচন। (মাঃ চন্ডী)

স্মৃতি শাস্ত্রের উপরত উমার আগধ পান্ডিত্য আছিলেক। উমার স্মৃতি অনুসারত আসাম ও উত্তরবঙ্গত অদ্যাপি বৈদিক ক্রিয়াদির বিধান চলির ধইরচে। দক্ষিণ বঙ্গত স্মার্ত রঘুনন্দনের স্মৃতি অনুসারত ক্রিয়াকান্ড চলে। কবিতার মাধ্যমত কবি আপন পরিচয় দিচেন।

কামতা নগরে বিশ্বসিংহ নরেশ্বর
প্রতাপের প্রচন্ড রাজা ভোগে পুরন্দর।
তাহার তনয় সে সমর সিংহ নাম।
মহামায়া চরণে ভকতি অনুপাম॥
মহাপুন্য কথা তার আজ্ঞা পরমানে
পয়ার প্রবন্ধে শিশু, পিতাম্বর ভণে।

পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ :—

মহারাজ নরনারায়ণের সভাসদ আছিলেক। উমার রচিত প্রয়োগ রত্নমালা (সংস্কৃত ব্যাকরণ) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ কইরছিলেক।

পন্ডিত বকুল কায়স্থ :—

মহারাজ নরনারায়ণের রাজসভা অলংকৃত কইরছিলেন। উমরা 'কিতাবত' নামত একখান অংকশাস্ত্র রচনা কইরছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মী নারায়ণের সভাকবি বিপ্র বিশারদ মহাভারতের বিরাট পর্ব রচনার সূচনাত আত্ম পরিচয় দিচেন।

রত্নপীঠে লক্ষ্মী নারায়ণ নৃপবর
বিহার কামতা নাম, তাহার নগর।
বিজ্ঞ বিপ্র সেহি এক নগরত বাস
বিশারদ চক্রবর্তী গায় উপন্যাস।
বিরাট পর্ব সেহি কৈলা লোকবাসে
বেদবানী বানচন্দ্র সাকে চৈত্র মাসে॥

মেলা মেলা পুরাণী পুথি এই অঞ্চলত এলাও বাচিয়া বতিয়া আছে। কতগুলা নর্থ বেঙ্গল কালচারাল এ্যাসোসিয়েশনের হস্তগত আছে। বাইর থাকি সুযোগ সন্ধানী মানষি এটিকার পুথি নিয়া যায়া উমার মত করি সেইলার পাঠোদ্ধার করির ধইরছে। সেগুলার উপর কিছু রং দিয়া ঐলা উমার সম্পদ বুলি চালেবার ধইরচে। প্রাচীন পুরাণ, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, প্রজাবিধি পুস্করিনী খনন, আরো উকৎকথার সোনার ভান্ডার এই অঞ্চলত এলাও ধানে মাচায় টগটমা, পুঁথিলার ভাষা আর লিপি এঠাকার স্বাতন্ত্রতা বুজায়া দেয়। পুঁথিলার পাঠোদ্ধার আর মুদ্রণ হইলে কামতাপুরী ভাষার ভান্ডার আরো বারি যাইবে। মধ্যযুগ থাকি চলি আইসা মেলা ধরণের গান এই ভাষাটাক বাচেয়া রাইখচে। কিন্তুক এলা বাংলা ভাষার ছোয়া পায়া গানগুলার স্বকীয়তা হারেয়া যাবার ধইরচে।

গানলা হইলেক :— সুবছনীর গান, গোন্নাথ মাতার গান, সোনারায়ের গান, হুদুম পুজার গান, মদন কামের গান (জাগ গান), কুষাণ গান, বিষহরার পালা গান, চোর চুন্নীর গান. তিস্তাবুড়ীব গান, পাচ কন্যা ভাগ্যধরের পালা গান, কাতিপুজার গান, ভাওয়াইয়া গান, দোতরার পালাগান, ভাওনা যাত্রা, এমুন কত নাকান গান কামতাপুরের আকাশ বাতাসক ভরেয়া রাখছিল। এলা স্বাধীনতার পাছত এই গানগুলা বিলীন হয়া যাবার ধইরচে।

গানগুলার সংক্ষেপত বিবরণ দেওয়া যাবার পায়।

১) বিষহরার গান / পদ্মপুরাণ :—

উত্তর-পূর্ব ভারতত বিষহরা পূজার বহর খুব ওসার। পরায় পত্তি ঘরে ঘরে এই পূজা হয়া থাকে। ভাদর মাসে এই পূজা হয়। তা বাদে বিয়াও বা মানত উপলক্ষত এই পূজা হয়। মাটির মূর্তি। মাড়াই দিলে চাইর পাচটা মূর্তি থাকে। পদ্দা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক, গণেশ প্রভৃতির মূর্তি থাকে। মূর্তি না থাকে। পদ্দা, লক্ষ্মী... হইলে ঘট বসেয়া পূজা করা হয়। জাগানি বসানি পূজা ঘট বসেয়া করে। যাত্রা

সিজুর পাত দিয়া পূজার নিয়ম ! এই বিষহরি সাপের দেবতা। ইয়াক কানি বিষহরি কয়। মনসা, পদ্মা ইয়ার অপর নাম।

মঙ্গল কাব্যের সউগ চিহ্ন এই গানত দেখা যায়। চাঁদ সদাগর ধনী আর মানী। উয়ায় বিষহরি পূজিলে উয়ার দেখা দেখি সউক মানষি পূজিবে। পৃথিবীত মনসা পূজার চৈল হইবে। কিন্তুক শৈব উপাসক চাঁদ সদাগর। জন প্রাণ গেইলেও বিষহরিক পূজিবে না। বিষহরি কম জেদি নোয়ায়। উয়ার কোপ পড়িল চাঁদের উপরা। একে একে ছয় পুত মরি গেইল। বাকী লখীন্দর। বেচুবাইনের বেটীক দিয়া (বেহুলাক) লখিন্দরের বিয়াও ঠিক হইল। কিন্তুক বিয়ার রাত্রিত সর্পাঘাতে লখীন্দরের মরণ। সেইবাদে খুউব ভয়। লোহার ঘর তৈরী হইল বাসর ঘরের নিমিস্তে। বিয়ার রাতি যাতে সাপ সোন্দেবার না পায় সেইবাদে সউগ রকম ব্যবস্থা হইল। বিজ্ঞ সাপের ওঝা, মন্ত্রীগুলা, এমন কি চাদ হেমতালের নাটি নিয়া সারারাতি ঘর আগলে রইলেন। রাতি পইলা, দুতীয়া, প্রহর ভালে ভালে কাটিল। তৃতীয় প্রহরত হেন্দা দিয়া কালনাগিনী ঘরত সোন্দেয়া লখীন্দরের ঠ্যাংয়ের কাছত রইল। নিন্দত থাকা অবস্থাত গাও মোড়াইতে ঠ্যাং নাগি গেইল সাপের গাত। সাপ দংশিল লখিন্দরক। মনসার চক্রান্তত বেহুলা ঘুমত অচেতন। বিষের জ্বালাত গৌর অঙ্গ কালা হয়া গেইল। লখীন্দরের জীবন বিরি গেইল। দুঃসপন দেখি বেহুলা জাগি দেখে রক্তের নালা ঘরত বইয়া যাবার ধইরচে। স্বামীক ডেকেবার নাগিল। নিঃশবদ। ভয়ত চিকরি উঠিল বেহুলা। কান্দির নাগিল। উয়ার কান্দন শুনি চাদ, শোনেকা ভয় পাইল। দুয়োর খুলিলে সউগ বুঝি কান্দির ধরিল।

সতী বেহুলা, পরাজয় না মানিবে। শ্বশুর, শাশুড়ীরঠে বিদায় নিয়া ভেলাত মরা স্বামীক নিয়া গাঙ্গুরের জলত ভাসিল কৈলাস বুলিয়া। পথত মেলা বিভ্রাট। পাছত নেতা ধোপানীর ঘাটত যায়া নেতার কৃপাত দেবপুরীত যায়। ওটি যায়া নাচ গানত দেবগণক তুষ্ট করি স্বামীর জীবন ঘুরি পান। ছয় ভাসুরক

আর সপ্ত ডিঙ্গা আর লোক জনক নিয়া হরিষে দেশত সগার ফেরে। বেহুলার কাউলানে চাদ সদাগর বাম হাতে একপাত পাতুয়া সিজু বিষহরিক ঢেলে দেন। এই পূজায় বিষহরি খুশী হয়। সেই থাকি দেশত পদ্মা পূজার চৈল হয়া যায়।

বিষহরা গানের নমুনা ঃ—

বেহুলার ভেলা ভাসি যায় উজান মুখী। নদীত বড়শী দিয়া গোদা মাছ মারে। বেহুলাক দেখি গোদার আসাদ্য হইল। উয়াক বিয়াও করেবার প্রস্তাব ডাঙ্গি ধরিল। উয়ার প্রস্তাবত কৌতুক করি বেহুলা গোদাক প্রশ্ন করির ধরিল।

বালি বোলে বাড়িত আছে গোদা তোর কয় খানি ঘর।
কয়খান হাল চলে কয়জন চাকর ?

গোদা বোলে ঃ—

হে কইনা বলি তোমার ঠাঁই
মোর সমান গিরি ত্রিভুবনতু নাই।
মোর বংশাবলীর কাথা আগত শুন
তার পাছত শুন আমার গিরস্তির গুন।
জংলু মংলু গোদা চেং ব্যাঙু নটু
কোনা মোনা জোনাকু ভাদু আর কটু।
ছুয়া পাতু গোয়ালু গোদা সিয়ালু আর গাদু
রামচন গোরাচন ফুলচন মদু।
আষাঢ়ু নিসারু গোদা খামারু কটিয়া
শান্তি কান্তি জাদু সদু মানিক মাটিয়া।
পূর্ব পুরুষের কাথা কহিলং তোমারে
এলা শুনহে কইনা যায় যেই কাজ করে।
আমার ভাতিজা হয় দেবারু কতুয়া
ঔষদের ঝোলা তার বগলে ফতুয়া।

আমার কনিষ্ঠ ভাই নাম তার টেরা
তাক বসিতে লাগে সাত ল্যাঙরা পিরা
সাত পাচ সাঙি দিয়া কুড়াল উঠায়
সাগরের কূলত তাক বসে থুইয়া যায়।
সারাদিন বড়শী মারে সাগরের পারে
সইন্দা হইলে নিয়া যায় সাত সাঙি ভরে।
ভৈচালু নামেতে গোদা গ্রামের মন্ডল
সাত সাঙিতে না নরে তাহার কুরল।
কুলে মিলে অন্ন জলে কিছুই নহে হীন
সকুল গোদার মন্দে সেই যে কুলিন।
তাহার ভগ্নী আছে নামে জেটবরি
বিবা করিছুং মুঞ্রে সে যে সুন্দরী।
সেই রূপবতী কইনা আমাক করে মান
এক খানি গুণ-তার নাই নাক কান।
সেই কইনা নিয়া মুঞ্রে করং বাস।
সাত সেরি দোনের মত ঘেগের পরকাশ।
আমার ঘরত যায়া কইনা এক কাজ করিবু।
মাচের খাচা মাথাত নিয়া হাট করির যাবু
হেলা করি মাচ যদি নিয়া যায় চিলায়
টিকটারি ভাঙিম তোর গোদার হাতের কিলায়।

বালি বোলে ঃ—

আরে গোদা নাই যাঙ্ তোর বাড়ী
এলায় টিকটারিত তুই মারি কিল চারি।
মোক মাইয়া করিবু তুই এছার কপাল
একে চওড়ে ভাঙি দিম তোর চতুনাপরা গাল।

গোদা বলে কইনা হে মোর কথা শোন
ইয়াতে গোসা তুই না হইস কখন।
মোর ঘরত আছে কইনা সোলার মাচাখান
তাত ভরেয়া থুচুং তিন মাচা ধান।
পুবাল বাতাসে মাচা নোসোর পোসোর করে
ভোন্দা বিলাই ঝাপেয়া চড়িল পুকটি উল্টি পড়ে।
তিন টোকরাই ধান আর তিন টোকরাই চিনা
তোক সুন্দরীক নিয়া যাইম শনিবারের দিনা।

পদ

কথা শুনি বালি সেলা বলে প্রবাদিয়া
গোদাক ডাকিয়া বোলে হাসিয়া হাসিয়া।
বালি বলে গোদা শোন মোরে প্রাণ
বাড়ি শুদ্ধ কর যায়া দিয়া ছরা ছান।
তোর বোল ধরিলুং গোদা মোর বোল ধর।
পুরিয়া ফেলাও তোর সিদল শুকটার ঘর।
বুড়াবুড়ি বাপ মাও যায়ায় খেদাও
কানি থুরি দুই নারীক হাড়িক বিলাও
হালের গরু হাল তোর কাওয়ালিক করেক দান।
দুই পুত্রক কাটিয়া দে তুই চন্ডীর বিদ্দমান।
তার পরে কর গোদা বিবার সাজান।
সতীনীর কারণে মুঞ্রে জল সন্দে যাং
যে ঘরোত সতীনী নাই সেই ঘরোত যাং।

ছেদ

গোদা বোলে কইনা হে শুন মোর ঠাই।
ছাড়ি যদি যাইস কইনা আমার দোহাই॥

বাড়ি যায়া গোদা তখন দুয়ারে মারে গুড়ি
পাছ দুয়ারে বায়রা যায় গোদার মাও বুড়ি।
পাছ দুয়ারে যায় গোদা আছরে ফেলায় পিড়া
হালের গুরু হাল গোদা কাওয়ালিক করে দান।
দুই পুত্রক কাটিয়া দিল চন্ডীর বিন্দমান।
কানি খুরি দুই নারি হাড়িক বিলায়
সিদল সুকটার ঘর পুড়িয়া ফেলায়।
বাড়ি ঘর পুড়িয়া গোদা হইল ছারখার
নাপিতের বাড়ী গেইল গোদা মাথা কামেবার॥

দুর্গাবর আর মানকর পদ্ম পুরাণের প্রাচীন কবি। উমরা এই ঠাকার মানষি। উমার পদ্ম পুরাণের ভাষা এই অঞ্চলের ভাষা। জগজ্জীবনের পদ্মপুরাণ এই অঞ্চলে চালু। ইয়ার ভাষাও এই ঠাকার।

কিছুদিন আগতও পদ্মপুরাণের গান পাত্যি ঘরে ঘরে হইচিল। এলা উল্টা। আর্থিক অভাবের গোনে এই নাকান হবার পায়।

গানের দলত থাকে ঃ—

মুল, দোয়ারী, ছুকুরী, মুকাবাশীয়াল, বাইন, ডায়নাপালী, খাপি বাজাইয়া. মুলের হাতত চঙর। গানের ধুয়া তোলে মুল। খোলাবন, আসর বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা সউগ হওয়ার পাছত মুল গানের পদের ধুয়া তোলে আর দোয়ারী ছুকুরী আর ডায়না পালী সগায় সুর ধরে। মুলপদ গাওয়ার পাছত ভাঙতি হয় পদের। দোয়ারী আর মুলের মাঝত কথার নরক বাজে। দোয়ারী মুলক গুরু বুলি মানে। গুরুক প্রশ্ন করে শিষ্য। ছুকুরী গুলাও এই পর্ব-ত যোগ দেয়। খেমটা নাচন হয় ছুকুরীলার। ফেসা করার নিয়ম আছে। এই ফেসাত হাস্য রসের সৃষ্টি করা হয়।

কুশান গান

এই গান শাস্ত্রীয় গান। রামায়ণক কেন্দ্র করি এই গানের সিজ্জন। রামায়ণত বর্ণনা দেওয়া হইচে রামপুত্র লবকুশ পিতা শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভাত রামায়ণ গান গবার বাদে জটা বল্কল ধরি কাণ্ডো তালযন্ত্র কাণ্ডো বেনা নিয়া অযোধ্যাত যায়া খাড়া হইল। দুই ভাইয়ে ঋষি বালকের ব্যাশ ধরি যেলা মধুমাখা কন্ঠত রামায়ণী গান কইরতে কইরতে অযোধ্যা নগরীত সোন্দাইল — নগরীর মানষিলা গান শোনাত মাতোয়ারা হয়া গেইল। সগায় অবাক মানিলেক ছাওয়া দুইটার গান শুনি।

লব নিল তালযন্ত্র কুশ নিলেক বেনা
দুই ভাই চলি গেইল অযোধ্যা বুলিয়া।
অযোধ্যাৎ যায়া কুশ ব্যানাত দিল টান
ঐনা ব্যানা উঠিয়া কয় রাম সীতা নাম।

দুই ভাইয়ের মধ্যত কুশ-ই অপেক্ষাকৃত জ্ঞানে গানে চাতুরা। এই কুশই পরথমত মধুর সুরত রামায়ণী গান গয়। সেইবাদে এই গানক কুশান গান কওয়া হয়। ব্যানা যন্ত্র বাজেয়া এই গান গবার নিয়ম বুলি এই গানক মেলা মানষি 'ব্যানা গান' কয়া থাকে।

এই গানের ভাইল্যা অংশ বা ছ্যাও আছে—

যেমুন ঃ— ১) খোলাবন ২) দ্যাশ বন্দনা ৩) সরস্বতী বন্দনা ৪) রঘুবংশের মাহাত্ম্য বর্ণনা ৫) পালার ভূমিকা ৬) রামায়ণের শোলক তুলি কাহিনীক নিয়া গান ৭) ফ্যাসা ৮) খোসা গান ৯) মাহাত্ম্য বর্ণন

খোলাবন ঃ— জোড়া খোল, জোড়া তাল, ব্যানা এইলা যন্ত্র। এলা হারমোনিয়ামও সঙ্গত করা হয়। খোলের বাইজের সাথত আন যন্ত্রলার সুরের মিল খোয়াই এই খোলাবনের উদ্দেশ্য। তাবাদে গাওয়াইয়া আর শোনাইয়ার মনক গানমুখী করার আর একটা উদ্দেশ্যও আছে বা থাকির পায়।

ইয়ার পাছের ছ্যাক হইল — দ্যাশ বন্দনা। দেশ মাতাক বন্দনা করাও আর একটা নচ্চন।

পূবে রাজা বন্দি গাঙো ভানু ভাসাঙ্কর
উত্তরে কালিকা বন্দো দক্ষিণে সাগর।
পশ্চিমে বন্দিয়া গাঙো পান্ডুয়ার পীর
যার কলেমার চোটে পাথর ম্যালে চির॥

এই বন্দনা সউগ জাগাত একে ঢক নোঙায়। মেলা জাগাত অন্য বন্দনা আছে।

তার পাছের ছ্যাক ঃ— সরস্বতী বন্দনা। সরস্বতী সউগ বিদ্যার দেবী। সেইবাদে মাও সরস্বতীক বন্দনা করি গান আরম্ভ করির নাগে।

আইসেক মাও মোর সরস্বতী
রথত করিয়া ভার
জৈ জোগারে নামেক মাও তুই
মোরে সভার ভিতর।
মোর সভা ছাড়িয়া মাও তুই
অন্যের সভা যাবু
আরো কিছু কিরা নাদোং মাও
তুই ধর্মের মাথা খাবু।

ইয়ার পাছত রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের বন্দনা গীত ঃ—

কৌশল্যার সুত প্রভু দশরথ নন্দন
দয়া করো রঘুনাথ বন্দিলুং চরণ।
তোর নাম নিয়া পরভু ব্যানা নিলং হাতে
কৃপা কর দয়াময় অধম সন্তানতে।
অধম বুলিয়া যদি দয়া না করিবু
পতিত পাবন নাম কোন কামত ধরিবু।

তার পাছৎ গানের মূল ছ্যাও আরম্ভ হয়। সীতার বনবাস পালার এক অংশ দেওয়া যাবার পায় ঃ—

লক্ষ্মণ যেলা সুমন্ত্র সারথীর সাথত রথত সীতাক নিয়া মুনির আশ্রমত যাইবে বুলি ঘাটা কাড়াইল সেলা সীতা ঘাটাৎ মেলা কুমঙ্গল দেখির ধইরলেক ঃ

সীতা বলে, আজি কেনে দেখং কুমঙ্গল
না জানং রঘুনাথ চিন্তে অকুশল
শাশুড়ীক না কলুং আসিবার কালত
সেই বাদে মনোদুঃখ হইল ফলত
বামত দেখে সর্প দক্ষিণত শৃগাল
কুমঙ্গল দেখি সীতা হইল উতরোল। ইত্যাদি

সীতার বনবাস, হরিশ্চন্দ্র, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সীতার পাতাল প্রবেশ প্রভৃতি পালা গওয়া হয়।

গানের মধ্যাত ফ্যাসা করা হয়। এই ফ্যাসা ঠিক নাটকের নাকান। দোয়ারী আর ছুকুরী এই ফ্যাসার মূল খেলোয়াড়। মূল গীদাল ইয়াত অংশ নের। গানের শ্যাষত রামায়ণগীতির মাহাত্ম্য গওয়া হয়।

যেই জন শুনিবারে করে হাবিলাষ
সউগ পাপ ঘুচে তার স্বর্গত হয় বাস।
নিপুত্রি শুনিলে পায় পুত্রের বর
যায় যা বাসনা করে পুরায় সত্তর।
যেই জণ রামায়ণ করিবে শ্রবণ
মরিলে সে স্বর্গে করিবে গমন।

গানের ফাকত খোসা গান গওয়া হয়। ঐলা নানান কিচিমের। কোন সমাইত ভাওয়াইয়ার সুর কোন সময় দোতরা গানের ঢক। কোন সমাই বিয়াও গীতের নাকান। ঐলা কিন্তুক ভাষায় থলুয়া ভাষা। চতুর্দশ শতাব্দীর কবি

কন্দলীর রামায়ণ আরো ষোড়ষ শতাব্দীর কবি শঙ্কর দেব ও দুর্গাবর রামায়ণ রচনা করিছিলেন। কৃত্তিবাস ইয়ার পাছত রামায়ণ সংকলন কইরচেন। কিন্তুক বৃটিশের মুদ্রা যন্ত্রত আগতে ছাপা হওয়াৎ কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর কাশিদাসী মহাভারত এই অঞ্চলতে বহুল প্রচারিত হয়া যায়। যার ফলত রামায়ণ, মহাভারতের উপজীব্য কবি সেইলা গান রচনা হইচে। এই দ্যাশত সেইলার উপুরাত কৃত্তিবাস আর কাশিরাম দাসের পরভাব বেশি।

হুদুম দেও

হুদুম যদিবা শাস্ত্রীয় দেবতা সমায়ির ব্যবধানত লৌকিক আচরণর পরভাবত পড়ি লৌকিক দেবতার মতন পূজা খায়। রামায়ণের বিভাণ্ড মুনির ঔরসে হরিণীর গর্ভত ইয়ার জন্ম। জন্ম হওয়ার পাছত হরিণের নাকান মাথাত শিং আর মানষির নাকান দেহা দেখি হরিণী উয়াক ত্যাজি বন চলি যায়। মুনি ধ্যানত দেখির পাইল যে হরিণী ভূমিত পড়া তার বীর্য্য চাটি খাওয়ার পাছত গর্ভবতী হয়। আর সন্তান প্রসব হইলে ছাড়ি চলি যায়। তখন মুনি শিশুটাক নিয়া আশি তার আশ্রমত পালন করে। চৌদ্দ বছর বয়স হয়া গেইল নির্জন আশ্রমত। হরিণের নাকান শিং বলি উয়ার নাম হইল 'ঋষ্যশৃঙ্গ'। অঙ্গরাজ্যের রাজা লোমপাদের রাজ্যত বার বছরিয়া খরা চলিল। আগুনের ধুমা যেনে চাইরদিকতে হাহাকার উঠি গেইল দেশত। পন্ডিতগুলার পরামর্শত লোমপাদ ঋষ্যশৃঙ্গক আনির বাদে এক বুড়ীক আদেশ করে। বুড়ী এক নৌকা ফুল ফলে সাজেয়া নিয়া সঙ্গত কয়েকজনা সুন্দরী নারীক নিল। নৌকা বিভাণ্ড মুনির আশ্রমক লাগি যাওয়ার ধরিল। ভাগ্যতে বিভাণ্ড মুনি আশ্রমত নাছিল। বুড়ী উলঙ্গ রমনীগণক নিয়া আশ্রম সোন্দাইল আর ঋষ্যশৃঙ্গক সুমিষ্ট ফল খাওয়ার দিল। ফল খায়া অবাক্ হয়া গেইল মুনি। উয়ায় কোন দিন নারী মূর্তিক দেখে নাই। কাজেই আকর্ষিত হয়া উমার সাথতে নৌকাত চাপিয়া অঙ্গদেশ

আসি গেইল। যাওয়ার সাথতেই দেশত গোলগোলা বৃষ্টি আসিল।

এই মুনি বালক হইল হুদুম দেও। সেলা থাকি ঋষ্যশৃঙ্গর অনুস্মরণত হুদুম পূজা হয়া থাকে। যদিবা বৃষ্টি আনির আরো উপায় এত্তি চালু — যেমুন ব্যাঘ্রের বিয়াও, গুণ টানা, মেঘমোল্লার রাগিনীর গান গাওয়া, ত্যাঙ সমাজত হুদুম পূজাই যেনে বেশি চলতি। লোকাচারত এই পূজা হয়। কলার গছ গাড়া হয় লোকালয়ের বাইরত। পুষ্পিতানারী হয়া অকুমারী কইনা সেই কলার গছ গাইরবে। এক বাকনী তুষ, নটীর দুয়ারের মাটি, ঝেচু পখির ভাসা, সাত ঘাটের জল, পতিতার কেশ, চাইলন এইলা হয় এই পূজার উপাদান। ইয়ার উপরত দই, দুধ, ফলমূল, ধুপধুনা, কলা, চাইলনবাতি নাগে। রাতি বেলা এই পূজা হয়। ঢাকুয়ার থাকে বাইরত আওডালত। গীদালী আর আন আন বেটিছাওয়ালা গান করে আর উলুধ্বনি দেয়। সগায় উলঙ্গ অবস্থাতে থাকে। সেইবাদে পুরুষের যাওয়া বাধা। গানগুলাও যৌনধর্মী আর কামোদ্দীপক। কলা গছের প্রতি যৌনধর্মী আচরণ করে। কলা গছটাক হুদুম দেও মনে করা হয়। বামুনের দরকার নাই।

হুদুময়ের কাছত জল (বর্ষণ) আরো নিঃসন্তান কাঙো থাইকলে সন্তান কামনা করে।

হুদুম কথাটা নিন্দা সূচক। এই শব্দটাক দিয়া গালি দেওয়া হয় এই ভাষাত। 'মানষিটা' হুদুমাপরা বা হুদুমা। কোন সময়ত হুদমা বুলি কওয়া হয়। ইয়ার অর্থ হইলেক পরিবেশত খাপ না খোয়েয়া কাজ করা বা কওয়া। আগাল গোর চিন্তা না করিয়া যায় কিছু কয় বা করে উয়াক হুদুমা কওয়া হয়।

হুদুমের জনম থাকি বিয়াও পর্যন্তক হুদুমের গানত কওয়া হয়। মিলন গানই বেশির ভাগ এই গানত। যেমুন :—

হুদুম আমার কায় হুদুমী আমার কায়
ধওলা ঘোড়াত চড়িয়া হুদুম খেউর নামেয়া দেয়
হুদুম-হুদুমীর বিয়াত গেলুং
কানের সোনা দানত পালুং।

আনোরে হুদুমের মাও চাইলন বাতি
বরি নেও হুদুমের শুভ রাতি।
জাগ জাগরে হুদুম আজিকার রাতি।
গৃহস্থিয়া করে পূজা দিয়া ধূপ চাইলন বাতি
আকাশতে কর পূজা আকাশ কারালি
পাতালতে কর পূজা এককাল লাগালি।

প্রার্থনা :—

হুদুম দেও হুদুম দেও আমাক ফুটিক পানি দেও
আমার দেশত নাই পানি জীবন নিয়া টানাটানি।
হুদুম হুদুমে কি কাজ করিল রে।
হুদুমের ঘর সাত ভাই কারো খেতত পানি নাই।
আছে পানি গাঙ্গেতে ঢালি দিম জমিনেতে।
কাল মেঘ ধওলা মেঘ দেওয়া ঝরি আয়রে
আয় পর্বত ধায়া।
আয় আয়রে হাড়িয়া মেঘ আয় পর্বত ধায়া।
কাল মেঘ ধওলা মেঘ আয় সোদর ভাই
এক সিলকা ঝরি দেও গাও ধুইয়া যাই।

ব্রহ্মার পুত্র মদনকামক যেমুন কামের বা কামনার দেবতা হইলেও সৃষ্টির প্রতীক বলি কওয়া যায় হুদুমও অমুন লোকাচারী না হইলেও উয়াকও শুভ সৃষ্টির প্রতীকও কওয়া যায়। সেই বাদে উয়ার অশ্লীলত্বের ভিতি দেখিলে চলিবে না। শুভ দিক ইয়ার আগমনত সূচিত হয় ওটাও দেখা যাইবে।

সুবছনী পূজা

সুবছনী পূজার চইল আছে এই অঞ্চলত। বেটিছাওয়াগুলার

পূজার গীদালী। সুবচনীর ঘট, কলার ঠাইত নেইচপাতের উপরা বসান হয়। তেল সেন্দুর নেইচপাতের উপরা লেপি দেওয়া হয়। গুয়া পান চুন ফুল, ফল দই ধূপ ধুনা দিয়া ইয়ার পূজা অর্চনা করা হয়।

এই পূজার আসল ব্যাপার হইল মানতি করা। ঠাকুরক মানস্কামনা পূরণের বাদে মানসা করা হয়। যেলা কামনা পূরণ হয় সেলা এই পূজা দেওয়া হয়। কাঙো পাঠা মানে, কাঙ গুয়া মানে। এক পোণ, দুই পোণ গুয়াও কাঙো মানে।

যায় যায় পূজাবাড়ী যায় সগাকে তেল সেন্দুর মাথাত পেন্দে দেওয়া হয়। বউ-ঝিউগুলার একটা আনন্দের ব্যাপার।

সু=বচনী থাকি সুবচনী হইচে বুলি কওয়া যায়। যার বচন সু বা সত্য তাকেই সুবচনী ঠাকুর কওয়া হয়। দেবসমাজত এই ঠাকুরের আসন নাই বুলি কওয়া যায়। ইয়ায় লৌকিক দেবতা।'

১) সুবচনীর গান গীদালী করি থাকে :—

দ্যাশে দ্যাশে সুবচনীর মহিমা প্রচার হইল
সুবচনী দ্যাশে যায়
কাঠারী মারেয়া চায়
দেমোনা দেমোনা দ্যাশে যাইতে
গেইলে পামোনা দেখা আর।

২) ঝেচুয়া করে ঝিলি মিলি কুকিলা করে রাও
শ্যাত কাউয়ার বচনে রজনী পোয়াও পোয়াও।
স্বর্গের সুবচনী স্বর্গে চলি যায়।

ঐ থাকি মাও সুবচনীর পূজা পাত্যি ঘরে হয়। সাধারণত বিয়া, কোন বস্তু হায়েরা গেইলে পাওয়ার মানসা, কোন বিপদত পইরলে উদ্ধারের মানসা করা হয় এই ঠাকুরক। সুবচনীর ডাই পাশে নারদের থাইত থাকে। তাতে নেইচপাতার উপরাত দুবা, ধান, তেলের বাতি, গুয়াপান থোয়া হয়। পূজার শ্যাষত এক

চ্যাংরা ঐ গুয়া বাইরত নিয়া যাবে। আর কাঙো ঐ গুয়া পান খায় না। ভয়, যদি উমার স্বভাব নারদের নাকান হয়।

দোতরার গান

দোতরার গান হইল কেচ্ছাবন্দী গান। দুই জনেই এই গান গয়। মূল দোতরা বাজায় আর একজন খাপি বা জুরি বাজেয়া সঙ্গত করে। কোন সময়ত পালা গান গওয়া হয় দল বান্দি। সেই দলত কুষানের ঢক সউগ গায়ক থাকে। দোয়ারী, ডায়না পালী, ছুকুরী ইত্যাদি। দাতা কর্ণ, হরিশচন্দ্র এইলা পালা গওয়া হয়। বাসনা পালা — সাত কইন্যা ভাগ্যধর, মরুচ মতির পালা ইত্যাদি। এই গান আধুনিক কালের কওয়া যায়।

দোতরার কুল্যোমিলি চাইরটা তার। মধ্যের দুইটা তারের নিচেরটার নাম সুর উপুরাটার নাম জিন আর সগারের উপুরারটার নাম বম। এই তারগুলা চাইরটা কানের সাথত বান্দা আছে। ঐলা নিচত ঘোড়ার উপুরা চড়ান থাকে খুঠার চুটকি দিয়া বাজা হয়।

সুরের বিকাশ বা প্রকাশের জাগা হইল আকাশ। আকাশত সুরের সার্থক বিকাশ পাইলে জিন বা জয়ী হওয়া যায়। ভাওয়াইয়ার উদ্গাতা ৺সুরেন বসুনীয়া দোতরাক নিয়া অনুরূপ মত পোষণ কইরচেন।

সুর আর জিন কোন সমায় নাগিনীর সাথত বাজা হয়। কোন সমায় এই দুইটা তার বমের সাথত বাজা হয়। সুর আর জিন দুইটা তার হইলেও এইদুইটাক একক ধরা হয়। ইমার সিঞ্জন সমধ্বনির জন্যে। এই একক সুর আর জিনের সাথত কোন সমাই বম আর কোন সমাই নাগিনী বাজা হয়া থাকে। সউগ সমাইতে দুই সুরধ্বনির বাদে এই যন্ত্রক দোতরা কওয়া হয়।

ব্রতকথার গীত এই ভাষাক উন্নত করি দিচে :—

কাত্যায়নী ব্রতকথা, লক্ষ্মীর ব্রতকথা এইলা।

"কাত্যায়নী ব্রতকথা শাস্ত্রীয়। কিন্তু এর পূজা পদ্ধতি, সঙ্গীত ও ভাবধারা

কুচবেহারের নিজস্ব। যে সঙ্গীতগুলি আমি সংগ্রহ করেছি তা চারশত বৎসর পূর্বের কুচবেহারের রীতি নীতি, ভাবধারা ও জীবন যাত্রার পরিচয় দেবে"।

কুচবেহারের ব্রতকথা—
ডঃ সুধীরঞ্জন ভট্টাচার্য্য ও হিমাদ্রী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য।

ব্রতকথার উদাহরণ :— ব্রতের আগত ব্রতী হাটৎ যায় ঘট বা বাস্কুম কিনিবার।

উষাবালী হাটোৎ যায় রে
কাখে নয়া ডেলি।
এচিয়া বেচিয়া কেনে উষা
বাস্কুম গোটা চারি।
ও ভাল বত্ত করে মোর উষা রে।

বাস্কুম কেনা হইল ভারও বান্দা হইল। কিন্তুক চৌকিদার এলা ঘুষ চায়।

বাস্কুম কিনুনু এ ভারও বান্দিনু
চৌকিয়ায় খোঁজে দান
স্ত্রীনারী হয়া রে
রাজাক জানাইমরে
চৌকিয়ার কাটিম কান। ইত্যাদি

পুষ্করিনী খোড়ার গান :—

নলের আগালত খাগো
পুকুরি খোরা জাগো
পুকুরির ঘাটত নাগানু বাতি
পুকুরী খোরে চার পহর রাতি।
পুকুরি খোরার গাত মাটি
পুকুরি খুরি চোপো রাতি

পুকুরি খোরাক পানুং
কানত কুন্তল দিনুং
হাতত বলেয়া দিনুং
পুকুরি খোরাক পানুং
গালাতো হার দিনুং। ইত্যাদি

কাতি মাসের সাংরান্তিত ভোগা দেওয়ার ব্রত হয়। সেদিন উপবাস থাকি সাঞ্জের সমাই ভোগা দেওয়ার নিয়ম। ধানের খেতত, গরুর গোয়ালীত, বাগানত, ধান বা অন্য আবাদের খেতত ভোগা দেওয়ার নিয়ম। এই ভোগা সিন্নার আগালত পাটা বান্দিয়া ঘি মাখেয়া করা হয়। পাছৎ ঐ জাগাগুলাত জ্বলেয়া দেওয়া হয়। ভোগা দেওয়ার সময়ত বোল আছে, সেইলা এই নাকান—

ধানবাড়ীত দেওয়ার সময়ত ঃ— ভোগা দেউয়া চিকিরিয়া কইবে—

সগারে ধান আউল ঝাউল
আমার ধান মইলকার চাউল। (দুই তিনবার কওয়ার নিয়ম)।

গরুর গোয়ালীত কইবে ঃ—

সগারে গরু হাড়ুয়া টারুয়া
আমার গরু মইষের পারা।
সগারে গরু নড়ে চরে
আমার গরু উঠিয়া দৌড়মারে।

উক্‌কথা, ছড়া, শিল্লুক, ধাধা, ছাওয়া ভুলানি গান — এই ভাষা সাহিত্যক আরো উন্নত কইরচে। কিন্তুক দুঃখের কাথা হইল এইলা এলাও মুখত চলি আছে। ৺উপেন্দ্র নাথ বর্মণ, আরো হরিমোহন বাবু কতলা সংকোলন কইরচেন। উমাক ধন্যবাদ দেওয়াই খাইবে। কিন্তুক আরো মেলা মেলা হারেয়া যাবার নাইগচে। এই ব্যাপারত অনুসন্ধান আরো সংকলন হওয়ার দরকার।

উক্‌কথা ঃ— উক্‌কথার এই দ্যাশ। রাজা মহারাজার এই দ্যাশ! রাজার বেটা, কোটয়ালের বেটা, রাজস্নার দুলালী বেটীর কত শত কাহিনী, বড় আঙ্গর,

বুড়াবার বাটুয়াত। ইয়ায়ই নোঙায়, বাঘ, ভালুক, গন্ডার, শিয়াল, বনুয়া হাতী, জঙ্গল, সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতক ঘিরি আছিল। ঘন বসতির বাদে সেইলা এলা মুচি যাওয়ার ধইরচে। গাড়িয়াল. মইষাল, বাউদিয়ার ছন্নছাড়া জীবন এই অঞ্চলের জনসমাজত অনাদৃত নাছিল। বরং উমার নিঃসঙ্গ ও দুঃখময় জীবনের ভিতি আকর্ষণ দয়িতার অধিক।

ওকি গাড়িয়াল ভাই
হাকাও গাড়ী তুই
চিলমারি বন্দরে রে। ---...
একবার আসিয়া
সোনার চান মোর
যাও দেখিয়ারে। .. --- ইত্যাদি

তাক বাদ দিয়া ভুত, পেতনির কথা কওয়াই নাগেনা। শ্যাওড়া গছের পেত্যানি, ভইস কুড়ার মাশান, বারোকোদালীর আম গছের কালী, বাশবাড়ীর ঘাটার কেতা ওড়া মাশান আরো কত? সীপসীপানি ঝরির আন্দার রাইতত যেলা গাংয়ের মানষি ভার নিন্দত পড়ি, সত্যনারায়ণ ঠাকুরের পসাদের ঘটি হাতোৎ বাড়ীর ভিতি যাওয়া যাদব ঠাকুরের পাছৎ ডাংধরার পাটের মাশানের ‘ঠাকুর মোক খানেক দেও, ঠাকুর মোক খানেক দেও’ বুলি কাউলান — সেলা সইতে সওয়ার না পায়া যাদব ঠাকুর তেপথা ঘাটাৎ পসাদের ঘটি থ্যাবগে থুইয়া — ‘নে এলা কুইল্যায় খা’ কয়া চলি যাওয়ায় গাওয়ের লোম সিংরি উঠার কাহিনী কার জিউ না শুকায়।

বসন্ত, গইরমরি এইলা মহামারি নাগিলে গুটি ঠাকুরানী কি খরেয়া যায়! উয়ার থাকি নেস্তার পাওয়ার বাদে নবীন কবিরাজের কি অসম্ভব ঠাকুরানীর সাথত ঝগড়া, শ্যাষত মন্ত্র, তন্ত্র বলত ঠাকুরানীক গ্রেরাম ছাড়া করির বাদে উড়ানী কইতরের চালান দেওয়া ও রোগীক টানি তোলা, এই নাকান কতশত কাহিনী আছে বাড়ি বাড়ি।

'বুড়ার সেকালু গাড়া', ঘড়িয়ালের বেটার শিয়াল পন্ডিতের নেখাপড়া শিখান, পাছৎ শিয়ালক ধরির বাদে নদীত শিয়ালের ঠ্যাং ধরা আরো শিয়ালের কথা — ঘড়িয়াল মোর নাটিটাক ধরলু ঠ্যাংয়ক ধরলু না কেনে ? নাটি ভাবি ঠ্যাং ছাড়ি দিতেই এক ঝাপ্পে শুকান উঁঠি শিয়াল হাসি হাসি কয়—কেমুন ঠ্যাং খালু ঘড়িয়াল ! ছাওয়া পোয়ালা এই গল্প আজিও শুনি শুনি অবাক হয়া যায়।

ছাওয়া ভুলানি গান

ছাওয়া ভুলানি গান অগন্তি ঃ অলিখিত সাহিত্যের নিদর্শন ঐলা।

যেমুন— ১) ঢুলে ঢুলে
ঢুল কদমের তলে
ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে
হাতির কান্দন নাতি্য
পড়িয়া পাইলং ধুতি
সেও ধুতি ফারা
আমার বাপই ঢাঙ্গা।

আম বাড়ি কলা বাড়ি
অতি্য তোর মামা বাড়ি।

২) দাড়ি পোড়া দাড়ি পোড়া
তোর বাড়ি কত দুর
ধুল ধুল গোলামের ব্যাটা কইল্যা এতদুর
হাল নাই জাল নাই প্যাটত নাই ভাত
সারা বারি উটকি বেরায়
হিত্যু কুমড়ার পাত।

হিত্যু কুমড়ার পাতরে খস্সর মসর
দাড়ি দিয়া পানি পড়ে টপ্পর টপ্পর
এক শিয়ালে নান্দে বাড়ে দুই শিয়ালে খায়
রাজার বেটা মদনকাম দেও পুজির যায়
দেও পুজতে দেও পুজতে পাইলং পাটের শাড়ী
সেই শাড়ী পিন্দি গেইলং শ্বশুর বাবার বাড়ী
শ্বশুর বাবা শ্বশুর বাবা
কি করেন বসিয়া
তোমার ছাইলা কাটা গেইচে
নড়াইত পড়িয়া।

গছের উপুরা বইসা টুনি পখি। ঘাটা দিয়া যায় নাউয়া।

নাউয়াক কয় টুনি— নাউয়ারে নাউয়া মোর খোচাখান নিকলাও তো !
নাউয়া শুনি কয়— রইস তোর কথাতে মুঞ খোচা নিখলির যাং।
সেলা টুনি রাগি এন্দুরক কয়— এন্দুর রে এন্দুর নাউয়ার গোলা কাটেক তো।
এন্দুর শুনি কর— রইস তোর কথাতে নাউয়ার গোলা কাটির যাং।
রাগি টুনি ঠেংয়াক কয়— ঠেংয়ারে ঠেংয়া এন্দুরটাক মারেক তো !
ঠেংয়া কয়— রইস তোর কথাতে এন্দুর মারি যাং।
রাগি টুনি জলক কইল— জল রে জল আগুন নিবাও তো।
জল কইল— রইস তোর কথাতে আগুন নিবির যাং।
টুনি রাগ হয়া হাতিক কইল— হাতি রে হাতি জলক পিয়াও তো।
হাতি কইল— রইস তোর কথাত জল পিয়ার যাং।
টুনি উমানিক কইল— উমানি রে উমানি হাতিটাক কামড়াও তো।
উমানিরঘর হাতিক কামড়েবার ধরিল।
কাউঙু কাউঙু চিকিরির ধরিল বেচেরা হাতি। সেলা স্বীকার করিল।

কইল— হাতি কইল ম্যাং জল পিয়াও দেং।
জল কয় ম্যাও আগুন নিবি দ্যাং
আগুন কয় ম্যাং ঠ্যাংয়া পুরি দ্যাং
ঠ্যাংয়া কয় ম্যাং এন্দুর মারি দ্যাং।
এন্দুর কয় ম্যাং নাউয়ার গোলা কাটি দ্যাং
নাউয়া কয় ম্যাং
টুনি পখীর খোচা নিখলি দ্যাং।

কাজত উৎসাহ দেওয়ার বা পরিশ্রমক ভুলিবার বাদে কতলা শিল্লুক কওয়ার চলন আছে। ভুকানীগুলাও ঐ নাকান শিল্লুক কয়া কয়া বাড়া ভুকায়— ইয়াতে অন্য ভুকানীক অপনেল্টা করার চেষ্টাও থাকে।

যেমন— হিস্য বারার ভুকি গাইন মুখামুখি
ও বাড়ি গেইল গেরা আমার চাউল কারা।
পাছত গেইল ভইস ফল্লির তাস্কির বারা
কোন দিনও না হইস।

দেশের সমৃদ্ধি বিষয়ক শিল্লুক মেলা আছে। উয়াতেও উৎকৃষ্টামানের সাহিত্যের পরিচয় মেলে।

১) খ্যাতোৎ আছে সোনার ধান
আরো আছে গুয়া পান
পাট তামাকুত দ্যাশ ভরা
দ্যাশত বাধা টাকার ঘরা।

২) বলরামপুরী বাঁশ, কুচবেহারী রাস
চিলাখানার ত্যাল, গছত ডাঙর পাকা ব্যাল।

৩) গদার নাকান মুলা, না নাগেরে চুলা।
যদি রাজ্যত থাকির চাইস, খাটি খুটি খাইস।

সাইটল গান

সাইটল পূজাত গান গওয়ার বিধি আছে। পুত্র কামনা ও ধন কামনাত এই পূজা করা হয়া থাকে। শিবের কইন্যা 'নেতা'ই এই সাইটল দেবতা। নেতাক সাইটল কেনে কওয়া হয় তার ব্যাখ্যা কোনটেও পাওয়া না যায়। তবে চৈল থাকা গানগুলাক শুনিলে 'নেতাই' যে সাইটল তাক বুঝা যায়। কিরণ বালা বর্মণীর (গীদালী) গীতত সাইটলক নেতা বুলি কওয়া হইচে। সোলার ঠাকুর গড়ায় মালী। মাটির মূর্তি, অভাবে ঘট বসেয়া পূজা চলে।

সাইটল পূজার সমায়ঃ— সাঝের বেলা, দুপুরাও চলে। যে কোন মাসত এই পূজা করা যায়। ঘট বসা হয়।

উপচারঃ— আটিয়া কলা, মনুয়া কলা, দৈ, দুধ, ঘিউ, মধু, বামুন নাগে। পূজারী উপাস থাকে। গিরি উপাস থাকে। গাওয়াইয়াগুলাও নিরামিষ খাইবে। বেটিছাওয়াগুলায় এই গান করি থাকে।

পূজার ছ্যাওয়ের সাথত গানের ছ্যাও আছে।

১) পূজা ওচানি ২) ফুল বাড়ানি ৩) বন্দনা ৪) মূল গান ৫) ঘট তোলা বা ঘরকরা। ৬) ঘট ভাসানি।

পূজা ওচানি

(১) নেতাখানি ছলো বলো মাজিয়াখানি কালো।
তুলসির পাতে গঙ্গার জলে নৈইচপাত শুদ্দি কর।
উত্তম গঙ্গার জলে কলা শুদ্দিক।
নেতাখানি ছলো বলো মাঝিয়াখানি কালো।
তুলসিপাতে গঙ্গার জলে পূজারী শুদ্দি করো।
উত্তম গঙ্গার জলে ঢাক শুদ্দি করো
নেতাখানি ... ...
তুলসির পাতে গঙ্গার জলে খৈ শুদ্দি করো।

উত্তম গঙ্গার জলে চুরা শুদ্দিদ কর।
তুলসির পাতে গঙ্গার জলে দৈ শুদ্দিদ কর।

(২) নেতা খানি সরদাই হাতে নেও
জাগায় জাগায় সরদাই মুছিয়া যাও।
কলার ঝুকি সরদাই হস্তে নেও
থানে থানে সরদাই দিয়া যাও।
ধুপ ধুনা সরদাই হস্তে নেও
থানে থানে সরদাই দিয়া যাও।
ইত্যাদি

ফুল বাড়ানি

নমো নমো ফুল মোরে শিবেরও কুমারি
শিবে সিজাইল ফুল মোর ঐনা পার্বতি ॥
কোটা কাচি নিয়া সরদাই যেইল ফুল বাগানে।
কালা নাল ও ফুল সরদাই ছিড়িয়া সাজিতে ভরাইল ॥
ফুল বা নিলে পাতে ফুল বা নিল হাতে
ডান হস্তে নিয়া ফুল বাম হস্তে বাড়ায় ॥
ইত্যাদি

বন্দনা

আইসেক মা তুই সরস্বতী রথে করিয়া ভর
জৈ যোগারে আইসেক মা তুই মোর সভার ভিতর।
ইত্যাদি

মুল গানের উপাখ্যান হইল সরদাই নামে এক বামনীক নিয়া। আটকুরানী সরদাই। বাচ্চা কোচ্চা কিছুই নাই। উয়ায় বান্ধী হওয়াৎ উয়াক সগায় ঘিন করে। উয়ার ছোয়া পীড়াৎ উয়ার দিদিও না বইসে। মানষিগুলা দেখিলে ফুসুর ফাসার তামসা করে। সরদাইর মনত খুব দুঃখ। টারি বাড়ীত সাইটল পুজা। পুজাবাড়ীত যাওয়ার বাদে শ্বশুড়ী, সোয়ামী সগারে মত নিলেক। ছয় সতীন ভক্তি দেওয়ার সমায়ত গুড়ি দিল সরদাইক। কান্দি কাটি সরদাই সাইটল বাড়ীত গেইল। বিষহরির ডিঙ্গা আসিলে ধরির গেইল সরদাই। বিষহরি বান্ধী সরদাইক ডিঙ্গা ছুবার দিল না। দেখে দিল সাইটলের ডিঙ্গাক। সাইটলের ডিঙ্গা আসিলে ছুবার গেইল সরদাই। সাইটলের ডিঙ্গা আসিল — ধরির গেইল সরদাই। সাইটল ডিঙ্গা নারির বাধা করিল। সরদাই বান্ধী যে।
সেলা সরদাই কিরা কাটিল ঃ— সুফল পাইলে মাও ফিরিয়া বাড়ী যাইম
কুফল পাইলে মাও শহর মাগি খাইম ॥

সেলা সরদাইক সিনান করির হুকুম দিল সাইটল। তার পাছত শুদ্ধ হয়া গেইলে রাম লক্ষ্মণ পুতের বর দিল। কিন্তুক পুজার মণ্ডপত যায়া পুজার পাছত যেলা ভক্তি দেয় সেলা পুজার পসাদ কলা সউগ সাতাইর (সতীন) ঘর খায়া ফেলাইল। সরদাই দেখে পসাদ নাই। তা'হইলে বৃথায় উয়ার পুজা। সোয়ামীর আদেশে সাইটল মাওর কাছত আরো গেইল সরদাই। সাইটল মাও কইল কলার চোচা যেইলা পড়ি আছে ঐলাক চাটিবার বাদে, তাতেই ফল পাইবে। তাই করিল। গর্ভবতী হইল সরদাই।

মুঞ্চ যে আইচ্চং মাও সাইটল মায়ের আগে
সেই কথা শুনিয়া সাইট মাও বিমুখ হইল।
যা যা সরদাই তুই বিষহরি মাওয়ের আগে
আসিবার নাইগছে বিষহরি ডিঙ্গা ধরিস শক্ত করি।

বিষহরি— না ছুইস না ছুইস সরদাই তুই মোরে ডিঙ্গা
তুই সরদাই জনমের বান্ধী।

আসিবার নাইগচে সাইটল মাওয়ের ডিঙ্গা
ঐ ডিঙ্গা সরদাই ধরিস শক্ত করি।
তায়ে দিবে রাম লক্ষ্মণের বর।
সাইটল— না ছুইস (২) সরদাই মোর ডিঙ্গা
তুই সরদাই জনমের বান্ধি!
সরদাই— সুফল পাইলে মাও ফিরিয়া বাড়ী যাইম
কুফল পাইলে মাও শহর মাগিয়া খাইম।
যা যা সরদাই ছিনান করিয়া আয়।
সোনার বাটাত নিলে সরদাই শেওয়া সইস্যার খৈলা
রুপার বাটাত নিলে সরদাই শ্যাওটের ধুলা।
আগে পাছে নিলে সরদাই হিরা জিরা বান্দী
যেই গেইল সরদাই ছিন্নদি ছিনানে॥
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
ছিনান করি সরদাই গেইল সাইটল মাওয়ের আগে
মাথার বেনী আউলিয়া সরদাই জোর হাতকুরা পাড়েক
পেন্ধনের শাড়ী অঞ্চলে পাতি পুতের বর নেক।
ঘোরে ঘোরে সাইটল মাও সরদাইর চাইর পাকে।
আগ পাকে গাও ঝারিয়া সাইটল মাও দিলেক পুতের বর।
যা যা সরদাই বাড়ীক নাগিয়া
বাড়ীত যায় সরদাই পুতের বর খাইস।
(এক জোড়া কলা, ফুল, তুলসী, পাত দিল)
বাস্তু মাওয়ক দিস মাও ঢালা পরমান।
বসুমতী মাওক দিস মাও উড়ানী কৈতর।
তুলসী মাওক দিস তুই একনা ধওলা পাঠা।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ৯ ০

পোনাম করি দেখে কলা পসাত নাই
ছয় সতীনে খাইচে!
কলা খায়া চোচা ছাইনচাৎ ফেলাইচে।
বাঞ্ঝা বামন পুছিলে কি দিয়া বুজ দিম
কলা খায়া চোচা ছাইনুগাৎ ফেলাইচে।
দেখ দেখ স্বামীধন চোচা আছে কলার।
স্বামী— চোচা ধরিয়া যা সরদাই সাইটল মাওয়ের আগে
শোন শোন সাইটল মাও আমার কথা
পুতের বর মোর সতীনে খাইচে।
শোনেক শোনেক সরদাই আমারে কথা
বাড়ী যায়া সরদাই চোচা চাটিস খালি।
তাতে হইবে তোর রাম লক্ষ্মণ পুত
বাড়ী আসিয়া সরদাই চোচা চাটিয়া খাইল।
০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

অন্ন ভোজন করিয়া সরদাই সোন্দাইল মন্দির ঘর।
মন্দির ঘর যায়া সরদাই পান তাম্বুল খায়।
আগা রাতি যে যায় সরদাইর পান তামাকু খাইতে
মাঝ রাতি যেইল সরদাইর রং তামাশা কইরতে।
রাতি পরভাত কালে ভরনিন্দত পড়িল।
এক ঘুমত সরদাইর সুনদুপুর হইল।
শাশুরী সতীনে গালি পাড়া শুরু কৈল্লে
চালত পড়িয়া কাউয়া করে কাও কাও
কাউয়ার কান্দনে বাঞ্ঝা বামন জাগিল।
ওঠেক ওঠেক সরদাই বেলা বড় হইচে

উঠিয়া দেখে সরদাইর কাপড় ছিড়িছে
রাতির প্রভাত কালত রাম লক্ষ্মণ থিতিচে।

ঘট তোলা

ঘট তোল ঘট তোল ভবানীর মাও ঘট তোল।
আজি বামনে বসাইচে ঘট গিদালী ঘর করেরে
ঘট তোল
আজি পুন্য ঘট নড়ে রে, ঘট তোল
আজি বামনে বসাইচে ঘট মারেয়ায় ঘর করে রে
ঘট তোল।
পুণ্য ঘট নড়ে রে ঘট তোল।
ঘট তুলি মারেয়া সোন্দাইল মন্দির ঘর, ঘট তোল।
দেও দেও দশ আইমাও চালত ফুটিক জল রে
চালার জল দিয়া মারেয়া যায় মন্দির রে, ঘট তোল।
দেও দেও দশ আইমাও পাচ ঝাকু জোগার রে
ঘট তোল।
আজি পুণ্য ঘট নড়ে রে ঘট তোল।

ভাসানি গান

আজি যা যা রে সাইটল মাও দরিয়ায় ভাসিয়া।
ওরে মোর সোনার ঠাকুর রে।
আজি সারা রাতি পোয়ালু মাও তুই জৈ যোগারে।
যাবার কালে যেলু মাও তুই দরিয়ায় ভাসিয়ারে।
আজি তোমাক না পুজিনু মা ও জৈ যোগারে।
আজি হাতে যেলু মাও কৈলাস নাগিয়ারে।
ওরে মোর সোনার ঠাকুর রে।

কাতি পূজা

এই অঞ্চলত কাতি-পুজার চৈল স্মরণাতীত কাল থাকি অব্যাহত। কাতি শাস্ত্রীয় দেবতা হইলেও লৌকিক আচারে এই দেবতাক পুজা আরাধনা করা হয়া থাকে। বামন হোমের বাদে নাগে। ডাকুয়ারক পুজার সময় নাগে। গান আর নাচনার সময়ত ঢাকুয়ার আওডাল থাকি বাজায়। ঝিয়া ছাওয়াগুলা এই পুজা রাইতের বেলা আরম্ভ করে। উপচার অন্যান্য পুজার নাকান। শোলার ঠাকুর, কোন কোন জাগাত মাটির মুর্তি পুজা করা হয়। ময়ুর বাহন হইল কার্তিক।

পুজার উদ্দেশ্য হইল— পুত্র কামনা, ধন কামনা।

ছাওয়া, ধন জন দিলে
জোর ঢাকে দশ আইমাও ড্যাকে
পুজা দিমু হাসি খিলি।

স্কন্দ পুরানত কাতি পুজার উল্লেখ দেখির পাওয়া যায়। শিবের বিয়াও থাকি এই ব্রত কথার জন্ম। ইয়ার পাছত কাতির জন্ম, উয়ার বিয়াও, কাতির সাথত আইঝিউগুলার রং তামাসা এইলা দিয়া কাতির গান। গানের সাথতে নাচের আরম্ভ। সিনানের গান ঃ—

হাটু পানিতু নামিল চন্ডী—হাটু কইল্লো শুধ।
কমোর পানীত নামিল চন্ডী কমোর কইল্লো শুধ
হিয়া পানীত নামিয়া চন্ডী দিল পঞ্চ ডুব।
এক পহর নাতি গেইল পান গুয়া খাইতে
তার পাছত নাতি গেইল দুক্ষের কাথা কইতে।
সিতান থাকি পৈতান গেইল
কাতি পুতের জন্ম হইল ॥

শৃঙ্গার ঃ—

(আরো) চন্ডী মাও বুড়া শিবের মন্দির সোন্দাইল
সোন্দেয়া শিবের সাথত পান—তামুল খাইল।

হাসিতে খেলিতে নাতি পোয়ে গেইল।
ঐ ডুবে ঐ সিনানে কাতি গর্ভ হইল ॥

... ...

আট মাস হইল চন্ডী চলিতে না পারে।
নয় মাস হইল ছাইলা ওলট পালট করে।
দশ মাস দশ দিনে ছেলে ভুমিত পরিল ॥

কাতির জন্মের পাছত গীদালীর ঘর কাতির দেহের রূপ সৌন্দর্যক বর্ণনা করির ধরে। যেমন ঃ—

কাতি তোর মাথা বানাইল কোন জনে ?
আনু জনমে রে টালা বিলাচি রে।
মাথা বানাইল বাসুদেবে।
জন্ম দিল শঙ্কাই বাপে।
কাতিরে তোর চউক বানাইল কোন জনে ?
আনু জনমে রে তারা বিলাচিরে
চউক বানাইল বাসুদেবে।
জন্ম দিল শঙ্কাই বাপে।
কাতি রে তোর ভুরু বানাইল কোন জনে ?
আনু জনমেরে শইলতা বিলাচি রে
ভুরু বানাইল বাসুদেবে
জন্ম দিল শঙ্কাই বাপে।

লৌকিক মতত কাতি অকুমটা। বিয়াও উয়ার হয় নাই। কাতি বিয়াও করির বিরিয়া মার ঘরত যায়া দেখে চন্ডী মাও ভাইল্যা খাবার খাওয়ার নাইগচে। চিন্তা করিল কাতি, যদি উয়ায় বিয়াও করায় তা হইলে বৌয়ের কারণে মাওয়ের খাওয়াত ব্যাঘাত ঘটিবে। সেই গোনে বিয়াও না করিবে বুলি থির করিল কাতি।

কার্তিকক এই বাদে ঠাট্টা করি গীত রচনা হইচে ঃ—

কাইত কান্দে কাতিকা কান্দে হাতত নিয়া ধনু।
শহৈরা কাতি ইয়ো চান্দে না হইল তোর বিয়াও ॥
সিতা পরে কাতি বইনের দিকে চায়া
শহৈরা কাতি ইয়ো চান্দে না হইল তোর বিয়াও।
আরবার তোর বিয়াও হইবে জোর কইন্যা দিয়া ॥

দ্বিতীয়া ভাগ কৃষি কর্মক নিয়া গান। অংকিয়া নাটকের মতন করি কৃষি কাজের পর্যায়ক অভিনয় করি দেখান হয়া থাকে। একজন গীদালী নাঙ্গল জোঙাল পুরুষ বেশত ঘাড়ত নিয়া আগেয়া যায়। আরো দুইজন গীদালীক হাটু পাড়েয়া হাল জোরার অভিনয় করে। এই সোমাই বাঘ বিরায়। বাঘ হালের গরুক ধরিলে হুরাহুরি লাগি যায়। হালুয়া চিকিরির ধরে বাঘ গরু নিয়া গেইল গরু নিয়া গেইল। সেলা ইয়াক ডেকায় উয়াক ডেকায় আগেবার বাদে। বাঘ থাকি গরুক বাচেবার।

সামার বেটা মামারে
গরু নিয়া গেইল বাঘেরে,
নিয়া গেইল তা নিয়া গেইল
আগা হালের গরুরে ...।

পুরুষ বেশধারী গীদালী নাটি ঠেঙা নিয়া বাঘক খেদেবার চেষ্টা করে। ইয়ার পাছত ধান বওয়া, নিকা, ধান কাটা সউগ অভিনয়ের মাধ্যমত দেখে দেওয়া হয়।

ইয়াত খোসা গানও আছে। এইলা গান শ্রোতাক আনন্দ দিবার বাদে।

দুর হাতে আইলরে বাদুর কলা খাবার আশে
গছের কলা গছত রইল মোর বাদুর গেইল দ্যাশে ॥
তীর পরে ঝাকে ঝাকে বাদুরে পড়ে রয়া।
কুত্তি গেলু রে মারেয়ার মাও তীর ছড়াও আসিয়া ॥

সারারাতি গান চলিলে শেষত পোয়াত গাহস্থ্যক বর দিয়া গান সাঙ্গ করা হয়।

উঠো উঠো রে মারেয়া কত নিন্দে থাকো
উঠো উঠো মারেয়া নেও কাতির বর।
হাজার টাকার কাতি যায় বনবাস
উঠো উঠো রে মারেয়া নেও গাভীর বর
উঠো উঠো রে মারেয়া নেও ধানের বর॥

বেলা উঠিলে মারেয়াক বর দিয়া গীত সমাপন করা হয়।

মদন কাম

কামতাপুরের আর এক উৎসব হইল 'মদনকাম' পুজা। কালিকা পুরাণের মতত ব্রহ্মার মনত থাকি উপজিছে মদন (ঠাকুর, প্রথম অধ্যায়)। সগারে চিত্ত মত্ত করে বুলি ইয়ার নাম মদন। মহাদেবের দর্প চূর্ণকারী বুলি ইয়ার আর এক নাম কন্দর্প। এই অঞ্চলত এই দেবতার প্রতীকী বিগ্রহ হইল 'বাঁশ'। বাঁশ পুজাকেই মদন কাম পুজা বা বাঁশ পুজা কওয়া হয়।

এই বাঁশ পুজার গানের মেলা ছ্যাও বা খন্ড আছে। এই গানের ছ্যাও গুলা এক এক অনুষ্ঠান বা আচরণক কেন্দ্র করি গওয়া হয়।

যেমন :— ১) বাঁশ কাটা ২) বাঁশের সিনান ৩) কাপড় সিন্জন
৪) চামড় সিন্জন ৫) ভাঙ সিন্জন ৬) নাড়ু সিন্জন

পুজার বাঁশ কাটার বাদে বাজ্যে ভান্ডারে গিরি আর গিদালের ঘর চাইলন বাতি নিয়া ঝারত যায়। যে বাঁশক কাটিবে তাক আগতে বরণ করি নেওয়া হয়। তার পাছত কাটা।

বাঁশ কাটার গান :—

হাতে দাও নিয়া গিরি চলিল হাটিয়া
পথবুমে চলিয়া গেইল তরাই বাঁশের গোড়।
তরাই বাঁশ উটিয়া কান্দে হস্ত করি যোড়।
তার পাছে চলিয়া গেইল বিরু বাঁশের গোড়।
বিরু বাঁশক যারা পরণাম করিল।
পরণাম করি বাঁশের গোড়তে চোটাইল।
হরি, হরি বলিয়া বাঁশ ভূমিত পাড়িল।
গোড়খান কাটিল বাঁশের গুরুয়া বলিয়া
আগালখান কাটিল বাঁশের আগালি বলিয়া।
সেকিয়া পুড়িয়া বাঁশের টারুয়া করিল সিদা।
গাভীর দুধে গঙ্গার জলে বাঁশোক নিল ধুইয়া।
সেই বাঁশ নিয়া গেইল কামেখ্যা শহর
মারেয়া দেখিয়া তাক কিনিল সত্বর।
আম ডালি আনি দিল গুয়া এক জোড়॥
ঘট গচা আনি দিল আরো চাইলন বাতি।
নিয়ম আচার করির দিল এক জোড়া বৈরাতি॥
মদন কাম উঠিয়া কয় মালা গিরিবর।
বাঁশ কাটা হইল্ এ্যালা ভাঙ্ সিন্জন কর॥

কাপড় সিন্জন

উচা চ্যায়া গারো ম্যাচ বাণ্ডার কর ক্ষেতি।
মাথাত ডেলি নিয়া বাণ্ডা তুলির যায় যুবতী॥
তুলিয়া পাড়িয়া বাণ্ডা ভিরিয়া বান্দে ভার।
সেই বাণ্ডা নিয়া গেইল কামেখ্যা শহর।
মারেয়ায় দেখিয়া তাক কিনিল সত্বর॥

চঙর সিজ্জন

সাতালি পর্বতে আছে কপালী হেন গাই
মায়া করি নামাইল তাক মদন কাম গোসাঞি।
তার নেটুর চঙর নিলেন কাটিয়া
সুবর্ণের ডারিত চঙর নিলেন বান্দিয়া।
সেই চঙর নিয়া হৈন কামেখ্যা শহর।
মারেয়ায় দেখিয়া তাক কিনিল সত্বর।

ভাঙ সিজ্জন

হে রাম—
পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ চাইর কোন্ বন্দং সাথে।
এদ্যাশে না ছিল ভাঙ্ আনিল গোরক নাথে ॥
ভাঙ্ আনিল ঝুলিত্ করি বিচি আনিল সাথে।
সেই ভাঙের বিচি বৈল সারা দ্যাশে ॥
হে রাম—
আশিন কাতিক মাসে ভাঙের জনম
দোপাতা হৈলে ভাঙ্ পাতাও দিয়া খায়।
চৌপাতা হইলে ভাঙ্ লোহারি খেলায় ॥
বাড়িতে আছে ভাঙের নারু পড়িতে আছে শুইয়া।
চৈত মাস আসিয়া পড়িল ভাঙ হৈল জটিয়া ॥
কোরা কাঁচি ধরি বাইরাইল ভাল গাইরস্তের ব্যাটা।
পাঁজায় পাঁজায় বোঝায় বোঝায় ফ্যালাইল কাটিয়া
ভারে ভারে বোঝায় বোঝায় আনিল উধিয়া ॥
হে রাম—
রৈদের ঝালায় জটিয়া ভাঙের হাড় করিল গুড়া।
বাইশখান তার দাও তেইশখান তার কুলা ॥

ঢেঁকিয়া টুকিয়া নিল ভাঙের গুড়া ॥
বৈশাখ মাসে খাইল ভাঙ্ বৈশাখের বৈশান্তি।
জ্যৈষ্ঠ মাসে খাইল ভাঙ্ জৈষ্ঠের আরতি ॥
আষাঢ় মাসে খাইল ভাঙ্ আষাঢ়ের আরবী।
ভাদর মাসে খাইল ভাঙ্ ভাদরের কামালী ॥
আশ্বিনে খাইল ভাঙ্ দেবী ঠাকুরানী ॥
কাতিকে খাইল ভাঙ্ কার্তিক কুমার,
আগন মাসে খাইল ভাঙ্ লক্ষ্মী সরস্বতী।
পুষ মাসে খাইল ভাঙ্ পোষের পুষান্তি ॥
মাঘ মাসে খাইল ভাঙ্ মাঘের শ্রীপঞ্চমী।
ফাগুন মাসে খাইল ভাঙ্ গোবিন্দের দোল।
চৈত মাসে খাইল ভাঙ্ কামদেব ঠাকুর।
সোমবারে খাইল ভাঙ্ সোমেশ্বরী আই।
বুধবারে খাইল ভাঙ্ বুধের কামালী ॥
বিষোদ বারে খাইল ভাঙ্ মাও সুবচনী।
শুকুর বারে খাইল ভাঙ্ বাদের বিষহরি
শনিবারে খাইল ভাঙ্ ঠাকুর হুদুম দেও।

নাড়ু সোজ্জা / সাজ্জা

হে রাম্
ভাটি হাতে আইল কুচুনী হাতে পিতল থারু।
তায় সে বানাইতে পারে মদন কামের নাড়ু।
পরথমে খাইল নাড়ু আনন্দ ধরম।
ধরম খাইল কুরুম খাইল খাইল বসুমতী
তিন তালুকে খাইল নাড়ু লক্ষ্মী সরস্বতী।

হে রাম,

ধর্মের পুত খাইল নাড়ু কালু নরপতি।
শ্মশান মাশান খাইল নাড়ু চন্ডী ঠাকুরানী।
আন মধ্যে খাইল নাড়ু থানের থান সিঁড়ি।
রণ মধ্যে খাইল নাড়ু জয়া বিষহরি।
পুষ্প মধ্যে খাইল নাড়ু আগিনা তুলসী।
তীর্থ মধ্যে খাইল নাড়ু তীর্থ বারানসী।

মদন আর উয়ার স্ত্রী রতির পুজা হয়। জোড়া বাঁশ সেইবাদে তোলা হয়। একটা খাটো আর একটা ঢাঙা। ৬০ হাত কাপড় সাদা আর নাল কাপড় দিয়া বাঁশ মোড়াই করা হয়। ইয়ার পাছত জরির পারি দিয়া পেচেয়া বাধাই করা হয়, তাতে দেখির ভাল হয়। বাঁশের মাথাত থাকে চমীর গাইয়ের চুলিয়া নেটু, যাক চঙর কওয়া হয়। চৈতের ত্রয়োদশীত মদনের ব্রত করার নিয়ম পুরোহিত দর্পণত লেখা আছে। ঐ মাসের শুক্ল ত্রয়োদশীত এই ব্রতের আরম্ভনী।

সা চ চৈত্র ত্রয়োদশী। তত্র মদনস্য ব্রতং কর্তব্যম্ ॥

মদন-কাম পুজা উপলক্ষ্যত বাঁশের থলা হয়। সেই থলাত বাঁশের সোয়ারী হয়। সাইরা ধরা বাঁশ থারা করা হয় আর পুজা হয়। কোন থলাত ১০০/১৫০টা করি বাঁশ আইসে। বাঁশ জল দেওয়া একটা খেলার পরথা আছে। তুফানগঞ্জের বারকোদালীত আজিও এই পরথা চালু আছে। থলার পুবত রায়ডাক নদী। ঐ নদীত বাঁশের থলার দ্বিতীয় দিনত জল দেওয়ার নিয়ম। মহাদেব ঠাকুর জল খাইলে সউক বাঁশক জল দেওয়া হয়। তার পাছত ঢাক বাইজলে আগত আইসার বাদুরবাদ। যায় আগত যায়া খুটিত বাঁশ তুলির পাইবে উয়ায় বা উমরা জিতিবেন। বাঁশ নিয়া কি দৌড়। হমকা বাঁশ, ছোট বাঁশ সউক বাঁশ নিয়া দৌড় দেয় মারেয়ার ঘর নদী থাকি থলার ভিতি দেখাইয়ার দম আটকে যাওয়ার ব্যাপার যেনে।

মদনক জাগের বাদে কতলা গান এই অঞ্চলত আজিও চালু আছে। বাঁশ থলা বাড়ীত আজিও সেই গান গুলা হয়া থাকে। সেই বাদে থলা বাড়ীত বউ-ঝিউ যাওয়া নিষেধ।

এই গানক 'জাগ গান' কওয়া হয়। জাগগান দুই ভাগত বিভক্ত। কানাই ধেমালী আর মোটা জাগ। মোটা জাগের ভাষা অসামাজিক। সেইবাদে মাইনষের টারীর বাইরাত চেংরালা এই গান করে। কানাই ধেমালী মার্জিত গান। এই গানের সৃজন কাল যেনে রামায়ণ মহাভারতের দ্যাশত। কাজো সঠিক কয়া কওয়ার পাইবেনা ইয়ার দিন ক্ষণ।

চঙোর হাতত মূল গীদাল গান গয় আর থাপি (মন্দিরা) বাজেয়া দোয়ারী ধুয়া ধরে। একজন করি থাকে দলত। যাঁদেবশ্বর তর্করত্ন ইয়াক মতিহারী বা ডাকালী কোবা কওয়া হয় বুলি কইচেন। মতি হারির এক হাতত একটা নাটি আন হাতত একটা ডাকালি থাকে। গানের সময়ত মতিহারী হাতের ডাকালী দুইটাত ডাংয়েয়া হিসাবমত পয়ার বা দুইচরণের কবিতা রচনা করেন। গানের ছোকরাও মতিহারীর নগত হটাসে সেজা কবিতা কয়। এমন ভাবত কবিতার লড়াই চলির ধরে। (মহামোহপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন কানাই ধামালীর চারটা খন্ড আর মোটা জাগের একটা অংশ সংগ্রহ কইরচেন)।

কবি রতিরাম দাস (রংপুরের ইটাকুমারী নিবাসী) অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি। উমরাও জাগ গান রচনা কইরচেন। উমার রচনা শ্রেষ্ঠ মানের বুলি কইচেন যাঁদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়। উমার মতত কালিদাসের উপমার খানিকও কম নোঙায় রতিরাম দাসের উপমা।

নমুনা উল্লেখ কইরচেন ঃ—

১) জনম ভরিয়া বধুয়া রূপ দেখিছো মেটেনা আশ
দেখিতে দেখিতে তেও তো মেটেনা আরোবাড়ে হাবিলাস ॥
চৌখের কখন আলিশ হয় না পড়েনা চৌকের পাতা
যে রূপের সনে, মিছামিছি কেনে দেখাইম লতা পাতা ॥

বধূয়ার রূপ বধূয়ার মত
আর নাই সে রূপের মত
কানা মানিকের রঙও হাইর মানে
তোমাক বুজামো কত !

২) মাঠের মতন কেমন ওসার
পাটার মতন বুক।
সে কঠিন বুক দেখি শত্তুরুর
শুকি যায় বুক।

৩) মোটা মোটা তার হাত দুইখানি
নোংয়া দিয়া যেনে গড়া।
ড্যানা দুইটা নোঙার মতন
হাড়ে রগে মাংসে জোড়া।।
সিদা যদি করে বাইসের মতন
মাঝতে মাঝতে ফোলে
জোরতে নগুলে টিপা যদি যায়
খাল না পড়ে মুলে।

ভ্রু-র বর্ণনা

ভুরু দুইটি তার কাল পিঁপিরার সাইর
কানের ছেন্দা হাতে বাইর হইচে
কি মধু খাইতে তার।

যৌবনের পূর্ণ অভিব্যক্তি হইল এই বাঁশ পূজা আর জাগ গান। সমাজের এক বিশাল অংশক এই পূজা আর এই গান আকুর্ষা বান্দি ধরি আছে।

সোনারায়

সোনারায়ক উত্তর-পূব ভারতত এলাও পূজা করে। এই দেবতাক নিয়া মেলা মত অভিমত জানির পাওয়া যায়। পুষুনা-সাংক্রান্তিত বা মাঘ মাসত এই দেবতার পূজা হয়। উক্ত নলের আগালত পাটার চঙোর বান্দিয়া ঠাকুর গড়া হয়। ঘাড়ত করি সেই ঠাকুরক বাড়ী বাড়ী নিয়া যাওয়া হয়। দীঘলা ৪/৫ হাত হইবে। সাথত নিয়া যায় ফুল তুলসীর গোড়ত সেই ফুল পাটলে দিয়া সোনারায়ের গান আরম্ভ করে গীদালের ঘর। চেংরা বেংরালা এই মাগন করে। উমরা গরুর রাখোয়াল। গরুর রক্ষার বাদে সোনারায়ক পূজা দেওয়া হয়। মাগন করার কারণ হইল গ্রামের সগারে গরু যাতে বাঘের হাত থাকি বাঁচিবার পায় সেইবাদে সগারে ঠাইত ভিক্ষা নিয়া একটে পূজা করা হয়। ঐ ফল সগায় পাইবে সেই বাদে এই পূজা।

গবেষক সুধাংশু কুমার রায়ের Pre-Historic India and Ancient Egypt গ্রন্থত মতাইচেন যে মৌর্য্য রাজত্বের বহু আগতে বাংলা দ্যাশত মিশরীয়ঘর রাজত্ব কইরচেন। উত্তর বাংলাত সোনারায়ের শাসন আর দক্ষিণ বাংলাত দক্ষিণা রায়ের শাসন আছিল। উমরা মিশরীয় শাসক। এমত মানা না যায়। প্রাগৈতিহাসিক যুগত বাংলা দেশটা আছিল না নাছিলু তার হদিসই মুসকিল। আরো মিশরীয় শাসন হুটুককার কেংকরি এটি আঁসল ?

আমানত উল্লা খান চৌধুরী মতত মোগল শাসনের সময়ত সোনারায় এই অঞ্চলত আছিলেন। উমাক বৌদ্ধধর্ম প্রচারক বুলি উমরা ধরি নিচেন।

যাইহক সোনারায় একজন প্রভাবশালী পুরুষ আছিলেন যাক দেবায়িত করা হইচে।

এই অঞ্চলত বুড়া ঠাকুরক পাচ খোল দৈচুড়া দিয়া পূজা করার রীতি আছে। নয়া গাই নাইমলে এই বুড়া ঠাকুরক নদীর গাবারত পাচখোল দৈচুড়া

ধূপ ধূনা দিয়া পূজা দেওয়া হয়। যাতে বাঘে গাই বাছুর গরুক না ধরে। বুড়া ঠাকুর বাঘের দেবতা। বুড়া ঠাকুরক সোনারায় বুলি কওয়া যায়। শিব ঠাকুরের বেশ হইল সোনারায়ের।

কবি বোনমালী দাস সোনারায়ক নন্দঘোষ আর যশোদার ছাও বুলি বর্ণনা কইরচেন ঃ

আটকুড়া নাম ঘুচিল নন্দের হরষিত চিত।
পঞ্চদিন ডাক দিয়া আনিল নাপিত।
ছাইলা কামাইতে নন্দ করেন আরতি।
চাইলোনে চাপায় কলা আর পঞ্চবাতি।
হলদি পিষিয়া ছাইলাক ছিনান করাইল।
কপিলার দুধ দিয়া পরশ করাইল।
ছেদার কাটায় ছাওয়ার কানে দিল হাও।
কামেয়া নাপিত পাইল কিছু শিরোপাও ॥
সবাকার পূজা দিলেক কাপড় আর ইলাম।
সগাকে দিলেক বিদায় দিয়াগুয়া পান।
পুরোহিতক দিলেক নন্দ পঞ্চগাভী দান।
আশুর্বাদ করি গেইল যার যেবা মন ॥
ভূমি পায়ে রঙ্গে দ্বিজ ঊর্ধ্বমুখে চায়।
আই মাওগুলা ছাওয়ার নাম থুইল সোনারায় ॥

খালি বোনমালী দাসে নোঙায় মেলা কবি সাহিত্যিক, গবেষক, ঐতিহাসিক কোটেকার কোটা কোটে নাগে দিয়া জাউটাল কাউটাল বাজে দিচে। সোনারায় যে বীর আছিলেন সেটা ঠিক। উমারে বোলে বাঘ বাহিনী আছুলু যাক দিয়া মোগলক সুমার ধরাইচে। শ্যাষোত্ মোগলের ঘর উমাক পূজা কইরচে। বাঘ কেংকরি মানষির সৈন্য হবার পায়? এইটা হবার পায় সোনারায়ের সৈন্যলা বাঘের মত আছিল। যাক ধরে মারি ফেলায়। এমুন সৈইন্যক দিয়া মোঘলক বসে আনিচে। বাঘগুলার নাম পয়ারত ভাল করি কইচেন পদকর্তা।

এত সইগ বাঘ আইসে দুর্গার সিজ্জন
নিদ্রার হুলামে ঠাকুর মারিল হুঙ্কার
সাত জাতি বাঘ আসি হৈল আগুসার।
পরথমে গোবাঘা আইসে গোপে দিয়া তাও
অষ্টমে প্রণাম করে ঠাকুরের পাও।
তার পরে আইসে বাঘ নাকত তার চিতি।
ঠাকুরক প্রণাম করি বৈসে এক ভিতি ॥
তার পর আইসে বাঘ দীঘল নেঙ্গুর।
ঠাকুরক প্রণাম করে বেলা এক দুপুর ॥
দুরা মারা পান্ডাপাড়া কপাল চান্দিয়া।
ঠাকুরক প্রণাম করে এক ভিতি চায়া।
তার পরে আইসে বাঘ মাথা করি হেটু।
ডরুনের নাখান মাথা তার ডুলির নাকান পেট।
কালা কুতুয়া বাঘ আইসেরে কুতিয়া।
তাহার কোতনে গিরস্ত মরে মুতিয়া ॥
তার পরে আইসে বাঘ হরষিত মন।
পর্বত ভাঙিয়া আনে বসিতে আসন।
ছোপা মারা বাঘ আইসে পশু থাকে ছোপে।
হাটুয়া পাড়িয়া লোক মারে গোটে গোটে ॥
পাত না কাটি যেবা কলার আড়া খায়।
টেঙরি বাঘে নাগাল পাইলে ঘাড় মোচরা দেয় ॥
তার পরে আইসে বাঘ হাকা আর জাকা
ছাগল কুকুর খায় তার বোল ধরিয়া ॥
লোহিত মোসলমান ছিল তারা দুইভাই।
তার ঘরের নিয়া খাইলেক উনিস আনার গাই।
সোনারায়ের চেলার নাম নামে হুরকামারা।
কারও ভাঙে ঘর দুয়ার কারও ভাঙ্গে বেড়া ॥

এতপর বাঘ আইসে ঠাকুরের নহরে
সউগ ছাড়িয়া ঠাকুর ভৃঙীর পিটিত চড়ে।
বাঘের গালার মাঞ্জ ঠাকুর হস্তত করিয়া
ঘরে ঘরে ফেরে ঠাকুর হরিনাম দিয়া।
উড্ডা খাগরার মাথাত নিশান বান্ধিয়া
তিন দিন বেড়ান তোমরা সোনারায় মাগিয়া।।
এই মতে পূজেন যদি পাত্যি ঘরে ঘরে
এ দ্যাশ ছাড়িয়া বাঘ অন্য দ্যাশে যাবে।।

সোনার ঠাকুরের গানের পদ গাওয়ার পাছত গিরস্থের বৌ ঝিউ দক্ষিণা দেওয়ার বাদে আইসে। সেলা মূল গীদাল গিরস্থের মঙ্গল চায়া গান কন:—

সত্য ঠাকুর সোনারায় গৃহস্থক দেক বর।
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাকর।
গোয়ালিতে বাড়ুক গরু ভান্ডারতে ধান
দেওয়ানী দরবারে গিরি পাউক ফুল পান।

এমন করি যেলা ঠাকুর ধর্ম প্রচার করি বেড়ায় সেলা মোগল সেনাপতি সোনারায়ক বন্দী করিল।

সোনারায় সন্নাসী হইল রূপা রায় চেলা।
ধীরে ধীরে দুই ভাই পন্থে দিল মেলা।।
পান্ডুয়া ছাড়িয়া ঠাকুর নামিল ঘোড়ঘাট
ঠাকুরের সাথত চলে বিশ সহস্র বাঘ।
বিশ সহস্র বাঘ ঠাকুর অরণে রাখিয়া
ঘরে ঘরে ফেরে ঠাকুর হরিনাম দিয়া।।
মাগন করিতে করিতে ঠাকুর ফেরে ঘরে ঘরে
পথের মধ্যে নাগাল পায় দুর্জয় মোগলরে।।

ধাক্কা মারিয়া মোগল ঠাকুরক বন্ধন করে।
বন্ধন করি রাখি আসি বন্ধন শালার ঘরে।
আশে পাশে হীরার ধার বগলে করিয়া
বাইশ মন পাথর দিল বুকতে তুলিয়া।।

মোগলের কাজ দেখি হাসিলেক সোনারায় মোগলের শাস্তিক হজম করি নিলেন। কিন্তুক রাত্রিত বাদশাক স্বপ্নত দেখা দিয়া বংশ নাশের ভয় দেখায়।

পদ:— চারিবর্গ রাত্রির তিন বর্গ গেইল।
সিতানে বসিয়া ঠাকুর স্বপন দেখাইল।।
যদি না পুজিবু মোগল সোনারায় বুলিয়া
সবংশে মারিম তোক না রাখিম জিয়া।।
স্বপন পায়া রাজা করে হায় রে হায়।।
আর কোন দেবতা না হয় ঠাকুর সোনারায়।

সোনারায় উগ্নার ক্ষমতা দেখাইল:— বাঘগুলাক আদেশ করিল:—

ঘোড়াশালে ঘোরা মারে হাতীশালে হাতী
এচিয়া বেচিয়া মারে পালের পহরী
কতেক রাতি যাইতে ঠাকুরের কতেক রাতি যায়
আর কতেক রাইতে ঠাকুর ভাং ধুতুরা খায়।
ভাং ধুতুরা খায়া ঠাকুরের শরীরে হইল বল
যতগুলা বন্ধন আছিল ঠাকুর ছিড়িল সকল।।

এইলা দেখি মোগল বুঝির পাইল সোনারায় ঠাকুর বটে। অলৌকিক ইয়ার ক্ষেমতা। সেইবাদে কাল নষ্ট না করি পূজার যোগার করির লাগিল।

সকালে উঠিয়া মোগল কোন কাম করিল।
হস্তেতে কাটারী নিয়া অরণে চলিল।।
পাচটা উড্ডা খাগড়ার আগাল আনিল কাটিয়া।

উড্ডা খাগড়ার মাথাত দিল নিশান বান্ধিয়া।
ঘরে ঘরে বেড়ায় মোগল শোনারায় মাগিয়া ॥

সোনারায়ের গানের ফাকে ফাকে ছুটা গান বা খোসা গান গাওয়া হয়। সেইলার সাথত কিছু মুল গানের কোনই সমবন্ধ নাই।

চোরচুরনীর গান

চোরচুরনীর গান দিয়ারী কালিপুজার একটা অঙ্গ। এই কালি পুজার দিন থাকি ছাওয়ালা যেমন চোর খেলা খেলায়, বাড়ী বাড়ী মাগন মাগিয়া মাও কালির পুজা দিয়া বনভোজন করে; শিয়ান রসিয়ালা তেমনি কালি পুজার দিন থাকি উথান একাদশী তক বাড়ী বাড়ী গান গয়া মাগন মাগিয়া মাও কালির পুজা দিয়া ভোজ উৎসব করে।

সেই চোর চুরনীর গান কামতা পুরী ভাষা সাহিত্য ভান্ডারের অমূল্য রতন বুলি কওয়া যায়। সেই গানের দুইটা মাত্র উদাহরণ দেওয়া হইল:

১) ও আই মোক দিলেন কি দেখি
মোর কপালে মিলিল চোরা সোয়ামী।
আগ পাচ না দেখিলেন
আই, আশ পড়শী না পুছিলেন
চোরা যাছে চুরি করির।
মোক না গেছে জিগিম্ব জিগির।
ক্যামনে পোহাইম আই আন্ধার আতি।
মোক ছাড়িয়া চোর করিবার যাছে পরান পতি।
ঘরতে সন্দেয়া আই আন্ধার আতি।
কান্দিয়া মুই বুক ভিজাইম
এ জনম মোর বিথায় গেলু হনু চোরের নারী।

২) চুরি করির যাছিৎ চরা জাড়ের দিন এলা
তুই মোর কালা শাড়ীখান নিগা আলয়ান ফেলা।
তুই আনিস রঙের শাড়ী
ছয় আঙ্গুল যার চ্যাপ্টা পাড়ি,
পিন্দিয়া যাইম দাদার বাড়ী ধান কাটার বেলা।
মুই ছাবন দি ধুইয়া রাখিম যদি হয় মইলা ॥
আরো আনিস সুটকেস পাটোমান গিলা,
লাল কালা হলদিয়া যেইলা,
জিনিস পাতি ঐলাৎ থুইয়া মারিয়া দিম তালা।
ও মুই শাড়িৎ বান্দিয়া বেড়াইম ছরানী গিলা ॥
এই যে যত নামা বড় বাড়ী
সগায় করিসে আলমারী
কত জন রাখিছে ভাঁর মরুচ মসলা,
ও চরা, মুই ভরিয়া রাখিম ছাবন আর খইলা ॥

ভাণ্ডানী পুজা

ভান্ডানী দেবীর পুজা হয় দুর্গা দেবীর ভাসানির পাছের দিন থাকি তিন দিন। দুর্গা দেবীর বাহন সিংহ আর ভান্ডানী দেবীর বাহন বাঘ। কাঙো কাঙো ভান্ডানী দেবীক ‘বনদুর্গা’ বুলি কয়। দুর্গা দেবীর নগত যেমুন লক্ষ্মী সরস্বতী, কার্তিক আরো গণেশ থাকে ভান্ডানী দেবীর বগলত কিন্তুক কোন আনু দেবদেবী না থাকে। কামতাপুরী দেউসি পুজার অধিকারী। দুর্গা দেবীর পুজার ঢকে ধুমধাম করি তিন দিন থাকি পুজা হয়। পুজার মন্তরলা কামতাপুরী ভাষাতে রচিত।

নীচত উদাহরণ হিসাবে কনেক তুলি দেওয়া হইল :—

সদল কমল ফুল মেঘত করিল জটা
তুই দেবী তুই কালী তুই মাও ভান্ডানী।
আইসো মাও ভগবতী রথক করিয়া ভর
জয় দিয়া মাও বৈস শ্রীঘটের উপর।
ঘটে আসন ঘটে বসন
ঘটে মাও তোমার আসন।
বেল পুষ্প হাতে নাম স্বর্গ হাতে সিংহ আসন।
সিংহাসনত মাও ভান্ডানী তোমার বসন।
হস্তে করি আছে দেবী খান্ডা খাড়া নিয়া
উর্ধ্বমুখে আছে দেবী হ্যাট মুন্ড হয়া,
পাদভরি পুজাপানি দিসু মাও উদর ভরিয়া।

মেচেনী খেলার গান

কামতাপুরত নদী পুজার জ্বল জ্বলা নিদর্শন হইল, তিস্তা নদীর পুজা। তিস্তা নদীক বুড়ী কল্পনা করি ' তিস্তা বুড়ী পুজা' এটিকার মানষির এক পবিত্র পার্বণ। এই পুজার নগত একটা অনুষ্ঠান মিশাল সেটা হইল 'মেচেনীর খেলা'। তরাই অঞ্চলত ইঙাক 'ভেদেই খেলা'-ও কয়। 'মেচেনী খেলা' নাম নিয়া ভাইল্ল্যা বিতর্ক জড়েয়া আছে। কাঙোরও কাঙোরও মতে এই নামের নগত মেচ জাতি জড়িত। কিন্তু এই অঞ্চলত মেচি নদী নামত আর একটা নদী আছে। এই নদীকও হবারে পায় মানষি পুজা করিছিল। পাছোতে তিস্তাবুড়ীর পুজায় বেশী চৈল হয়। এই ঢক করি কাথান মেচেনী খেলা তিস্তা বুড়ীর পুজার নগত মিশ খাবার পায়।

কোনয় হউক মেচেনী খেলা' আলোচনার ওন্দুর গহীনত না সোন্দোয়া আমরা মেচেনী খেলার গানের ভিত কনেক চখু ফেলের পাই যাতু প্রমান পাওয়া যাবে কামতাপুরী ভাষার।

১) বড় বাড়ী দেখিয়া আইলো নোখোমী মাওরে,
বড় বাড়ীর বড় পিড়া খান পাইনো রে।
নোখোমী সরস্বতী ও এইঠে নেও বাস ঘর রে
সৈঞ্জা হইলে সাজ বাতি জ্বড়িম রে,
বিহানে উঠিয়া ছাম জুড়িম রে,
তমার যদি চাউল নাই ধান ভুকিয়া হামাক চাউল দেও রে।
চাউল ধরিয়া বেড়াই হামেরা ওঙ্গিয়া মেছেনী রে।
তমার ঘরে হামেরা বিগিনি খন্ডাই ওরে ॥
তমার ঘরত যদি ধান নাই গোলা চড়িয়া হামাক ধান দেওরে।
ধান ধরিয়া বেড়াই হামরা পরম সুন্দরী রে।
তমার ঘরত হামরা বিগিনি খন্ডাই ওরে ॥
তমার যদি সেন্দুর নাই পুরিয়া ঝাড়িয়া হামাক সেন্দুর দেও রে।
সেন্দুর ধরিয়া বেড়াই হামরা পরম সুন্দরী রে।
তমার ঘরত হামরা বিগিনি খন্ডাই ওরে ॥

২) থকেরাই থুকুরাই মরুচের গছ ফল বিস্তর ধরে
হাত বাড়াইতে মরুচের গছ হালিয়া হালিয়া পড়ে।
ভাগিনা ধান মারিয়া দে ॥
ভাগিনা গেইসে ঢেল দুর খবরে নাই পাই
আনত পুরান্ডীর পাত নেখিয়া প্যাঠাই।
ভাগিনা ধান মারিয়া দে ॥
সগারে ভাগিনা ধান মারে আথারে পাথারে,
মোর ভাগিনা ধান মারে মোর মন্দির ঘরে।
ভাগিনা ধান মারিয়া দে ॥

সত্যপীরের পূজা

সত্যপীরের পূজা হিন্দু-মোছলমান সংস্কৃতির মিলনের জ্বলজ্বলা নিদর্শন। কামতাপুরত এই পূজার চল আছিল খুব। এলা অবশ্য ওনে যাবার নাইগছে সোগ। এই সত্যপীরের নগত কোন কোন পন্ডিত সত্য নারায়ণের তুলনা করে। কোনয় হউক আমরা এটি খালি পূজার মন্তরলার ভিতি এক নজর দেখিমু যা কামতাপুরী ভাষাতে লেখা হইচে।

আসর জাগানি ঃ—

চার দিয়া চার থুনি মইধ্যে আছে ফঠিঙ্গের থুনি
ঐঠে দাড়ায় আসি খোয়াজ বিনোদিনী।
খোয়াজ মুর্শিদ সাই ফল্ল্যার এক আতিয়া মানা গান
জাগাইলাং তমার ঠাই।
আসরে আসন আসরে বসন আসরে সিংহাসন
দেবী সৈঞ্জাবতী আসরত্ কর ভর।
সইত্যে সইত্যে এই আসরোত জাগো
এক লক্ষ আশি হাজার পীর।
সইত্যের আল্লা সত্যের পীর সইত্যের ভগবান।
কেশ ভর গঙ্গা কেশ ভর কিস্তি বিসমিল্লা
মোর ফল্ল্যার হিন্দে জপিনু।
আপদ তুলসী নাগান করিনু মাদার কয়
কৈ আমাক মারিতে না সয়।
ডাকিয়া কৈ কালী চন্ডী মোর মাও
দহাই নাগে শিবের মাথাৎ মুছিব দুই পাও।

থানছিরি

থানছিরি বাড়ীর সৌন্দর্য আরো সৌভাগ্য রক্ষার দেবী। থানছিরি দেবী

বুলি মাও লক্ষ্মীকে ধরা হয়। বাড়ীর বড় ঘরত এই দেবীর থান। এই পূজার কোন বিশেষ দিনক্ষণ না থাকে। যে কোনো শুভ দিনত বা শুভ সমাইয়ত এই পূজা হবার পায়। পূজাত্ ব্যবহৃত মন্তরলা হেটোৎ দেওয়া হইল।

স্বর্গ হাতে নামে লক্ষ্মী মাও
মঞ্চে নামিয়া মাও দুধকলা খাও।
মোর ফল্ল্যার গোলার ঠাঁই যইশ্যা দিয়া যাও দান,
অহ লক্ষী মোর ফল্ল্যার ভান্ডারত নিজথান।
মোর ফল্ল্যার থান ছাড়ি অন্য থান যাবো
হর গৌরীর মাথাত দুই পাও মুছিবো।
ধন্নু লক্ষ্মী কন্নু বন
ফুলের বোঁট মনহর।

——

আয় মাও লক্ষ্মী মোর ফল্ল্যার ভান্ডার হয়া যাও থির
মোর ফল্ল্যার ভান্ডার ছাড়ি অন্য ভান্ডার যাবো
দোহাই নাগে হর গৌরীর কার্তিকের মুন্ড খাবো।
আসিল লক্ষ্মী মাও অগ্রে ধেনুক হাতত নিয়া
মোর সেবার চতুপাশে বসিলু আসিয়া।
মোর সেবাপূজা খায়া যা মোর ফল্ল্যার ভান্ডারত নাগিয়া
ফল্ল্যার গোলাৎ অও মাও নিজ থান বুলিয়া।

——

হাড়িয়া কোনতে দেওয়া গরজিল
তৎক্ষণাত মাও লক্ষ্মী সরেস্বতী
থানের থানছিরি
হয়া গেলু শান্তি॥

ভাওয়াইয়া গান

ভাওয়াইয়া গান তেপুরানী কামতাপুরের নিজস্ব সম্পদ। "অধিকারাত্মকে চিত্তে ভাব, প্রথম বিক্রিয়া !" ভাব বিহ্বল চিত্তের ভাবের বহিঃপ্রকাশ ব্যঞ্জক ঃ সঙ্গীতক ভাওয়াইয়া গান কওয়া হয়। 'ভাব' কথাটার প্রাকৃত উচ্চারণ—'ভাও'। অর্থাৎ ব্র > ও ঃ ভাব + আইয়া = ভাওয়াইয়া। অতএব 'ভাব' শব্দ থাকি ভাওয়াইয়া শব্দর উপ্জন।

এই ভাওয়াইয়া গানের সিষ্ঠজনের সন তারিখ বা সিষ্ঠজন কর্তার ইতিবৃত্ত জানির চাওয়া বৃথা। ঢেইলদূর অতীত থাকি চলি আসিছে এই গান। সুরেন বসুনীয়ার মতত এই গানলার সুর বিশেষ কোন ব্যক্তি নাই দেয় — এ দেখোন সেই গঙ্গার জল ধারার নাখান উৎস মূল থাকি যুগ যুগান্তর ধরি স্বাভাবিকভাবত চলি আসির ধইরছে। বিষাদ-বিরহ, তান্নার, কান্দনের সুর, যেনে এই গানের পরকাশ ভঙ্গীর উপজীব্য। এই অঞ্চলের কইনালা বা গাবুরালীলা আপনজনের বিরহ-তান্নাক কান্দনের এক বিশেষ সুরত পরকাশ করি থাকে। সেই সুরের উপরা খাড়া হয়্য়া ভাওয়াইয়া গানের যেনে আত্ম পরকাশ ঘটিছে। পূর্ব রাগ আরো বিরহ-তান্না এই গানলার চরিত্রক মন্ডিত করি তুলিছে।

যদিও দরিয়া আরো চটকা এই গানের মূল সুর — এই দুই সুরক কেন্দ্র করি ইমার বগলা বর্গলি আরো ফাইকলা সুরের সিষ্ঠজন হইছে, যা বিশেষজ্ঞলায় খালি কবার পাইবে।

এই গানলাক মোটামুটি দুই ভাগত ভাগ করা যায় —প্রাচীন আরো আধুনিক।

প্রাচীন গানলার আবেদন মনের একেবারে গহিন কুড়াত্। আর এই তানে বেশী সার্থক বুলি মনত হয়। বিদ্যাপতির বৈষ্ণব পদাবলীর গুনলাও এইলার মধ্যত্ দেখা যায়। চিরন্তন বিরহর জ্বালা কায় সহ্য করির চায়? গাঁতকে মিলনের বাদে প্রেমীকার মনের হাবিলাস থাকি সিষ্ঠজন হয় গানের, যে গানের সুরে সুরে বাজি ওঠে পূর্বরাগের করুণ অনুরণন।

১) ও ধন মোর কানাইরা রে,
এলুয়া কাশিয়ার ফুল
নদী হইল কানাই হুলুস্থুল
কেমন করি হইম মুঞ
দরিয়া পার রে ॥
আষাঢ় শাওন মাসে
দেওয়া ঝরে কানাই মধুর রসে
ধন মোর কেমুন করি হইম
দরিয়া পার রে।
কাল নদী কুমীরের ভয়
মানিষি গরু কানাই ধরিয়া খায়
কেমন করি হইম
দরিয়া পার রে।
দুই চরু কাটিয়া
এভুরা কানাই বান্দিয়া
তাতে হইম মুঞ
দরিয়া পার রে
পার হইলে যৈবন করিম দান রে ॥

আষাঢ় শন মাসিয়া বাইষ্যাতু নদীত বান আইসুচে। এলুয়া কাশিয়া ফুলের সাথত মিশি উতাল পাতাল ঢেউয়াল নদী ধওলা ফেনা তুলি দুই কূল ভাসেয়া ধবার নাইগচে। ভয়াল মহাকালের নাকান নদীত যমরূপী কুমীর আসিচে। নদী এলা যমদুয়োর হয়া গেইচে। কিন্তুক এই ভয়াল নদী পার না হইলে পর পারিয়া কানাইয়ার নগত মিলন হবার নোয়ায়। নদী পার হবার উপায় কি? উপায় একটায় — "দুই চরু কাটিয়া এভুরা কানাই বান্দিয়া, তাতে হইম মুঞ দরিয়া পার রে।" দুই চরু কাটা খাইবে — সেই চরু দিয়া তৈয়ার

করা খাইবে ভুরা। সেই ভুরাত্ পার হওয়া যাইবে ভয়াল ভয়ঙ্কর নদী। আর তবে সেনে হইবে কানাইয়ার সাথত মিলন।

এই চর্ এক গহীন দার্শনিক তত্ত্বর ইঙ্গিত উবায়। যজ্ঞের উপাচারক 'চর্' কওয়া হয়। এটি চর্র গূঢ় অর্থ হইল্ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ। প্রবৃত্তি আরো নিবৃত্তি র্প চর্ক সংযমিত কইরলে মন সংযত হয়। আর তাতে এই সংসার র্পী সংকটময়ী দরিয়া সহজে পার হওয়া যায় এবং প্রিয়তমের নাগাল পাওয়া যায়। আর সেলা সেনে সম্ভব যৈবন দানের আনন্দ উপভোগ এবং জনম সার্থক করা। মিথিলার বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতির ঐ নাকান কাব্যকৃতি ঃ—

আজ্ রজনী হাম ভাগে পোহালুঁ
পেখলুঁ প্রিয়ামুখ চন্দা।
জীবন যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদন্দা।

২) ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে
ফান বসাইচে ফান্দী ভাইয়া
পুটি মাছ দিয়া
পুটি মাছের লোভে বগা
পড়ে উড়াও দিয়া।
ফান্দে পড়িয়া বগা করে টানাটুনা
হায়রে কুষ্কুরার সুতা
হলু লোহার গুনা
ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে।।
ফান্দে পড়িয়া বগা
করে হায়রে হায়
ওরে দারুন বিধি
মোর সাথী ছাড়িয়া যায় রে।

উড়িয়া যায় রে চকোয়া পঙ্খী
কয়া দেয়রে ঠারে
তোমার বগা বন্দী হইচে
ধরলা নদীর পারে।
এই কথা শুনিয়া
উড়াও কাড়াইল
ধরলা নদীর পারে যায়া
দরশন দিল।
বগাক দেখি বগী কান্দে রে
বগীক দেখি বগা কান্দে রে।
ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে ॥

চরম বিরহ তান্নার সফল উদাহরণ এই গান। বগা ফান্দত্ পড়িছে। ফান্ থ্যাকি হুকুসি যাবার উপায় নাই — কুষ্কুরার সুতা লোহার গুনা হয়া জাপ্টে ধরিচে পাও। উপায় নাই। চকোয়া পখীর দয়াত্ বগী খবর পায়া আসিয়া দেখে ভবের খেলার সাথুয়া আজি মরণ ফান্দত্ পড়ি ছটফট করে। এক জন আর এক জনক দেখিয়া বুক ফাটা কান্দন কান্দা ছাড়া কোনয় উপায় নাই পায়। ফান্দি ভাইয়ার ফান আজি চখুর সামনত্ ভাঙি দেয় সউগ স্বপন।

এমন সহজ ভাষাত্ চরম এক দুঃখর কাহিনীর সরল ব্যঞ্জনা উৎকৃষ্ট সাহিত্যর বিরল নিদর্শন।

৪) তোর্ষা নদী ধারে
দিদিলো মানসাই নদীর ধারে
মোর সোনা বন্ধু গান টানিয়া যায়
দিদিলো তোরে কি মোরে
শোনেক শোনেক দিদিলো।

গানটা সুরেন বসুনীয়া গইছেন ১৯৬৯ সনের উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনত্।

এইটায় আছিল ইমার শ্যাষ গান।

পরাণ প্রিয়া তোর্ষা আরো মানসাই নদীর পাড়ত্ প্রিয়ার গানের সুর যেনে শুনির পায়। ঘরত বন্দিনী হয়া থাকে উয়ায়। প্রিয়ার কথা ভাবি ভাবি যেনে আজি মানস নেত্রত্ দর্শন হবার নাইগছে প্রিয়ার— কর্ণকুহকত যেনে ভাসি আসির নাইগচে গানের অন্তরা। ইয়ায় শুনির ধৈইরচে বটে, কিন্তুক হয়তো দিদি শুনির ধৈইরচে না। সেই বাদে দিদিক কবার নাইগচে সেই কথা—

"শোনেক শোনেক দিদিলো"।

এই পর্যায়ের ভাওয়াইয়া গানগুলা ছন্দ, শব্দ চয়ন, ভাব আরো পরকাশ ভঙ্গিত্ চরম উৎকর্ষ লাভ কইরছে। গানগুলা নিশ্চয় রসোত্তীর্ণ কাব্য হয়া উঠিছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের গানগুলা ঃ—

এইলার আধুনিক কালত সিন্জন। বিশেষ করি কুশান ও দোতরা দলের পালাগানে ইমার উৎস। ক্ষেমটা আরো ধুয়ার সমাই এইলা ব্যবহার হয়। মূল গান থাকি এইলা গান যেনে খানিক দোসরা।

(১) ওকি কুড়ুয়া হায় হায়
দেখাও কুড়ুয়া তুই
বাবার দ্যাশের ময়াল রে।

(২) ধীরে বোলান গাড়ীর গাড়ীয়াল
আস্তে বোলান গাড়ী
আর এক নজর দেখি নেং মুই—
দয়ার বাপের বাড়ী রে।
ধীরে বোলান গাড়ীর গাড়ীয়াল রে॥
ওকি গাড়িয়াল ভাই
হাকাও গাড়ী তুই
চিল মারি বন্দরে রে

(৪) তোমরা গেইলে কি আসিবেন
মোর মাহুত্ বন্ধুরে॥

(৫) প্রাণ সজনী
কার আগে কইম দুঃখের কথা
এহানা যৈবন পাষাণে বান্দিচং
পাষাণে ভাঙিম মাথা।
মোর প্রাণ নাথ অন্যের বাড়ী যায়
মোরে আগিনা দিয়া ঘাটা।

(৬) নিন্দের আলিসে
হাত পড়ে বালুসে
বুক খান মোর ছ্যাং ছ্যাংয়া হইচে।

এই ঢক অসংখ্য বিরহের গান কামতাপুরী ভাষাত্ অলিখিত সাহিত্য সম্ভার। মানষির মুখে মুখে প্রচলিত এই গানগুলা উত্তর পূর্ব ভারতের জনজীবনক গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রর জল প্রবাহর নাকান সতেজ আরো সজীব করি রাখিছে।

ধাধা বা লোকক ঠকেবার শিল্পুক

কতলা উদাহরণ ঃ—

১) ইর্লাকিচ বিলাকিচ
নাই চোচা নাই বীচি? উত্তর নুন

২) আকাশ হাতে পইল ভ্যাট
ভ্যাট কয় মোর প্যাট কাট্। উত্তর গুয়া

৩) শিল্লু শিল্কানীর মাও
নাকৎ দাড়ি পিঠিৎ ঘাও
হাট যায় মথুরার মাও। উত্তর দাড়িপাল্লা

৪) এক মাড়োয়াল দুই চাল। উত্তর—কলার পাত

৫) ঘরের ভিতিরা ঘর
তাতে নাচে কইনা বর।
উত্তর— কড়াইতু খই ভাজা

৬) খায়া দায়া মহাবীর আছে পড়িয়া
পতিদিনে পুজা হয় মানষির মাথা দিয়া।
শিল্লুক অলা কছে হিটা হিয়ালীর ছন্দ
ভগবান করি দিসে দোন খান মুখ বন্দ।
উত্তর — বালুশ

৭) ফইলতার মতন উঠেরে ভাই
ফইলতার মতন ডুবে
মানষির মতন হাত পাও
কুকুরের মতন বইসে উত্তর—ব্যাঙ

৮) পি পি পি নেটু দিয়া জল খায়।
তার নাম কি? উত্তর— নেম্প

৯) পক পক পাকিলা
চাইর মাথা বার ঠ্যাং কোটে দেখিলা?
উত্তর —গাই ছ্যাকা

১০) ধুপ করি পইল
চ্যাপটা উঠি রইল / অইল। উত্তর—ছ্বান

১১) একনা বুড়ী
কোনা মুতুরী। উত্তর —ছ্যাকার পোতনা

১২) ভুই ধল ধল বিচন কালা
মুখ নাই কয় ভালা
চকু নাই যায় দুর
পিন্দি আইসে চাম্পার ফুল। উত্তর—চিঠি

১৩) আইয়ে আই
ঘর আছে তার দুয়োর নাই। উত্তর—ডিমা

১৪) এক ভাই গছৎ
এক ভাই সাগরৎ
এক ভাই থাকে
টিং টিংয়া আগালৎ। উত্তর—পান, চুন, গুয়া

১৫) এঘর থাকি ওঘরত গেনুং
পুটি মাছটা ফেলে আসনুং। উত্তর—ছ্যাপ

১৬) একনা বুড়ি সাকালে উঠি
খায় ঠ্যাংয়ের গুড়ি। উত্তর—গরুর খুট

১৭) হাত নাই পাও নাই গড় গড়েয়া যায়
পিঠিৎ চামড়া নাই সউগ লোকে খায়।
উত্তর— জল

১৮) একেনা বুড়ি খই ভাজে
মানষি দেখিলে দুয়োর ঢাকে। উত্তর—শামুক

১৯) শিল্লুক শিলকানী
কার ছয়খান কিলকানী। উত্তর—মাকড়া

২০) জলৎ উপজায় ডাঙ্গাৎ বাস
জল নাগিলে সর্বনাশ। উত্তর—নুন

২১) জংয়োল হাতে বিড়াইল টিয়া
সোনার টুপী মাথাত দিয়া। উত্তর—কলার মোকচ

২২) খেরবাড়ীখান পোরা গেইল
ভুসকুড়াটা পরি নইল। উত্তর—ডিয়া

২৩) একগছে একফল
পাকি আচে টলমল। উত্তর—আনারস

কামতাপুরী ভাষাত মেলা মেলা শিল্লুক আরো ধাধা দেখির পাওয়া যায়। ঐলা কথার পৃষ্ঠাত কয়া কওয়াইয়ার মনের ভাবক বিতং বিতং বুঝি দেওয়া হয়। দুঃখের কথা হইল ঐলাক নয়া প্রজন্ম ভুলি যাওয়ার ধইরচে। উপুরাত ধাধাগুলা ছাওয়া ছোটলা পরায় কয়া আন ছাওয়াক বা মানষিক ঠকেবার চেষ্টা করে।

শিল্লুকলা এই ভাষার গৌরবের নিদর্শন বুলি কওয়া যায়। অসংখ্য শিল্লুক এই ভাষাত দেখির পাওয়া যায়। কতগুলা শিল্লুক দেওয়া হইল—

১) যায় জানে টোক টোকার ভাও
মারিয়া নেয় আগা তাও।
অর্থ—চালাক মানষি সউগ সুযোগ নেয়।

২) হাগা না বিরায়
কপালত চাপরায়
অর্থ— নিজের দোষ আন মানুষের ঘারত দেওয়া

৩) অলপ জলের পুটিমাছ
না বোঝে বাই শ্যাও।
অর্থ— মুর্খ মানষির হিকরানি।

৪) কাঙালের ছাওয়া কুমলীত শোতে
টিকা সুশুংয়ায় মনে মনে হাসে।
অর্থ— ভাগ্যের পরিবর্তন যে অবস্থা।

৫) ছোট ঘরের ছাওয়া বড়ঘরত পইল
পন্তার থালি নিয়া দৌড়া দৌড়ি হইল।
অর্থ— আগের নাকান

৬) যে বাঙা ফোটে তার দোপাতাতে চিন
অর্থ— প্রতিভা চ্যাংরা বেলাত থাকি চিনির পাওয়া যায়।

৮) ফোপায় সাপ ঠোকায় না।
অর্থ— বিপদ কয়া আইসে না।

৮) মরিবার দুরা ভগত পারা দিয়া ঘাটা।
অর্থ— যার যেটি মরন তা হইবে।

৯) অতি ভক্তি চোরের নচ্চন।
অর্থ— জাঠুয়া মানষির নছলার স্যাষ নাই।

১০) খায় দায় কোকায় কোন দেওরে ঝকায়।
অর্থ— ঐ

১১) ধানের ভিতিরাত কনটা
তাতেও নড়ে মনটা।
অর্থ— চালাকি যতই সুক্ষ্ম হয় না ক্যানে ধরা পড়ে।

১২) রাজার সুখত অরণ্যত বাস
গীত্যানির সুখত পন্তাত গাস।
অর্থ—কর্তার / কর্তীর সুখত পরিবারে শান্তি।

১৩) ফটক চান্দার গুয়া পান
কুজার হইল শাইল ধান।
অর্থ—স্বল্পবুদ্ধি মানষি অল্পতে খুশী হয়।

মন্ত্র-তন্ত্র

তন্ত্র সাধনার বাদে বিখ্যাত কামরূপ, কামতা। আঙ্গ কামাখ্যাক কেন্দ্র করি গড়ি ওঠে ঐঠিকার তন্ত্র সাধনার ভিটি যা আজিও কামরূপী তন্ত্র নামে ময়াল জুড়ি খ্যাত। এই তন্ত্র সাধনার অলৌকিক শক্তি সগারে জানা। এই তন্ত্র সাধনার অমোঘ ফলস্বরূপ সিজ্জন হইচে ভিড়া ভিড়া মন্ত্রর যা চিরকাল মানষিক দিয়া আইসছে আধিদৈবিক আরো আধিভৌতিক উৎপাত তান্না থাকি নিবৃত্তি।

দেওদেবতার রোষানল থাকি যেমুন মুক্তি দিছে এই মন্ত্র তেমুন ভূত, পেত, বাঘ, সাপ এমুনকি মানষির উপরা মানষির কোপ, আক্রোশ থাকি নিবৃত্তি দিছে এই মন্ত্র। এই মন্ত্র সিজ্জন হইছে এই জাগার মানষির দ্বারায়। এই বাদে ইয়াত্ পাওয়া যায় এই অঞ্চলের ভাষা আরো সংস্কৃতি যা এই অঞ্চলের সাহিত্য ভান্ডারের বস্তু-উপাদানের আর একটা জ্বল জ্বলা দিক।

মানষির জিবনের নানান রোগ বেয়াধি যেমন জ্বর, বিষ. বসন্ত, হাগাছাদা, বাত, বাসুলি ইত্যাদি সোগ ছাড়েবার বাদে সিজ্জন হইছে এই মন্ত্র :—

বিষ ঝাড়ার মন্তর

হর বিষ হর
নড় বিষ নড়
পদ্মার হুঙ্কারে বিষ
জল হয়া পড়।
ভাটি ছাড়িয়া বিষ
উজান ধাবু
দোহাই, পদ্মাবতির মাথাত্
দুই পাও মুছিবু

নড়া-ভাঙ্গা ছাড়েবার মন্তর

কচকাচ কচকাচ তেল দেই মচাক
আনিলুং সাগরের পানি
মুঞে কন্নার হাড়া জোড়া দেং খানি খানি।
মোর কন্নার কথা হেলাবু পেলাবু চড়াবু ঘাও
ঈশ্বর মহাদেবের মাথাত মুছিবু দুই পাও ॥

পেঁচা খেদেবার মন্ত্র

পেঁচা পেঁচা শোন পেঁচা
শোন তোর জন্মের কাথা
মাও তোর ভোমা বুড়ি
বাপ তোর সিং
কোন পেঁচা পেলুবু মোর কন্নার সীমু।
মোর কাথা হেলাবু পেলাবু চড়াবু ঘাও
ঈশ্বর মহাদেবের মাথাত মুছিবু দুই পাও ॥

বিদ্যালাভের উদ্দেশ্যত্ সরস্বতী বন্দনা-মন্ত্র

সরস্বতী বন্দং নীলবর্ণ বটে অটে
গালাত্ গজমতি হার
দেও মাও সরস্বতী বিদ্যার ভার।
বিদ্যা দিয়া করিবু হীন
মোক করিবু রাজ পন্ডিত।
খড়ি খড়ি চন্দন খড়ি
পন্ডিতে মারিলেক পাক
ওঠ খড়ি কন্ঠত্ লাগ
যাবৎ জীবন তাবৎ থাক।

এই মন্ত্র এক দমে তিন বার কয়া বই পাড়ির বসিলে সহজে পড়া ফম থাইকবে।

জলকসা মন্তর

ডাইনে রাম বামে সীতা
মধ্যতে লক্ষ্মণ
জলের উপরা সৃষ্টির করিলুং পত্তন

এই জল কসিলুং ফল্লার লাগিয়া
দেওদেবতা পিচাশ শনিক
ফেলাবু কাটিয়া
এই কাথা হেলিয়া পেলিয়া
যায় চড়াবে ঘাও
পদ্মাবতীর মাথাত
মুছিবে দুই পাও।
ওঁ ক্লিং কৃষ্ট সহায়।

কুমলী ঝাড়ার মন্ত

ত্যাল সরিষা ত্যালে ঝ্যাড়ং
ত্যালে জলে ঝাড়িয়া তোলং
আনিলেক মহাদেবের পুত
তুই কুমলী টবগিয়া উট
ওঁ ক্লিং কৃষ্ট সহায়।

ভোটের ভোগন

এমন নাগানি, ফালানি ঝাড়ানি, মন ভোলানি কয় নাকান মন্ত্র এলাও এই অঞ্চলত বাচি বৰ্ত্তি আছে প্রয়োজনের তাগিদাত।

নিন্দা সূচক আরো তীর্থক কবিতা সাহিত্যর একটা বিশেষ দিক। এই ধরনের রচনার লিখিত ও মৌখিক প্রচলন ফাইক। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ্য 'ভোটের ভোগন'। ১৯৪৮ সনোত কুচবেহার মহারাজার অধীনত রাজ্য কাউন্সিলরের ভোট-এর সময়, রচিত হইছিল কিছু তীর্থক কবিতা। এইলাক কওয়া হইছে 'ভোটের ভোগান'। এই 'ভোটের ভোগান'-এর কয়টা উদাহরণ দেওয়া যাউক।

১) কবি — ৺রাজেশ্বর সরকার

কুচবেহারী ভাই বইন মুঞ
কোন কাম করিনুং
তোমার গুলার আশুৰ্বাদে
ভোটত খাড়া হনুং।

সগায় গুলা হইচে খাড়া
নাই কোন তাত বাধা,
মুই খারা হয়া দেখং
হেটে উপরে কাটা।

দাখিল করিনু ভোটের কাগজ
হুজুর গেইলেক খরে
মোর নামটা কাটিয়া দিলেক
উমার কলের কলমের জোরে।

দুই পাক খাং রাজবাড়ীত
আনং হুকুম নামা
মহারাজার হুকুম পায়া
টাকা দিনুং জমা।

এবার প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী যায়া
ধন্যা দিয়া পড়নুং
দশ বাপ ভাইর আশুৰ্বাদে
আগের হুকুম পানুং।

যতই ওঠং ততই ঢেকার
কি মোরে জঞ্জাল,

উঠিতে পড়িতে মোর
হাটুয়ার গেইল ছাল।

ভাল বেয়া যত তেল
তেলে তেলে একে,
নিজরানি থৈলার মোর
দুর্গতি কায় দেখে।

মুঞি খইলসা তোমরাও খইলসা
একে নদীর পোকা,
তোমরা গুলা পাছত থাইকলে
ভোট কোনটে যাবার জোকা!

নেংটি পেন্দা কয় মোক সগায়
কউক না নিন্দুক,
হয়না কেনে খুটার বিলাই
এন্দুর মতন ধরুক।

১৩ই জ্যাঠ শুক্কুর বার
হয়া এক জোট
জোড় হাতে কং দিবেন বোলে সগায়
মোক সাদা বাক্সতু ভোট।

২) প্রতি উত্তরং— কবি ৺যোগেন ঈশোর

কান ঝলমলী আসিয়া ডেকাইল
জলেশ্বরী হে বাই
কথা একনা কওয়ার আসিনু
ঘরত আচেন না নাই।

ভোটত বোলে দেবেন ঈশোরক
ফেলের বাদে হাইর
কায় বোলে তোর জার ঘোংটেয়া
শিল্লুক কইরলেক বাইর।

বিষ্টা তোলে বিষ্টার গোন্দ
খলে তোলে দোষ
সুজনে কয় শাস্ত্রর কথা
কুজন পায় রোষ।

৩) কবি ৺রাজেন সরকার

হাউক দাউক করি কাছারীত গেলুং—
কাছারীত বটতলাত দেহা ঠান্ডা হইল
সারে ছয় নম্বর বাবুটাক নজরত পইল।

ছোক বোক করিয়া বাবুর
আগত খাড়া হলুং,
গোড় আগাল সকুলি কথা
ভাঙ্গিয়া চিড়িয়া কলুং।

মোর কথাটা শুনিয়া বাবু
মুচকি হাসি কয়
বড়বাবু মোর সাথত
নাই কোন তোর ভয়।

মাঝে মাঝে কুচবেহার যাং
বড় উকিল ধরি
বাবুর সঙ্গত শহর ঘোরং
রিক্শা গাড়ীত চড়ি।

না চাং আর জাগা জমিন
মনত নাই মোর সুখ,
তুষের আগুন বুকত জ্বলে
পুড়িয়া গেইচে মুখ।

আধুনিক কবিতার নিদর্শন

১) কবি কমলেশ সরকার ঃ— কবি তুঞি

কবি তুঞি
  ধুলাত্ নামেক
    দ্যাখ
ব্যালা ডুবা রঙ।
কবি তুঞি
  পন্থ হাটি হাটি
    দ্যাখ
মানষির জীবন।

২) কবি দীপক কুমার রায় ঃ—

মেঘের মাজ দিয়াও
  নামিয়া আইসে
  সোনালী সাপ।
সোজা কথাত্—
  দুর্যোগের দুর্বিপাকের
  মোর বৈশাখ
মোর সমস্ত সত্তাক
  জখম করিয়া
বাজি উঠে উঞার রাগ।

৩) কবি জোনাকী রায় (যতীন বর্মা) ঃ ছড়া

থুক্ থুক বুলে বুল গোটায় দ্যাশত আজি
গুলি পিকড়ায় মসঙ খাইল কুড়িমন এক কেজি।
তাক শুনিয়া পশু রাজা
নৈম্জাতে ছাড়িল খাজা,
হাটি যায় ন্যাদেশ প্যাদেশ পিকড়া খাদকদার
দেখিয়া ধরিল সিংহ রাজা ঘাটা হরিদ্বার।

৪) কবি সুজন বর্মণ ঃ—

দিনকাল বদলি গেইছেরে বাউদিয়া,
মুই একলায় নদীর পাড়োত
জলের সোতোত বুক নাগে দেং আর কং —
নদীরে, তোর নাখান মুইও একদিন
সুর উদাশী হইম।
আগ পাখে আক্রি ধরি আছে
কসাইর রক্তমাখা হাত্
মন করিলে মোচড়ে ভাঙির পাং।

৫) কবি শ্যামাপদ বর্মণ ঃ—

ঘরোৎ আছে চুড়া দই
মোর বৈন্ধা আসিল কই
ডাকাইতে ভাঙিল্ রসের গালা
উড়ানী কইতর হয়া
মনটায় কয় দেখং যায়া
যেটে আছে রসের কালা।

৬) কবি বাচ্চা মোহন রায় ঃ—

শ্লোগান, শ্লোগান —
'দিতে হবে দিতে হবে। করতে হবে করতে হবে
আমাদের দাবী মানতে হবে।'
গারাম থাকি শহর, শহর থাকি গারাম
উথাল পাথাল।
আন্দোলন সংগ্রাম বিপ্লব—
কাথাগিলা খালি কানোৎ বাজে
মনৎ ধাক্কা দেয় আর বুকোৎ হানে।
কালাটু নাকারু বুধিয়ার ঘর ভাবে
এইবার বুঝি অভাব যাবে, গরীব গিলা পাবে
তামানের অধিকার। .. ....
কিন্তুক ঘড়ির কাটাতো আগিলা নিয়মে চলে
দিন যায়, রাতি যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া আরো—
ভোট হয়। এম. এল. এ. হয় এম. পি. হয়
মন্ত্রী হয়।

গদীটা দখল হয় আর —
বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এক হাটু পাকোৎ
সেই ক্ষেমতার দীঘোল সিপাটা
আরো কনেক গারা যায়, তলায়।

এলাকার কবিতালার ফাইকলাতে যেনে আক্রোশের সুর পাওয়া যায়। কিসের বঞ্চনা, কিসের জ্বালা যেনে কবিতালার উৎস। কিন্তুক মানুষের জীবনের ভাইল্যা দিক আছে; সেইলা ক্যানে কবিতার দ্যাশ থাকি বাইরাত থাইকবে?

কামতাপুরী ভাষা, ইতিহাস আরো সংস্কৃতিত আধুনিক কবি আরো লেখক

১। ৺কলীন্দ্র নাথ বর্মণ — ১) নয়া ডেগর (কাব্য গ্রন্থ)
২) রাজবংশী অভিধান
২। ৺হেমকান্তি রায় — বিখ্যাত কবি আরো গায়ক। মনীন্দ্র নাথ রায় সম্পাদিত 'জাগরনী' পত্রিকাত এক সময় ফাইবলা কবিতা আরো গান লেখিয়া সুনাম আর্জে।
৩। নিবারণ পন্ডিত — 'জলযুদ্ধের গান'।
৪। তুষার বন্দোপাধ্যায় — 'অললই ঝললই মাদারের ফুল' (কাব্য গ্রন্থ)
৫। ধর্মনারায়ণ বর্মা — ১) A step to Kamta Behari Language.
২) কামতা বিহারী ভাষার ব্যাকরণ (পরথম পাঠ)
৬। ডঃ বিজয় ভূষণ রায় — নানান পত্রিকাত লেখে কবিতা আরো গল্প।
৭। ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায় — ১) সম্পাদিত কবিতা গ্রন্থ 'সাত ভাইয়া'
২) 'ময়নামতীর গান'
বাউদিয়া রায় ছদ্ম নামত নানান পত্রিকাত কবিতা লেখে।
৩) উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পুজা পার্বণ।
৮। অমরেন্দ্র নাথ বর্মা — 'অমর কণিকা' (কাব্য গ্রন্থ)
৯। সুখেন্দু নারায়ণ রায় — 'ভেঁনিয়া দাদা' ছদ্ম নামত ভাইল্লা কবিতা নানান পত্রিকাত লেখে।
১০। বাচ্চা মোহন রায় — 'কুহুলি' ছদ্ম নামত নানান পত্রিকাত কবিতা লেখে। 'পোহাত' আরো 'উজানী' পত্রিকার সম্পাদনা করে।
১১। শচীন্দ্র নাথ বর্মা — (ছদ্ম নাম — বাউরা রায়)
'বাউরালী' (কাব্য গ্রন্থ)

১২। বীরেন রায় — প্রকাশিত গ্রন্থ ১) 'কর্ণবধ' কাব্য
২) যুগের হাওয়া বদলে গেইছে (কবিতার বই)
৩) আভং ফুলের মধু (গল্প সংকলন)

১৩। অম্বিকা চরণ চৌধুরী — নানান পত্রিকাত লেখে
প্রকাশিত গ্রন্থ : ১) কোচ রাজবংশী জাতির ইতিহাস আরু সংস্কৃতি
২) মহাবীর চিলারায়।

১৪। সন্তোষ সিংহ — নানান পত্রিকাত কবিতা আরো ছড়া লেখে।
সম্পাদিত পত্রিকা — 'সোনার নাঙ্গল রূপার ফাল'
নাটক — 'খুটার বিলাই'

১৫। উপেন রায় — নানান পত্রিকাত গল্প, কবিতা আরো ছড়া লেখে।

১৬। কল্যাণ দে — নানান পত্রিকাত ইমার কবিতা প্রকাশিত হইছে।

১৭। মিনতি অধিকারী — ফাইকলা কবিতা, গল্প আরো নাটক প্রকাশিত হইছে নানান পত্রিকাত। 'ঘাটা' নামক একটা নাটক পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত হয় বেতারত।
প্রকাশিত বই — 'ছড়া ছবিত অ, আ, ক, খ'

১৮। কাছেমা খাতুন — নানান পত্রিকাত লেখে।
প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ 'নিধুয়া পাথার'।

১৯। কমলেশ সরকার — কবিতার বই ১) দুস্কে দিন যায়
২) রে বান্ধব ৩) তিপুরানি কতা ৪) এই মানষি জনম

২০। মঃ আফসার আলী — নানান প্রত্রিকাত কবিতা আরো গল্প লেখে।
সম্পাদিত পত্রিকা — 'মেঘলা আকাশ'।

২১। যতীন বর্মা — প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ১) একনা মানষি চায়
২) কবিতায় মোর ভাতের শাখ
৩) রাজবংশী কবিতা সংকলন (যুগ্ম সম্পাদনা)

২২। নিয়তি রায় — নামেক্কার গল্পকার। নানান পত্রিকাত গল্প লেখে।

২৩। রামেশ্বর রায় — রচিত গ্রন্থ 'পুরান ভিটা' নাটক

২৪। বিনোদ বিহারী বর্মণ — প্রকাশিত গ্রন্থ ১) দিন যায় রাতি যায়।
২) রাজবংশী কবিতা সংকলন (যুগ্ম সম্পাদনা)

২৫। মানিক রতন রায় — নানান পত্র পত্রিকাত গল্প লেখে।

২৬। নিখিলেশ রায় — নানান পত্রিকাত কবিতা লেখে।

২৭। প্রতিপদ দেব — নানান পত্রিকাত কবিতা লেখে।

২৮। রামকান্ত রায় — নানান পত্রিকাত কবিতা লেখে।
সম্পাদিত পত্রিকা 'আবেশ'।

২৯। হরিমোহন বর্মণ — প্রকাশিত বই ১) মহামানবের কাথা
২) কামতাপুরী শিল্পক, প্রবাদ, ছড়া।

৩০। সুজন বর্মণ — প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'বুক ভাঙে মোর নদীর দৈন্যা'।
সম্পাদিত পত্রিকা 'দিশা'।

৩১। ডঃ দ্বিজেন ভকত — নানান পত্রিকাত প্রবন্ধ লেখে।
সম্পাদিত পত্রিকা 'জাগৃতি' গ্রন্থ 'মহাভারত'

৩২। গৌরী মোহন রায় — সম্পাদিত পত্রিকা ১) কামতা দর্পণ
২) মাহুত বন্ধু ৩) ভূমিপুত্র
রচিত গ্রন্থ— ১) জয় শুক্লধ্বজ রাই (প্রবন্ধ সংকলন)
২) কাঠের দোতরা (ভাওয়াইয়া গান সংকলন)
৩) কামতা রাজ্যের ইতিহাস।
৪) তোর পিরিতি (কুমার সৌভিক ছদ্ম নামত প্রকাশিত কবিতার বই)।

৩৩। গুনধর বর্মণ — কামতা কাথা (কাব্য ইতিহাস)

৩৪। উপেন্দ্র নাথ সরকার — নানান পত্রিকাত প্রবন্ধ লেখে।
রচিত গ্রন্থ 'আয়না' (একাঙ্ক নাটক)

৩৫। নিখিল সিংহ — যুগ্ম সম্পাদক 'যাত্রা' (স্মারক গ্রন্থ)

৩৬। রামকান্ত রায় — নানান পত্রিকাত কবিতা লেখে।
সম্পাদিত পত্রিকা 'আবেশ'।

৩৭। ভূপেন্দ্র নাথ রায় — সম্পাদিত পত্রিকা 'দুন্দ'।

৩৮। প্রেমানন্দ রায় — নানান পত্রিকাত কবিতা লেখে।

৩৯। ডঃ রমেন্দ্র নাথ অধিকারী — রচিত গ্রন্থ
'সাত শ বছরিয়া কামতা কোচ রাজত্বের ইতিহাস'।

৪০। ব্রজেন্দ্র নাথ রায় — রচিত গ্রন্থ 'মৈষাল বুন্ধ' নাটক,
সম্পাদনাত ডঃ নৃপেন্দ্র নাথ পাল।

৪১। হীরাতন দাস — সম্পাদিত পত্রিকা 'কালেক্ষণ'।

৪২। গুণেশ্বর অধিকারী — বিখ্যাত নাট্যকার। মেলা নাটক রচনা করিছে এবং সুনাম আর্জিয়া মঞ্চস্থ করি চলিছে নানান জাগাত। ইঙার মধ্যাত্ গ্রন্থাকারে নিকিলা হইছে "ময়নার চখুর জল" "ঘরজেয়া"।

৪৩। মাধব রায়, গোপাল রায় — সম্পাদিত পত্রিকা 'নয়া জ্যোতি'।

৪৪। নগেন্দ্র নাথ রায় — রচিত গ্রন্থ ১) গীতা আয়ী
২) হোকোল খোলি (কবিতার বই)

৪৫। হরিপদ রায় — রচিত গ্রন্থ ১) জয় বাবা জল্পেশ
২) সংস্কৃতির মিলনৎ বাবা জলপেশ

৪৬। গোকুল রায় — রচিত গ্রন্থ ১) সতী সুনীতি (উপন্যাস)
২) নখুলিয়ার বাশি (কাব্যগ্রন্থ)

৪৭। রামধন চৌধুরী — রচিত গ্রন্থ 'ফুলমতীর শ্যাষ আকাশ' (গল্প সংকলন)

৪৮। ক্ষিতীন্দ্র মোহন সরকার — সম্পাদিত পত্রিকা 'রায়ডাক'

৪৯। শ্যামল কুমার রায় — রচিত গ্রন্থ 'ভোগ ট্যাপ ট্যাপা ধানের শিষ'
(কবিতার বই)

৫০। অমূল্য দেবনাথ — সম্পাদিত পত্রিকা 'কাণিয়াল'

৫১। ইন্দ্র মাধব দাস — নানান পত্রিকাত লেখে গল্প আরো কবিতা।

৫২। সুশান্ত দাস — নানান পত্রিকাত কবিতা লেখে।

৫৩। তারা মোহন অধিকারী — নানান পত্রিকাত কবিতা লেখে।

৫৪। সুখবিলাস বর্মা — প্রকাশিত গ্রন্থ 'জাগ গান'।

৫৫। কুলেন দাস — সম্পাদিত পত্রিকা 'জনদিশা'।

৫৬। নরেন দাস — সংহতির প্রশ্নে, বীর চিলারায়।



Government of West Bengal
Information & Cultural Affairs Department
office of the joint Director of Information, Darjeeling.

Memo No. 62 - JDI/DAR. Dated : 15.06.'98

Shri, Dharma Narayan
Barma
Coochbehar

Sub : Seminar of Cultural Heritage, Economic Development and the Languages and Dialects of North Bengal to be held at Dinabandhu Mancha, Siliguri on 27th & 28th June '98.

Dear Sir,

I have the pleasure to inform you that a seminar will be held at Dinabandhu Mancha, Siliguri on 27th and 28th June, 1998 at 10/11 am. I'm desired by the Govt. in the Information & Cultural Affairs Deptt. to request you to kindly deliver a speech on the seminar on the following subject.

1. Cultural Heritage of North Bengal
2. Economic Development of North Bengal
3. Language and Dialects of North Bengal
on 27th ~~and 28th~~ June, 1998.

Looking forward to getting your kind help and co-operation.

Sincerely yours,

(TILAK RAI)
Joint Director of Information
Darjeeling.

[রায়ডাক পত্রিকাত (দেবীপূজা সংখ্যা—১৪০৫ বঙ্গাব্দ) পইলা পরকাশ]

(গেইল ২৭-২৮শে জুন '৯৮ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চত 'উত্তর বঙ্গের উন্নয়ন ভাষা-সংস্কৃতি' এই নামে একটা আলোচনা চক্রর উদ্যোগ নিছিল। উয়াতে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসাবে মানী শ্রীযুক্ত ধর্ম নারায়ণ বর্মার দেওয়া অসম্পূর্ণ অভিভাষণের পূর্ণরূপ প্রকাশ করা হইল।) শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চত ২৭-৬-৯৮ ইং তারিখ দেওয়া ভাষণের দীঘল রূপ (অনুবাদ)।

বিষয়ঃ উত্তর বঙ্গের ভাষা ও উপভাষা

মানী সভাপতি ও সুধীবৃন্দ,

এই আলোচনা চক্রত যোগ দিবার পায়া মুঞ নিজক ধন্য বোধ করং। পঃ বঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক আগতে এই ঢক আলোচনাচক্র হইচে না নাই হয় তা মোর অজানা। তেং আজিকার এই আলোচনা সভা যে এক শুভ আরো নয়া উদ্যোগ তা নিয়া কোন তোরাতুরির কথায় থাকির পায় না।

মোক উত্তরবঙ্গের ভাষা ও উপভাষার উপরাত খানেক কওয়ার আদেশ করা হইচে। কিন্তুক এই আলোচনা চক্রত যোগদান করির যায়া মোর মন আচাংছাং করির ধইরচে — যেনে উত্তর বঙ্গের ভাষা হইল কোনটা। যেদু এই ঢোসা ময়ালের পুরানী আরো বৃহৎ জনগোষ্ঠীর ভিতি লক্ষ্য করি এই নাম করা হয়া থাকে তা হইলে কওয়াই খাইবে এইটা ভাষা উত্তরবঙ্গের হয় কেংকরিয়া! যেহেতু এই ভাষার ভাষিক ময়াল হইল দেশভাগের আগতের উত্তর বাঙলা, বিহার প্রদেশের পুর্ণিয়া, আগের গোয়ালপাড়া, কামরূপ আরো দরং জেলা। এই ওসার আরো ঢোসা ময়ালের ভাষাটাক উত্তরবঙ্গের ভাষা কয়া উয়াক খাটো করার উৎসাহ মোঠেই পাবার লাইগচং না। ভাষা—বিজ্ঞানীগুলাও এমন নামকরণ করেন নাই এই ভাষাটার।

ভাষা — বিজ্ঞানীগুলার দেওয়া নাম ঃ

ডঃ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন বাবু প্রসন্নকুমার দত্তের পরামর্শত এই ভাষাটাক রাজবংশী উপভাষা' বুলি কইচেন, উমরা তরাই অঞ্চলের এই ভাষাক 'বাহে ভাষা' আরো দিনাজপুরের এই ভাষাটাকেই শ্রীপুরী ভাষা নাম দিচেন। একটা ভাষাক তিন জাগাত তিনটা নাম দিয়া গ্রীয়ারসন উমরা নামকরণের সারবত্তা হারেয়া ফেলাইচেন। উমরা নিজেই তৎকরি কওয়ার পান নাই কোন নামটা ঠিক। বক্তা যেটিখুনা নিজেই আন্দারত পাড়ি আমরা কেংকরি উয়ার কথাত নির্ভর করির পাই? সেইবাদে জোর দিয়া কওয়ার পাই গ্রীয়ার্সনের কথাত কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।

হওয়ার পায় রাজবংশী সম্প্রদায় এই জাগার একক ডাঙর সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়টা একটা বড় প্লাটফর্মের নাকান — যেটিখুনা বিভিন্ন সময়ত আন আন সম্প্রদায়ের মানষিলা আসি গোট খাইচেন। তেং এইটা ঠিক কথা নোঙায় যে খালি রাজবংশী সম্প্রদায় এই ভাষাটার হকদার। কোচ, খেন, কলিতা কায়স্থ, ধীমাল, বামুন, মোছরমান আরো মেলা ছোট সম্প্রদায় এই ভাষাত কথা কয়। উমার মাওয়ের ভাষাও এইটা! এই ওসার ময়ালত ১'২৫ লক্ষ মানষি এই ভাষাটাত কথা কয়, উমরা সউগ রাজবংশী নোঙান। এই ভাষাটার উন্নতি আরো বিকাশের কারণত উমরাগুলার অবদান কম নোঙায়। ফলত খালি রাজবংশীগুলার ভাষা কইলে 'একদেশ দর্শিতা' দোষ আইসবে।

পঃ কামরূপী উপভাষা ? ঃ—

ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্যী এই ভাষাটাক পশ্চিম কামরূপী উপভাষা কইচেন। উমার এই বাখানক গুরুত্ব দেওয়ায় খাইবে। উমরা ইয়াতে এই ভাষার মাটির সাথত সাঙ্গিরার কতা কইচেন। পশ্চিম কামরূপ নামক জাগার সাথত এই ভাষার যে মিলাগত তা উমরা কওয়ার চাইচেন। আসাম আর বাংলা দেশের সাথত ইয়ার মৌলিক মিল নাই সেইটায় উমার শেষ কথা। ডঃ সুকুমার সেনও এই মত দিচেন।

কিন্তুক উক্ত পন্ডিত দুইজনার এই মত গোটায় ঠিক বুলি ধরিলে ভুল করা হইবে। কারণ হইল ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বত এই জাগাটার নাম কামরূপ আছিল। ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দত রাজা পৃথু কামতাপুরত রাজধানী সারেয়া আনেন সেলা থাকি এই রাজ্যটার নাম হয় কামতাপুর রাজ্য। এই কামতাপুরত ১৬ জন রাজা রাজত্ব করিচেন। এটিকোনার শেষ রাজা হইলেক মহারাজ নীলাম্বর। গৌড়ের নবাব হুসেন শাহ নিলাম্বরক চালাক করি হটেয়া রাজ্যটাক জয় করি নেয়, এমুন ভাবত ১২ বছর ধরি রাজ্যটা বিদেশী হাতত পড়ি যায়। ১২ বছর পাছত বিশ্বসিংহ হুশেন শাহক তাড়েয়া কামতাপুর রাজ্যের রাজা হইলেন। বিশ্বসিংহের বংশ ৪৩০ বছর ধরি এক নাগারত রাজত্ব করিছিল। সাকুল্যত ২২ জন রাজা (সগায় এই বংশের) কামতাপুরত রাজত্ব করিচে। মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ ভূপবাহাদুর হইলেক এই বংশের শেষুয়া রাজা।

১৭৭৩ সালত মহারাজ ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণ ভুটান রাজার হাতত বন্দী হইলে তাঁর মুক্তির বাদে ওয়ারেন হেস্টিংসের সাথত চুক্তি হয়। যার ফলত কুচবেহারের মেলা জাগা বিরি গেইল। জলপাইগুড়ি রংপুরের মেলা জাগা ঢুকি গেইল বৃটীশের রাজ্যত। ইয়ার পাছত কুচবেহার রাজ্যটা ছোট হয়া পড়িল। সেলা থাকি সংকুচিত বেহার বা কুচবেহার নাম হইল। কামতাবেহার, নিজবেহার নাম গুলাও পাশত থাকি গেইল। যার ফলত নাম বিভ্রাট ঘুচির বাদে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দত সরকারি ঘোষনাত (কালিকা দাস দেওয়ানের পরামর্শ অনুসারত) রাজ্যটার নাম করণ করা হইলেক 'কোচবিহার'। কিন্তুক রাজ্যের প্রজাগুলা এই নামক সমর্থণ করির চায় নাই। এলাও তা সমর্থণ করে না।

দীর্ঘ সাতশ বছর ধরি কামতা-কুচবেহারের রাজা গুলায় এই ভাষাটার সিঞ্জন করিচেন আরো ইয়ার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাইচেন। যেলা এই রাজ্যের নাম কামরূপ আছিল সেলা কিন্তুক এই ভাষাটার কোন ঠাক ঠিকনা বা ভুংতুকায় নাই। কোন লেখা বা শিলালিপিও নাই। খালি চর্যাপদ সেই যুগের বুলি কওয়া যায়। এইলাক দিয়া ভাষাক প্রমাণ করা ঠিক হবার নোঙায়। সেইবাদে

কামতাপুরের বিভিন্ন রাজাগুলার আরো পন্ডিতগুলার সৌজন্যত যে ভাষাটার সিঞ্জন হইচে তাক কামতা ভাষা বা রায়সাহেব পঞ্চাননের কামতা-বিহারী ভাষাই কওয়া নাইগবে।

এই ভাষা কি উপভাষা ?

মেলা মেলা লেখাইয়া জোর করি এই ভাষাটাক বাংলার উপভাষা সেজেবার চেষ্টা চালাইচেন। এদিখুনা অসমীয়া ভাষার পন্ডিতলা এই ভাষাত লেখা পুরাণী বই পুথি গুলাক আসামী ভাষার বুলি চালেবার চাইচেন। ডঃ বাণীকান্ত কাকতির মতত কামতাপুর রাজদরবারত লেখা পুস্তকলা আসামী ভাষার সম্পদ। এইলা মতক দাম দেওয়া যাওয়ার পায় না। বাংলা আর আসামী এই দুইটা ভাষায় উপজিছে বৃটীশঘরের দ্বারা। উমরা যদি না আসিল হয় তাহলে এই ভাষাদুইটার সিঞ্জন নাও হবার পাইল হয়।

বাংলা ভাষাও নয়া ভাসা। ডঃ সুকুমার সেন উয়ার 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' বইয়ত কইচেন — ১২শ হইতে ১৪শ অব্দের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন তো নাইই — বাংলা ভাষাও কোন হদিশ পাওয়া যায় না। ১২০৫ খ্রীষ্টাব্দত বখতিয়ার খিলজী গৌড় দখল করি নেয়। সেই সময় থাকি পাঠান আর তার পাছত মুঘল শাসনকালত পরায় পাচশ বছরিয়া মোসলমার শাসন কালত আরবী পার্সী বাদে ঐ জাগাত কুন দেশী ভাষার উপজন হবার পায় নাই। যার ফলত বাংলা ভাষাটার কুন পুরাণী নিদর্শন পাওয়া যায় না। বড়ুচন্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনক' বাংলার পুরাণী নিদর্শন হিসাবত ডঃ সুনীতি চাটার্জী কইচেন। (বাংলা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ৯২ পৃষ্ঠা)। কিন্তুক এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা বিশ্লেষন কইরলে দেখির পাওয়া যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা এঠেকার ভাষা। যেদুও ছাপেবার সময় বাংলা শব্দ আরো ঢং ভিতান হইচে মাত্রক।

যেমুন ঃ— চারি ভিত চাহি রাধা বুইল বচনে।
কুলত কাপড় থুইআঁ জলে চাহি কাহ্নে ॥

দুরত থাকিআঁ বুইল জগন্নাথ।
তরাত উঠিআঁ রাধা কর যোড়হাত ॥

'ভিত' কামতা ভাষার শব্দ। যেমুন তোর ভিতি দেখং। ঐনাকান—কুলত, দুরত, থুইআঁ, তরাত, থাকিআঁ, শব্দলা এঠেকার। শব্দগুলা কামতাভাষারই খাটাং করি কওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীত কিছুমান বৈষ্ণব সাহিত্য দেখির পাওয়া যায়। সেইলা দিয়া একটা ভাষাক পরমান করা যাবার পায় না। কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাসের মহাকাব্যলার অনুবাদও বাংলা ভাষার নিশানা বির করির পায় নাই। কারণ ঐলা কাব্য হইল পুরাপুরি সংস্কৃত রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ। তৎসম ও তদ্ভব শব্দ ও ধাতুর সাথত আঞ্চলিক বিভক্তি যোগ করি অনুবাদ করা হইচে মাত্রক। কামতাপুরের রাজসভাতও সংস্কৃতজ্ঞ বড় বড় পন্ডিত আছিলেক। উমরা রামায়ণ, মহাভারত, স্কন্দপুরাণ আরো মেলা শাস্ত্র অনুবাদ করিছিল ঠিক ঐভাবত। যার ফলত মেলা মানষি কয় বাংলা ভাষার সাথত কামতার রাজভাষার মিল পুরাপুরি।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ভাষা নিয়া ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মন্তব্য ঃ

রচনা সংগ্রহ ৯২ (২য় খন্ড) ৩১৬ পৃষ্ঠা ক্রমে রামগতি ন্যায়রত্ন (১৮৩১-১৮৯৪ খ্রীঃ) মহাশয়ের বাংলা ভাষার ইতিহাস ১৮৭২ খ্রীঃ ছাপা হয় (বাঙলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব)। তাহাতে কাশীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কয়েকজন বাংলাভাষার প্রাচীন কবির বিবরণ লিখিত হইল। বোধ হইল, বাংলাভাষায় তিনশত বর্ষ পূর্বে খানকতক কাব্য লেখা হইয়াছিল। তাহা এমন কিছু নয়, প্রায়ই সংস্কৃতের অনুবাদ। রামগতি মহাশয়ের দেখা-দেখি আরো দুই চারিখানি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বাহির হইল। কিন্তু সেগুলি সব ন্যায় রত্ন মহাশয়ের ছাঁচেই ঢালা। এই সকল ইতিহাস সত্ত্বেও খ্রীষ্টাব্দের ৮০-র কোঠায় লোকের ধারণা ছিল যে, বাংলাটা একটা নতুন ভাষা। উহাতে সকল ভাব প্রকাশ করা যায় না। অনুবাদ ভিন্ন উহাতে আর কিছু চলে

না, চিন্তা করিয়া নূতন বিষয় লিখা যায় না লিখিতে গেলে কথা গড়িতে হয়, ইংরাজী না হয় সংস্কৃত ছাঁচে ঢালিতে হয়। বড় কটমট হয়।"

বাংলা ভাষার গদ্যসাহিত্যের সিষ্জন খ্রীষ্টান মিশনারীলাক দিয়া। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দত পর্তুগীজ মিশনারী মনো-এল-দা আসসম্পসাম সাগরে আগত পর্তুগীজ ভাষাত বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। হাল-হেড্ সাইব আর এক বাংলা ব্যাকরণ লেখেন। কেরী সাইব ১৮০১ খ্রীঃ বাংলা ব্যাকরণ লেখেন ইয়ার পাছত অভিধান রচনা করচেন। ইয়ার পাছত মিশনারীরঘর এই ভাষার একটা পত্রিকা বির করেন। এই ভাবত দেশীয় জনসাধারণের মনত একটা উৎসাহ জাগিল। প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এইলা মনীষীর হাতত ভাষাটার শ্রীবৃদ্ধি আসিল।

কিন্তু ইংরেজ আসির ২০০ (দুইশত) বছর আগতেই কামতারাজ্যত কামতা ভাষাটার চরম উন্নতি দেখা দিছিল। গদ্য সাহিত্য, কাব্যসাহিত্য কওয়া যায় নাট্য সাহিত্যতও অকল্পনীয় আগান আগাইচলেক এই কামতা ভাষা। সেই যুগক নিঃসন্দেহত কামতা ভাষার রেনেসাঁর যুগ কওয়া যায়। এই যুগ বিশ্বসিংহ-নরনারায়ণের যুগ। নরনারায়ণের চিঠিখানক বাংলা গদ্যসাহিত্যের পরথম দলিল বুলি গন্য করিচেন কলিকাতার পন্ডিতলা। আসামীয়াগুলাও এটাক উমার সম্পদ বুলি ধরি নেয়। নাট্যসাহিত্যতও ভারত কেনে ইউরোপের নাট্যচর্চার থাকি আগেয়া আছে কামতাপুর। নরনারায়ণের রাজত্বকালত নাট্যকলা রচিত হইচে প্রাকৃত ভাষাত ঐ সময় কোন নাটক রচিত নাই হয় ভারতত। সেক্সপীয়ারের নাটকও সেলা লেখা হয় নাই। শঙ্করদেবের অঙ্কীয়া নাটক সগারে পুরাণী বুলি কওয়া যায়। শঙ্করদেবের 'রামবিজয় নাট' নরনারায়ণের রাজ সভাত মঞ্চস্থ হইছিলেক চিলারায়ের সৌজন্যত। মেলা পন্ডিত কামতার এই যুগক ইউরোপের এলিজাবেথিয়ান যুগের সাথত তুলনা করিচেন।
কাঙো কাঙে এইভাষাক 'বিভাষা' কইচেন। 'বিভাষা' শব্দটা ডঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পরথম ব্যবহার কইরচিলেন। তাঁর মতত যেইলা ভাষা সংস্কৃত উপরতর নির্ভরশীল

ঐলা ভাষা, আর যেলা সেইটা নোঙায় সেইলা বিভাষা।

কিন্তুক কামতা ভাষাটার পরিকাঠামো সংস্কৃতর উপুরাত নির্ভর। সেই বাদে এই ভাষা বিভাষা নোঙায়। এই ভাষার ধ্বনিতত্ত্ব, গঠন প্রনালী আরো শব্দ ভান্ডারের উপুরাত সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষনীয়। ভাইল্যা ভাইল্যা তৎসম আর তদ্ভব শব্দ এই ভাষাত ঢুকি গেইচে। বাতাস আকাশ, চান, আগুন, জল, নদী, সমুদ্র, পথ ইত্যাদি।

খাং, যাং, দেখং, শোনং, এই নাকান অজস্র সংস্কৃত ধাতুর ব্যবহার এই এই ভাষাত আছে।

রূপগত দিক দিয়া বাংলার চাইতে সংস্কৃতর আরো কাছের এই কামতা ভাষা।

উদাহরণ দিয়া বুঝান যায় :— সংস্কৃতত পুরুষ আর বচন অনুসারত ক্রিয়ার রূপ হয়া থাকে বাংলা ভাষাত খালি পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ হয়া থাকে কিন্তুক কামতা ভাষাত সংস্কৃতর মতন কর্তার পুরুষ আর বচন অনুসারত ক্রিয়ার রূপের পার্থক্য দেখির পাওয়া যায়। কাজেই বিভাষা কওয়ার কোনই যুক্তি থাকির না পায়। উদাহরণ :—

সংস্কৃত : প্রথম পুং মধ্যম্ পুং উত্তম পুং একবচন সঃ গচ্ছতি, ত্বম গচ্ছসি অহম্ গচ্ছামি দ্বিবচন তৌ গচ্ছতঃ, যুবাম গচ্ছথঃ, আবাম্ গচ্ছাব বহুবচন, তে গচ্ছন্তি, যুবাম গচ্ছথ, বয়ম্ গচ্ছাম বাংলা : — একবচন — সে যায়, তুমি যাও, আমি যাই। বহুবচন— তাহারা যায়, তোমরা যাও, আমরা যাই।

কামতা :— এক বচন— উয়ায় যায়, তুই যাইস, মুই যাং, বহুবচন উমরা যায় / যান, তোমরা যাও, আমরা যাই।

কাঙো কাঙো কবার চান যেহেতু কামতাপুরের রাজসভাত রচিত পুস্তকলার সাথত হুবাহু মিল সেই কারণত এ ভাষাটা বাংলাই। পঞ্চানন বর্মার খোদ ভাষাও বাংলা। সেই বাদে কামতাভাষালা কোন ভাষা হবার না পায়।

এই মতক সমর্থন করির পাওয়া যায় না। কারণ মহারাজ নরনারায়ণ তার রাজসভার ভাষাক সংস্কৃত ভাষাই রাখিচেন। উমার সভাসদগণের বাদে আদেশ এই নাকান :—

"সংস্কৃত বিনে কেহ মত না মাতাইয়
সামান্য কথাগো সবে সংস্কৃতে কহিও ॥"

এইটা ঠিক যে কামতা রাজদরবারের সেলাকার অনুবাদ সাহিত্যের ভাষাও সংস্কৃত ঘেষা। খালি শব্দ বিভক্তি আর ধাতু বিভক্তির বদলাবদলী মাত্র।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দত ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় খোলেন। বাংলা ভাষাত তারপর পড়াশুনা চালু হবার ধরিল। ক্রমে ক্রমে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়র অধীন হয়া পড়িল আসাম, কুচবেহার রাজ্য আর উত্তরের জাগালা। যার ফলত বাংলা ভাষা এটিকার মানষিলা শিখির ধরিল। পঞ্চানন বর্মা এই বাংলাত পড়াশুনা কইরচেন। সেইবাদে উমরা বাংলাত লেখিচেন কিন্তুক এই ভাষাত (কামতা-বেহারী ভাষাত) উমার অনেক লেখা কবিতাও আছে। গেরামত আইসলে কোন সময়ত মাতৃভাষাক উমরা বাদ দেন নাই। কামতা-বেহারী ভাষার ইতিহাসও উমরা লেখি গেইচেন। এটা কম কথা নোঙায়।

এই ভাষার পুরানী নিদর্শন হইল চর্যাপদ : ৮ম—১২শ শতাব্দীত এইলা বৌদ্ধতন্ত্রসাধনার উপদেশের বইয়ত রচনা ও ব্যবহার করা হইচিল। ডঃ সুকুমার সেন এই গানগুলার ভাষাত উড়িয়া আর মৈথিলীর মিল দেইখচেন। কিন্তুক প্রকৃত ক্ষেত্রত চর্যাপদের ভাষা হইল মৈথালীকামরূপী। কারণ এই দুই ভাষার সাথত চর্যাপদের ভাষার মিল অধিক।

উদারণ :— ক) টালত মোর ঘর নাই পরবেষী
হাড়িত ভাত নাই নিতি উপোষী।
খ) হরিণী বোলই এ হরিণা শুনতো
এ বন ছাড়ি হোহু ভান্তো ॥

টালত, হাড়িত, শুনতো, ভানন্তো এইলা শব্দ আর ধাতুর ব্যবহার কামতা ভাষার মধ্যত মেলা দেখির পাওয়া যায়। এমুন মেলা শব্দ আর ধাতুর ব্যবহার এই ভাষাত জীবন্ত।

যেমুন — শুনতো, যাংত (ক) বাপই শুনতো (খ) মুঞ্চ যাংত, কেনে এমুন করেন।

ময়নামতীর গান বা গোপীচন্দ্রের গান সর্বশ্রেষ্ঠ কামতা ভাষার কাব্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীত এই গানের রচনা। এই গানের নমুনা :—

ক) বারগাটিয়া নেংটি ডাঙাত খশেয়া থুইল
একখান ছিগার ছাল নিল পরিধান করিয়া।
গাও ধুইচে মহারাজ গঙ্গাত নামিয়া।
চক্ষুমুজি মহারাজ দড়িয়াৎ ঝম্প দিল—
পংখা দিয়া জল পংখী ছেকিবার নাগিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীত যেলা এই বাংলার অস্তিত্ব নাছিল সেলা এই গান এই জাগাত খুব জনপ্রিয় আছিল।

বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য কর্তৃক সংকলিত হইচে এই গান— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইয়ার মুদ্রণ কার্য সমাধা করে। দুইটা খন্ড এই কাব্যটার দ্বিতীয় খন্ডত মেলা বাংলা শব্দক ঢুকি দেওয়া হইচে যার ফলত ভাষাগত ব্যাপারত ইয়ার গুরুত্ব কমি গেইচে বুলি কওয়া যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর কবি আর লেখক :—

১) কবি হেমসরস্বতী ২) হরিহর বিপ্র ৩) দুর্গাবর কায়স্থ ৪) মানকর ৫) শঙ্করদেব ৬) মাধব দেব ৭) দামোদর দেব ৮) পীতাম্বর সিদ্ধান্ত বাগীশ ৯) রাম সরস্বতী ১০) পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য।

এই ভাষাটার মধ্যযুগের গদ্য সাহিত্যের ভাষার নিদর্শন :—

নরনারায়ণের পত্র :— লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার সন্তোষ সম্পাদক পত্রাপাত্রি গতায়ত হইলে উভয়ানুকুল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। ...

গোবিন্দ মিশ্রের কথা গীতা কথা ভাগবত : শঙ্করদেবের নানা সাহিত্যের ভাষা : শঙ্করদেবের লেখা নাটকগুলার চরিত্রগুলার সংলাপের গদ্য ভাষার নমুনা : কেলি দমন নাট : সূত্র—ওহি বোলি মৃতক পুত্রক পাই পরম আনন্দে যশদা রহল। তদপুত্র কৃষ্ণক প্রভাব জানি হাসি হাসি বলভদ্র আলিঙ্গ ধরল।

এই ভাষার আঁধারী যুগ

আসাম আর বাংলার মাঝত কামতারাজ্যের জাগাগুলা ভাগাভাগি হওয়াতে ভাষাটাও ভাগাভাগি হয়া পড়িল আসামী আর বাংলার মাঝত। পরন্ত কলিকাতার বাংলা ভাষা আসি গেইল এলা থাকি ১২০ (একশত বিশ বছর) আগত। ইয়ার পাছত এটিকার রাজভাষা বাংলা হইল। কিন্তুক জনগণের ভাষা থাকিল কামতা-বেহারী ভাষা। গান, মন্ত্র, শিল্লুক গল্প, উপকাথা আর যোগাযোগের ভাষা রইল এই ভাষা।

এলাও কিন্তুক এই ধারা চলি আছে। জনগণ মাতৃভাষাটাক মনের কথা কওয়ার ভাষারূপত ব্যবহার করেন।

এটিকার উপভাষালার অবস্থা একেবারে কেরাসিন। স্বাধীনতার ৫০ বছরত এই ভাষালা বিলীন হয়া যাওয়ার পথত। যেমন রাভা ভাষা।

মসুমায় সেতাং, মসুমায় সেতাং অর্থাৎ— গরু ধান খায়। গরু ধান খায়। এই নাকান রাভা ভাষার মেলা কাথা আজি লোপ পায়া গেইচে। রাভার ছাওয়া পোয়ালা ভাষাটাক জানে না। এমন করি টোটো, সাওতালী, ইত্যাদি মেলা উপভাষা হারেয়া গেইল দেইখতে দেইখতে। এইটা এক সামাজিক অপরাধ বুলি কওয়া যায়। হাজার বছরিয়া ভাষালাক রইক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। সরকার কি ঐ দায়িত্ব পালন করিবেন? আজি এইটাই হইল এটিকার মানষিলার মূল প্রশ্ন। জয়হিন্দ।

ভুল সংশোধনী

ভুল	শুদ্ধ	পৃঃ	ভুল	শুদ্ধ	পৃঃ
মানসিয়ে	মানষিয়ে	১	অছিল	আছিল	২
নীলধ্বজ	নীলাম্বর	৬			
শ্রীমান	শ্রীল	৭	রাজ্যটার	রাজ্যটাক	৭
কামতা	কামতার	৭	মানসিলা	মানষিলা	৮
বলি	বুলি	৮	ভাষা	ভাষার	১০
সংস্কৃতের	সংস্কৃতেতর	১০	সহিত্যের	সাহিত্যের	১২
৫০ বছর	৫০০ বছর	১৩	জন্যের	জন্যে	১৪
১)	(১)	১৭	মানসি	মানষি	১৭
ভষা	ভাষা	১৮	নতিত	গতির	২০
গংগা	গঁগা	২৮	হল'	হল	২৯
অঝনী	অঝণী	৩৪	ও থাইকলে	অ থাইকলে	৩৫
ষত্বাবিধি	ষত্বিবিধি	৪৮	নিদিষ্ট	নিদিষ্ট	৪৮
টাকুরী	টাকুরীত	৫৯	ইীন	হীন	৬১
মুন্ডউপাদান	মুন্ডা-উপাদান	৬৭	সোতাছে	সোতা আছে	৬৭
মালোযালী	মালোয়ালী	৬৮	ভোগ	এতভোগ	৭৯
খেলা	ষেলা	৮০	যাদু	যেদু	৮০
পরাঘটিত	পুরাঘটিত	৮৩	আনুষক	মানুষক	৯০
কছু	করছু	১১২	কোছেন	কোরছেন	১১২
কোলেন	কোরলেন	১১২	কোলি	কোরলি	১১২
কইরছিল	কইরছিলেন	১১৭	তাই	নাই	১২৬
রামসু	রামমু	১২৭	কুড়ি	বুড়ি	১৫৩
ভুত্তি	ভুক্তি	১৫৭	উপখ্যান	উপাখ্যান	১৫৯

ভুল	শুদ্ধ	পৃঃ
জণ	জন	১৭৩
কবি	করি	১৭৪
৫ম লাইন দাড়ির জাগাত কমা		১৭৪
রাগিনীর	রাগিনীত	১৭৫
ডাকুয়ারক	ঢাকুয়ারক	১৯১
নিয়াইন	নিগাইল	১৯৬
যে	সে	১৯৯
উড্ড	উড্ডা	২০১
পাদভরি	পাতভরি	২০৮
তীর্থক	তীর্যক	২২৪
লাঙিরা	সাঙিরা	১৬৮
সেইলা	যেইলা	১৭৪
আশি	আসি	১৭৪
ডাইপাশে	ডাইনপাশে	১৭৭
ছড়াও	ছাড়াও	১৯৩
করি	কবি	১৯৯
বুক	মুখ	২০০
ডবুনের	উরুণের	২০৩
দিসু	দিমু	২০৮
নিজরানি	নিগরানি	২২৬



উপজন - ১০ই নভেম্বর, ১৯৩৫ ইং, পশ্চিমবঙ্গের কুচবিহার জেলার (আগিলা কুচবেহার রাজ্যের) তুফানগঞ্জ মহকুমার বারকোদালী গ্রামত। বাপ দেবেশ্বর বর্মা, আঈ মান্দল বর্মা। ছোটতে গেরামের প্রাইমারী ইস্কুলোত লেখাপড়া আরম্ভ কইরচেন। পাছত তুফানগঞ্জ মহকুমা শহরত তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল উচ্চ - ইংরাজী বিদ্যালয় থাকি ১৯৫১ সালত কৃতিত্বের সাথত মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ কইরচেন। জিলা শহর কুচবিহারের সরকারী ভিক্টোরিয়া কলেজ থাকি আই. এ. ও বি. এ. পাশ করি ১৯৫৭ সালত কলিকাতা যান। ১৯৫৯ সালত কলিকাতা বিশ্ববিদালয় থাকি সংস্কৃতত এম. এ. পাশ কইরচেন। কলিকাতা "মেট্রোপলিটন মেইন" উচ্চতর বিদ্যালয়ত অল্পকিছুদিন শিক্ষকতা করিয়া পাছত নিজের জন্মভূমিত ফিরিয়া আইসেন। বাড়ীত আসিয়া বগলতে শহরের ডাঙর ইস্কুল এন. এন. এম. হাই ইস্কুলোত শিক্ষকতা শুরু করেন। ছোট বয়স থাকি মাতৃ ভাষার প্রতি উঞার নাড়ীর টান আছিল। গতিকে কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে মাতৃ ভাষাত সাহিত্য চর্চা আরও ইতিহাস চর্চা আরম্ভ করেন। ফলতে 'মহারাজা নরনারায়ণ', 'মহাবীর চিলারায়', 'মহারাজা নীলাম্বর' গ্রন্থলা উঞার হাত দিয়া বিরি আইসচে। শ্রী বর্মার লেখ 'A Step to Kamata Behari Language' আর কামতা বিহারী ভাষার ব্যাকরণ (প্রথম পাঠ) বই দুইখান পণ্ডি

Kamtapuri Bhasa-Sahityer Ruparekha

Dharmanarayan Barma

